আদর্শ-কৃষক।

এ, এফ, এম, আব্দুল হাই

ভাওয়ালী

প্রণীত।

ময়মনসিংহ জিলা ভাণ্ডার হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

(*Improved & enlarged eddition*)

১৩৩৮

Rights Reserved.

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

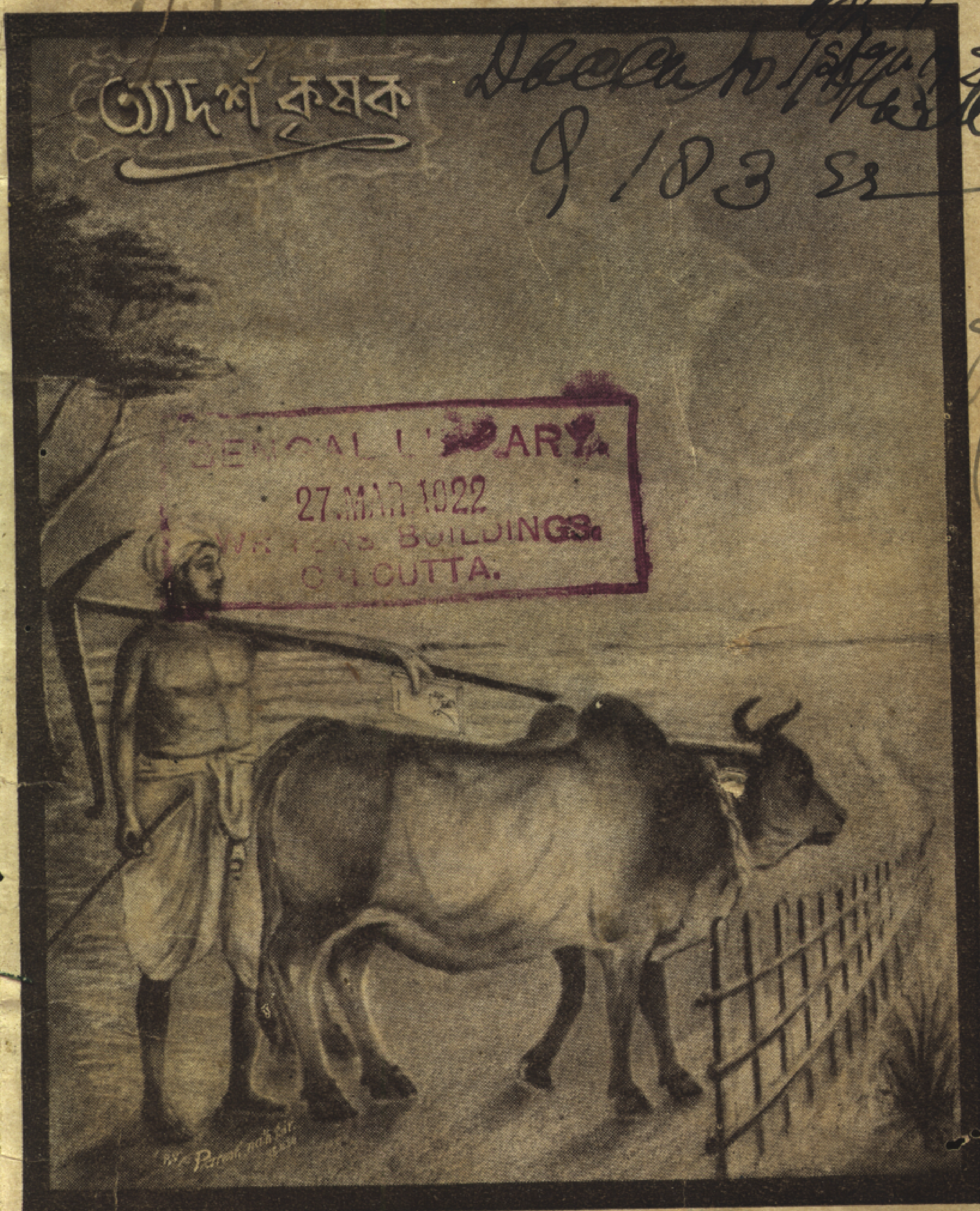

BENGAL LIBRARY
27 MAR 1922
WRITERS' BUILDINGS
CALCUTTA.

ভাওয়ালী

১৪২. ফি. ৯২১. ৫.
15/9/1922

আদর্শ-কৃষক।

এ, এফ, এম, আব্দুল হাই
ভাওয়ালী
প্রণীত।

ময়মনসিংহ জিলা ভাণ্ডার হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

(Improved & enlarged eddition)

১৩২৮

Rights Reserved.

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

Not to be lent out

সোল্ এজেন্ট—

কাজী আবদুর-রশীদ বি, এ

প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ভিক্টোরিয়া পার্ক,

ঢাকা।

IMPERIAL LIBRARY
18 JUL 23

ঢাকা।

নারায়ণ-মেসিন প্রেসে

শ্রীরাধাবল্লভ বসাক দ্বারা মুদ্রিত।

TO

Khan Bahadur

MOULVI SYED AHMED HOSAIN CHOWDHURY,

Zamindar, Delduar

AND

(First Non-Official) Chairman District Board,

Mymensingh

this

treatise

is

most respectfully

dedicated

with permission

as

an humble token of the

author's

great respect and sincere gratitude.

1920.

ভূমিকা।

প্রায় তের বৎসর পূর্ব্ব হইতে আমি বাংলা এবং বিহারের স্থানে স্থানে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছি। তাহার ফলে এই উভয় দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি ও কার্য্যাবলীর বিষয় আমার একটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে।

এই অভিজ্ঞতা দ্বারা আমার মনে হয়, বিহারের লোক সাধারণতঃ কর্ম্মপ্রিয় এবং পরিশ্রমী; পক্ষান্তরে বাংলার লোক তাহাদের অনুপাতে অলস ও কর্ম্মভীরু। বিহারী লোক সৎসাহসের বলে অনায়াসেই ধোপা, নাপিত, চামার, কুলী, মজুর, তরণীবাহক, শিবিকাবাহক ইত্যাদিরূপে শত সুখ মনে করিয়া প্রতিদিন বারআনা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত অর্জ্জন করিতেছে। অন্য পক্ষে, বাঙ্গালী মারামারি ও কাটাকাটিতে সর্ব্বদাই লিপ্ত; রোজগার করিবার বেলায় বিহারী লোকের মত, সাধারণ কাজে প্রবৃত্ত হইতে নারাজ। মোট কথা বলিতে গেলে এই বলিতে হইবে যে বাঙ্গালী হাতের পয়সা নির্ব্বোধের

স্বাস এদিক সেদিক ছড়াইতেছে এবং বিহারী তাহা নানাপ্রকার কাজ করিয়া পারিশ্রমিক ও পারিতোষিক রূপে সযত্নে তুলিয়া লইয়া প্রতি বৎসর স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছে। এই বাংলা দেশে বটগাছতলার নাপিত, ধোপাখোলার ধোপা, খেয়াঘাটের মাঝি, পথঘাটের চামার, শিবিকাবাহক বেহারা, কোদাল বাহক ঝাড়ুওয়া এবং রেল ষ্টেশন ও বানিজ্য বন্দরের কুলী, ইহাদের সকলকেই কি বাঙ্গালী প্রতিদিন আপন হাতের পয়সা যাখিয়া দিতেছেনা ?

বিহারী বীরের ন্যায় বিহারি সংসারে,
খুঁজিছে আপন কর্ম্ম সদা অকাতরে ;
নিরীহ বাঙ্গালী হায়, হাতপা'টী ছেড়ে,
*কুয়ার বেঙের মত ঘরে বাস করে !

বাঙ্গালী অর্থে আমি এস্থলে কৃষককেই মনে করি। ইহার বহু কারণ আছে। তন্মধ্যে একটী কারণ এই যে বাংলা দেশে বাস করিয়া যাঁহারা একটু উচ্চ ধরণের লেখাপড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু আর বাঙ্গালী নহেন ঃ—কেহ সাহেব, কেহ মিষ্টার, কেহ বাহাদুর

* কুয়ার = কূপের।

ইত্যাদি ইত্যাদি হইয়া পড়িয়াছেন। যে কোন উপায়েই হউক, তাঁহারা বাঙ্গালী নাম হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন; এবং এই বদ্‌নামটার বাতাস যাহাতে তাঁহাদের গায়ে একেবারেই না লাগিতে পারে সেজন্য পল্লী পরিত্যাগ করিয়া সহরে বাসস্থান গ্রহণ পূর্ব্বক বাঙ্গালী শ্রেণী হইতে একেবারেই পরের বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহারা আর বাঙ্গালী নহেন, বাঙ্গালী বলিলে কৃষককেই বুঝিতে হইবে।

এই কৃষক বেচারাদিগের আর বাঙ্গালী নাম ছাড়াইবার কোন উপায় নাই; বরং তাহারা 'বাঙ্গালী' এই বদ্‌নামের বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য 'বাঙ্গাল' বলিয়াও সময় সময় আখ্যায়িত হইয়া থাকে। তবে কিছুদিন হইল তাহাদের কেহ কেহ আসামের দিকে যাত্রা করিয়াছে; ইহাতে বোধ হয়, তাহারা 'বাঙ্গালী' এই বদ্‌নাম হইতে রক্ষা পাইয়া 'আসামী' এই নূতন নামে ভূষিত হইবে।

যাহা হউক, এই বাংলার মৃতপ্রায় কৃষক বাঙ্গালীকে অপর সকলেই ঘৃণার সহিত ছিঃ ছিঃ করিয়া পরিত্যাগ করতঃ আপন আপন ধনমান সহ বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে।

আদর্শ-কৃষক

এই কৃষক শ্রেণী শত মূর্খই হউক, আর হাজার ঘৃণার পাত্রই হউক, ইহারাই যে পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া মানবাদি শ্রেষ্ঠ জীবের আহারের সংস্থান করিতেছে, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। প্রকৃত পক্ষে কৃষক সকলেরই সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন, আমি টাকা দিয়া শস্য খরিদ করিব কৃষকের নিকট আবার আমাকে কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে কেন? তাহার প্রতি ভক্তি দেখাইবারই বা দরকার কি! "পয়সা দিয়া খাই দই, গোয়ালিনী আবার কিসের সই?" বেশ্ত কথা! কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় কি তিনি এই কথাটী মুখ ফুটিয়া কহিতে পারিবেন? বোধ হয়না। যদি বাঁকুড়াতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, এবং তথায় চাউলের রপ্তানী বন্ধ হয়, তবে টাকা বা মোহর ভরা সিন্ধুক দেখিয়া কি বাঁকুড়ার লোক বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে? দুর্ভিক্ষের সময় একটা লোক যখন তথায় একমুষ্টি অন্নের জন্য প্রাণ হারাইতে বসে তখন পৃথিবীর যাবতীয় ধনরাশি একত্র করিলেও তাহার প্রাণ রক্ষা করার উপায় থাকিবে না; তখন ঐ লোকটী লক্ষ লক্ষ মোহরের উপর পড়িয়া থাকিতে পারে, তথাপি একটী

মোহর হাতে তুলিয়া লইবার তাহার রুচি হইবে না, কারণ তখন যে এই মোহরের কোন মূল্যই নাই। কিন্তু এসময় যদি একমুষ্টি অন্ন তাহার সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া যায়, তখন সে তাহা সিংহ অবতার সাজিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইবে; কারণ এই একমুষ্টি অন্নের তখন মূল্য আছে; মূল্য—তাহার জীবন। তখন যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, 'টাকা বেশী মূল্যবান, না একমুষ্টি অন্ন বেশী মূল্যবান? সে নিশ্চয় উত্তর করিবে, একমুষ্টি অন্ন বেশী মূল্যবান। তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, টাকার মালিক অধিক ভক্তির পাত্র, না অন্নের মালিক? সে নিশ্চয় উত্তর করিবে, অন্নের মালিক; যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি তোমার বেশী বন্ধু, না একজন দরিদ্র কৃষক তোমার বেশী বন্ধু? সে তখন নিশ্চয় মুক্তকণ্ঠে উত্তর করিবে, দরিদ্র কৃষকই আমার অতি বন্ধু, পরম বন্ধু, প্রাণের বন্ধু। সুতরাং আমি টাকা দিয়া শস্য খরিদ করিব, কৃষকের নিকট কৃতজ্ঞ থাকার আবশ্যক কি, এই কথা বলা বাতুলতা এবং বোকামীর পরিচায়ক ভিন্ন আর কি হইতে পারে? (১)

(১) Professor A, C, Miter writes, 'Money by itself is of no value; but owing to its association with several

আদর্শ-কৃষক

কৃষক বাস্তবিক পক্ষেই ভক্তির পাত্র। তথাপি কৃষককে ঘৃণা করা এদেশের লোকের একটী মস্ত বড় অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে। কৃষককে চাষা বা চাষীও বলা হইয়া থাকে।

দুঃখের বিষয়, আজকাল একজন অপর জনের প্রতি রাগের সময় 'চাষা' বলিয়া গালি দিলেই, মস্ত বড় গালি দেওয়া হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা মন্দগালি আর নাই, সে এইরূপ ভাবিয়া থাকে। এমতাবস্থায় ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে বাংলা অভিধানের উদরে 'চাষা' অর্থ এখনও 'যাহারা চাষ করে' এই বলিয়া বিদ্যমান আছে।

---

ends it gradually acquires tho interest connected with them" "Nepolian, in his retreat from Moscow, he adds by way of illustration, had to throw away gold and silver as burdensome, since they could not be exchanged for porvision."

অর্থাৎ টাকার নিজের কোন একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য নাই—আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করিবার শক্তি অনুসারে টাকার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যেমন মহাবীর নেপোলিয়ান মস্কো হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে অসীম ধনরত্ন দিয়াও যখন খাবার পাইলেন না, তখন তিনি ক্ষুণ্ণ মনে তাহার যাবতীয় ধনরাশি অনর্থক বোঝা মনে করিয়া পথিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া আসেন।

গান।

চন্দন-চর্চ্চিত
মলয় মারুত"
গাহিয়ে গাহিয়ে বিভোর গান—
'গৌরব-মণ্ডিত
জগত-পূজিত
কৃষক শোভিত ধরণী খান।

মলয়-পরশে
কুসুম হরষে
হাসিয়ে হাসিয়ে ধরিছে তান—
'বিভুর রচিত
অযুত নিযুত
পরাণী লভিছে কৃষক-দান।'

কুসুম-গীতিতে
মাতিয়ে-প্রীতিতে
অলিরা গাহিছে উড়িয়া গান—
'ভূচর-খেচর
জলচরাচর
সকল উপরে কৃষক-মান।'

যাহা হউক, এই অন্নদাতা কৃষকের দুরবস্থা দেখিয়া বড়ই আক্ষেপ হয়; কাজেই এই কৃষক-শ্রেণীর উন্নতি-কল্পে কিছু করা যায় কিনা, এই উদ্দেশ্যে, অত্র পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি জানি, কৃষক ও কৃষি বিষয়ে এমন বহু পুস্তকেরই আবশ্যকতা আছে, তথাপি আমার এই সামান্য চেষ্টা বৃথা যাইবে না, এই ধারণায় একাজ হইতে বিরত হই নাই।

কৃষককে পথ দেখাইতে হইলে উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক কার্য্যকরী হইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, আমার সুপরিচিত কয়েকজন সু-কৃষকের উদাহরণ, এই পুস্তকের সাহায্যে বাংলায় প্রত্যেক কৃষকের নিকট ধরিতেছি।

সত্যের অনাদর করিয়া মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া, ইহা আমার মতের বিরুদ্ধ। সুতরাং অত্র পুস্তকে যাহাদের কথা লিখা হইল এবং যে যে বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইল, তাহার প্রত্যেকটীই নিরেট সত্য।

বাংলার কৃষক অধিকাংশই লেখা পড়া জানেনা; কেবল এই কারণেই পুস্তকের উপসংহারের প্রারম্ভে আটখানা ছবি কৃষক সাধারণকে উপহার দিয়াছি। আমার বিশ্বাস, এই ছবিগুলিতেই বোধ হয় অশিক্ষিত

কৃষক আমার মনের উদ্দেশ্য কিঞ্চিত বুঝিতে পারিবে। আমার উদ্দেশ্য, ঐ যে আটখানা ছবি (কুঁড়ে ঘরখানা ছাড়া) দেওয়া হইল, তাহাদ্বারা কৃষককে যে যে কাজের ইঙ্গীত করা হইতেছে, তাহার একটীও যেন প্রাণান্তেও তাহারা না ছাড়ে। ছবিগুলি আমার অতি সাধনা ও একান্ত চিন্তার ফলস্বরূপ কৃষকে উপহার দিয়াছি।

'আদর্শ-কৃষকের' ছবিদ্বারা আমি বাঙ্গালী কৃষকের অদূর ভবিষ্যতের উন্নত অবস্থার ইঙ্গীত করিয়াছি—সময় শীঘ্রই আসিবে যেদিন কৃষকের এক হাতে ল্যাঙ্গল অন্য হাতে কৃষিবিষয়ক পুস্তক থাকিবে, এবং গরুসহ, আপন কৃষি সঙ্গীত উচ্চরবে গাহিতে গাহিতে প্রফুল্ল মনে মাঠের দিকে ছুটিয়া যাইবে।

খনার বচনগুলি নানাস্থান হইতে, কীটের মুখ হইতে, উদ্ধার করিয়াছি, অনেক ছেঁড়া কাগজের টুকরা জোড়া দিয়া নানামতে মিলাইয়া অবিকল 'বচনটী' ভাসাইয়া তুলিতে যারপর নাই কষ্ট করিয়াছি। এ বিষয়ে অনেক প্রাচীন পণ্ডিতের হাত পা টিপিয়াছি; অনেক বুড়া কৃষকেরও মুখের কাছে কাণ ধরিয়াছি। আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। দু'একজন বুড়া কৃষকের

নাম উল্লেখ না করিয়া পারি না ; কারণ কৃষকের নিকট যে সকলেই ঋণী—সাহেবের বাপ ও সিরাজের বাপ।

অতি সাধনার ও যত্নের 'আদর্শ কৃষকের' ছবিটী আমার সহযোগী বাবু পরেশনাথ বীর মহাশয় অঙ্কন করিয়াছেন ; অদূর ভবিষ্যতে বাংলার কৃষক যেদিন আদর্শ কৃষক সাজিতে পারিবে, সেই কৃষক শ্রেণীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে In anticipation ধন্যবাদ দিতেছি।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের পাণ্ডুলিপি লিখিয়া টাকার অভাবে পড়িয়াছিলাম ; আমার প্রিয়তম বাল্য-বন্ধু গফরগাঁও নিবাসী মুন্সী আবদুল মজিদ কৃষকের মঙ্গলার্থে প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সাকুল্য ব্যয় ভার বহন করিয়াছিলেন। আমার এখনও মনে হয়, তাঁহার সাহায্য না পাইলে 'আদর্শ কৃষক' আর বাহির হইত না এবং প্রথম সংস্করণ প্রকাশে যে উৎসাহ পাইয়াছি, আজ উহার ফলে এই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ ও প্রকাশিত হইত না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ভাষা আমার আর নাই— আশীর্ব্বাদ করি, অত্র পুস্তিকা দ্বারা যদি কৃষক সমাজের কোন উপকার হয়, তবে তাহার যাবতীয় পুণ্যই যেন আমার প্রিয়তম বন্ধুর প্রতি অর্পিত হয়।

এই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশে যে ব্যয় ভার বহন

করিতে হইয়াছে, তাহা আমার ন্যায় দরিদ্র লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। সদাশয় ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড এই কাজে দুইশত টাকা সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি উক্ত বোর্ডের প্রতি সভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। অধিকন্তু উক্ত বোর্ডের ভাইস্‌ চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু শশধর ঘোষ বি, এল, মহোদয় অত্র পুস্তিকা প্রকাশে আমাকে যতটা উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন তেমন আর কোথাও পাই নাই। তজ্জন্য তঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

অত্র পুস্তক প্রেসে দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমি রুগ্নদেহে শয্যাগত। এমন বিপদের সময় প্রেসে দিবার জন্য পাণ্ডুলিপির একখণ্ড প্রতিলিপি তৈয়ার করার আবশ্যক হইল। এই কাজে আমার বন্ধুবর্গের অনেকেই বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমার সাহায্য করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

'গো-ধন' লিখিতে যাইয়া আমি মৌলভী ইস্তাজ-উদ্দিন, তালুকদার (Veterinary Assistant, Sadar

Hospital, Mymansingh) সাহেবের অনেক পরামর্শ, উপদেশ ও সাহায্য লাভ করিয়াছি। একাজে তিনি যে তাঁহার মূল্যবান সময় ক্ষেপণ করতঃ আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ধন্যবাদ প্রদান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

অত্র পুস্তিকা রচনা বিষয়ে আগা গোড়াই আমি মৌলভী এনায়তর রহমান বি, এ, ও মৌলভী মনছুরুর রহমান বি, এ, এই বন্ধুদ্বয়ের নিকট হইতে নানারকমে আশাতীত সাহায্য পাইয়াছি। সেজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আশা করি এই 'আদর্শ কৃষক' বাংলার প্রত্যেক কৃষকের ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব ; ইহার গানগুলি রাখাল বালকের মুখে শুনিয়া বিশ্রামের ছলে বাংলার মাঠে খানিক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইব ; ইহার 'খনার বচন' গুলি বুড়া কৃষকের কাছে বসিয়া বালকেরা পড়িবে, আর আমি তাহাদের মাথানাড়া দেখিয়া 'ঔষধের গুণ মন্দ নয়' এই ভাবিয়া শত আশা বুকে করিয়া এক পা সম্মুখে দাঁড়াইব ; ইহার "যুক্তি" পাঠ করিয়া কৃষকশ্রেণী আপন ভবিষ্যত সৌভাগ্যের দরজা উন্মুক্ত করিবে ; 'আদর্শ কৃষকের' ভিতরে যাহাদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে,

তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া বাংলার কৃষক জগতের সম্মুখে আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে।

কৃষকশ্রেণীর মঙ্গলাকাঙ্খী কর্ম্মঠ হৃদয়বান যুবক ও দেশের আশার কুসুম ছাত্রমণ্ডলী, এই পুস্তকখানা প্রত্যেক কৃষকের ঘরে নেওয়াইবার চেষ্টা করিবেন, এবং এই পুস্তকের মর্ম্ম তাঁহাদের নিকটে বহুল প্রচারে ব্রতী হইবেন বলিয়া বিশেষ ভরশা করি। সর্ব্বশেষে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে অত্র পুস্তিকায় যদি কেহ কোন ভুল ভ্রান্তি দেখিতে পান, তাহা সংশোধন করিবার জন্য এ অধীনকে জানাইলে বাধিত হইব। ইতি—

জিলা ভাণ্ডার, ময়মনসিংহ।
১৩২৭ সন।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণ এত তাড়াতাড়ি বাংলার ঘরে ঘরে সাদরে স্থান পাইল বলিয়া অতি আনন্দের সহিত আমার বলিতে ইচ্ছা হয়, মহাবীর নেপোলিয়ানের দিন আর নাই; এখন এই বুঝি কর্ম্মবীর ওছমানের যুগ!

এবার পাঠক, মহাবীরের জীবনীই পড়িবেন, না কর্ম্মবীরের কাহিনীই হাতে লইবেন, ইহাই পরীক্ষণীয়। সাধারণের উৎসাহ দর্শনে এবার নূতন অনেক বিষয়ই সন্নিবেশিত হইল।

জিলা-ভাণ্ডার
ময়মনসিংহ,
১৩২৭ সন।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

আভাষ সূচী।

১।	Origin	২
২।	Similarity	৩
৩।	Profession	৪
৪।	Preaching	৫
৫।	Routine	৬
৬।	Object	৭

বিষয় সূচী।

১।	ওছমান	৭
২।	শাহবাগ	৬০
৩।	চাটুনি	৮৭
৪।	দারোগার রিপোর্ট	৯৭
৫।	তাজ-পরিবার	১১১
৬।	একটু বিশ্রাম	১৪৭
৭।	অনুগ্রহ	১৬১
৮।	গো-ধন	১৭৭
৯।	মুক্তি	২০৩
১০।	খনার বচন	২২৭
১১।	উপসংহার	২৪৯

আদর্শ-কৃষক

সঙ্গীত সূচী

১।	চন্দন চর্চ্চিত	
২।	লাঙ্গল মশাই	১
৩।	আমরা চাষা দেশের আশা	৫২
৪।	কৃষক আমরা (শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত)	৫৭
৫।	আয় কে যাবে রূপের পাগল	৬২
৬।	আমরা চাষা চাষ করিব (শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত)	৮১
৭।	গোপাল তোরা গোপাল নিয়ে	৯৩
৮।	মা বাপ মোদের আকাশ হাওয়া	১০৫
৯।	আমরা যে যে কাজে লাগি	১৪৭
১০।	আইস সবে মিলে মিশে	১৫৬
১১।	পরের কি দোষ দিব তাই	৭২
১২।	মোরা গাছে ফলাই সোনা (শাহ্ আব্দুল হামীদ)	১৯৯
১৩।	আমরা চল মাঠেই থাকি	২৫৩

আভাষ।

ঢাকা সাতরওজা, ইস্‌লামিয়া প্রেসে
"আভাষ" মুদ্রিত।

(ক)

بسم الله الرحمن الرحيم

(Origin)

يا ايها الناس اتقوا ربكم

الذي خلقكم من نفس

واحدة و خلق منها زوجها

و بث منهما رجالا كثيرا

و نساء ۚ

محمدا و مصليا و مسلما

(Profession)

الناس من جهة التمثال اكفاء

ابوهم آدم والام حواء

(Similarity)

আদম ও হাওয়ায়,
থাকে দুনিয়ায়,
করেন চাষের কাজ ;
তারই বংশ ভবে,
আছি মোরা সবে,
কাঙ্গাল কি মহারাজ।

(ঘ)

(Preachings)

When Adam delved

And Eve span,

Who was then

A gentle man ?

(ع)

(Routine)

جعلنا الليل لباسا

وجعلنا النهار معاشا

(Object)

يا ايها الناس كلوا مما في

الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا

خطوات الشيطان ط

আদর্শ-কৃষক

গান

লাঙ্গল মশাই লাঙ্গল মশাই
এস আমার কাঁধে,
তুমিই মোদের জীবন-সখা
তাই ডাকিরে সাধে।

আর যা'দেরে মশাই ডাকি
কেউনা মশাই সবাই ফাঁকি
ওদেরে মশাই
ডাক্‌ছি সবাই
শুধুই তোষামোদে।

আদর্শ-কৃষক

নায়েব মশাই, সায়েব মশাই
উকীল মশাই, মোক্তার মশাই
সকল মশাইর
তুমি গোঁসাই
যখন লাগে ক্ষিধে।

ডিপুটী, মুনসেফ, খানবাহাদুর
জজ্, ম্যাজিস্টর, লাট বাহাদুর
খাচ্ছেন তারা
চিক্কণ 'খানা'
শুধু তোমারি প্রসাদে।

বঙ্গমাতার সবুজ বুকে
সোনালী ধান হাস্‌ছে সুখে
খাবার তরে
সে গুলি সব
কুড়িয়ে দাও সাধে।

আদর্শ-কৃষক

আপন মুখে দিচ্ছ তুলে
কর্দ্দম আর মাটীর ঢিলে,
পরের মুখে
ঢালছ সুখে
সুধা-ধারা অবাধে।

সাবাস মশাই ধন্য তুমি,
আইস তোমার পদে চুমি
পরাণ দিয়ে
পরের লাগি
এমনি ক'রে কেবা কাঁদে।

আয়-না মশাই চাষ করতে যাই
চাষ বিনাত আর গতি নাই
আশার আশা
তুই ভরসা
নিবেদি তোর পদে।

দেশ যে মরে অন্নের তরে
'হা অন্ন' সব ঘরে ঘরে
ডাক্‌ছি তোরে
করুণ স্বরে
(আয়রে) আয় ভাই আমার কাধে।

ওজমান

উদ্বোধন

বঙ্গ জননী পীযূষ ধারিণী
আকুল পরাণে ডাকিছে হে,
জাগরে জাগরে কৃষক-নন্দন
এ শুভ প্রভাতে সকলে হে !

ময়মনসিংহ জিলার সদর মহকুমার অন্তর্গত, গফরগাঁও থানার এলাকার মধ্যে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরোপান্তে লামকান নামে একটী অতি মনোহর গ্রাম আছে। শস্য-শ্যামল বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র, ফল-পুষ্প-শোভিত উন্নতাবনত নানাবিধ বৃক্ষ-শ্রেণী, মৎস্যাদি পরিপূর্ণ, পদ্ম-সমাকীর্ণ স্বচ্ছসলিলা দিঘী ও পুষ্করিণী এবং কর্দ্দম-মুক্ত, সুপ্রশস্ত রাজপথসমূহ তথায় বিদ্যমান থাকায়, গ্রামখানাকে অমরধাম বলিয়া ভ্রম জন্মে। এই গ্রামখানা, একদিকে যেমন দেখিতে

অতি মনোহর, অন্যদিকে তেমনই স্বাস্থ্যকর ও শিক্ষিত ধনাঢ্য ভদ্র সমাজের আবাস ভূমি। এই ক্ষুদ্র গ্রামেই 'বাংলাবাগের' অন্যতম বুল্‌বুল্‌, ময়মনসিংহের স্বনামধন্য বাগ্মীপ্রবর মৌলভী ছুফীরুদ্দীন আহমদ সাহেবের পরম পবিত্র ধাম অবস্থিত। উক্ত গ্রামে এক দরিদ্র * মোসলেম পরিবারে ওছমানের জন্ম হয়। পিতৃবিয়োগের পর বৃদ্ধা জননী ও অনুজবর্গসহ, ভক্তি-শ্রদ্ধা, প্রীতি-ভালবাসা ও সদ্ভাব রক্ষা করতঃ পিতার পরিত্যক্ত যৎসামান্য সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া, অসহায় ওছমান

* ওছমানের পিতৃপুরুষদের অবস্থা পূর্ব্বে বেশ ভালই ছিল কিন্তু তাহার পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে তাহাদের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়ে। ওছমান পরিশ্রম ও সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা অবশেষে তাহার অবস্থা ভাল করিয়া লইল।

আদর্শ-কৃষক

কিরূপে উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে ক্রমশঃ আরোহণ করিল, দরিদ্র কৃষককুলে জন্ম ধারণ করিয়া, ওছমান কি ভাবে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য গুণাবলী দ্বারা আপন জীবনকে আদর্শ স্থানীয় করিয়া লইল, কিরূপে সে একাধারে মাঠের চাষী, মসজিদের মোল্লা ও পাঠাগারের পাঠক সাজিয়া জনসাধারণের সম্মুখে অসাধারণ ও অপূর্ব্ব উদাহরণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইল, অত্র পুস্তিকায় তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। প্রিয় পাঠক, আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে ওছমান তাহার আদর্শ জীবনীসহ এখনও এই সংসারে জীবিত। কাহারও মনে যদি তাহাকে দেখিবার অভিলাষ হয়, তবে উক্ত গ্রামে গেলেই তাহাকে কর্ম্মের

প্রকৃষ্ট অবতাররূপে তথায় বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই পরিবর্ত্তনের যুগে, ওছমান যথার্থ কর্ম্মের ডঙ্কা বাজাইয়া, পৃথিবীর সু-সুপ্ত কৃষকশ্রেণীর অস্থি-মজ্জায় সঞ্জীবনী-স্রোত ঢালিয়া দিয়াছে। সে সরল মনে, বিমল প্রাণে, আপন কর্ত্তব্যের টানে, তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে। সু-নাম হইবে, কি বদনাম হইবে, তৎপ্রতি ওছমানের আদৌ লক্ষ্য নাই! বলিতে কি, সে কখন কি করিতেছে, তাহা চিন্তা করিবারও তাহার অবসর নাই! সে যে সর্ব্বদা ব্যস্ত ত্রস্ত!! কর্ম্মের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে যে তাহার দেহ-মন পুড়িয়া গিয়াছে!!! আলস্যের আশ্রয়ে একটু বিশ্রাম লাভ করিবার যে তাহার সুযোগ নাই! ওছমান বলে, যাহা করিব, তাহা বলিবার বহু পূর্ব্বেই করিব, করা

শেষ হইলে, তাহা অপরকে করিতে বলিব,—

কর্ত্তব্য আমার আগে
করিব নিশ্চয়,
বলিব অপরে পরে
হইলে সময়।

প্রিয় পাঠক, আপনার কল্পনার চক্ষু খুলিয়া একবার আমার অনুসরণ করুন— ঐ যে সারি সারি আম, জাম, নারিকেল, তাল, সুপারী প্রভৃতি গাছগুলি বাতাসের সহিত খেলিয়া, হেলিয়া দুলিয়া পড়িতেছে; ঐ যে উন্নত বাঁশের ঝাড়গুলি মস্তক নোওয়াইয়া কৃষক 'ওছমানের এই বাড়ী, ওছমানের এই বাড়ী' বলিয়া পথিক ও পাঠককে সাদরে আহবান করিতেছে; ঐ যে বাড়ীর পূর্ব্বপার্শ্বে পথের ধারে তৃষ্ণানিবারণার্থ ওছমানের নির্ম্মল সলিলা

পুষ্করিণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ-ভঙ্গ-ঈঙ্গীতে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক সমূহকে সকরুণ স্বরে, ডাকিতেছে ! ঐ যে পুকুরের পশ্চিম তীরে পাঠক ও ভাবুকের উপবেশন জন্য সারি সারি সাতখানা কুর্ছী (Chair) পাতা আছে ; ঠিক ইহারই পশ্চিমে--ঐ যে ওছমানের-কুটীর দেখা যায় !

প্রিয় পাঠক, চলুন,—ওছমান-কুটীরে প্রবেশ করি—ঐ যে দেখুন কুটীরের অভ্যন্তরে একখানা খাট শোভা পাইতেছে ; ইহাতেই আমাদের কর্ম্মবীর ওছমান রাত্রে আপন কর্ম্মশ্রান্ত দেহ স্থাপন করিয়া নিদ্রা যায় ; ঐ যে খাটের এক প্রান্তে আল্‌নার মধ্যে ওছমানের পির্‌হান্, নিমা, ছদ্‌রিয়া, তহ্‌বন্দ, আচ্‌কান, পাজামা ও গামছা প্রভৃতি পোযাক পরিচ্ছদগুলি ঝুলিতেছে ; ঐ যে আল্‌নার পার্শ্বদেশের স্তম্ভ-শীর্ষে

ওছমানের সাদা ধব্‌ধবে টুপিটী, হাল্‌কা বাতাসে ঈষৎ সঞ্চালিত হইতেছে! ঐ যে খাটের পার্শ্বে রেলিংএর সহিত একখানা তালের, অপর একখানা বাঁশের পাখা দেখা যাইতেছে। তারপর, ঐ যে গৃহ-কোণে ওছমানের সুদীর্ঘ স্থূল যষ্ঠিখানা বেড়ার সহিত হেলান দিয়া রাখা হইয়াছে, ঐ যে ওছমান কুটীরের অভ্যন্তরে তিন খানা এবং বহির্দ্দেশে দুই খানা লম্বা টুল যথাস্থানে রাখা হইয়াছে; এবং ঐ যে দুইখানা বাদামী টুল খাটের নীচে ও আর একখানা কুটীরের একপার্শ্বে সংস্থাপিত আছে—দেখুন্। খাটের নীচে আরও কিছু আপনারা কি দেখিতে পাইতেছেন?—ঐ যে কয়েক জোড়া পাদুকা (খড়ম্) সারি সারি সাজান অবস্থায় আপনাদের পায়ের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে—প্রিয় পাঠক,

এখনই কি আপনারা চলিয়া যাইতে চান, এই সামান্য কয়েক খানা জিনিষ পত্র দেখিয়াই কি আপনারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন! ঐ পাদুকার সাহায্যে ওছমানের পুষ্করিণী হইতে ওজু * করিয়া কি এখনই তাহার ঘাটে বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিলেন? না, না এখনই তাহা হইতে দিব না—চলুন আরও কিছু দেখিয়া লই। ঐ যে প্রকাণ্ড দুইখানা বাঁশের ছাতা এবং বিলাতি টুপীর (Hat) ন্যায় বৃহদাকারের চারিখানা মাত্‌লা গৃহদ্বারের এক পার্শ্বে দোলায়মান রহিয়াছে! প্রিয় পাঠক, ওছমান-কুটীরে আর যাহা যাহা আছে, কল্পনার সাহায্যে আপনারা তাহা শীঘ্র শীঘ্র দেখিয়া, চলুন একবার তাহার রান্না-ঘরখানা দেখিয়া আসি—কারণ, অনেক

* হাত, পা, মুখ ইত্যাদি বিধৌত করা।

বিলম্ব হইয়া গেল, ওছমান তাহার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মাঠে যাইবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছে আর আপনারাও বোধ হয় উদ্বিগ্ন!

দেখিলেন কি ঘরের প্রায় তিন পার্শ্বেই নানা প্রকার বোতল * ও শিশি বাঁশের সহিত সংবদ্ধ ছিকের ভিতরে কেমন শোভা পাইতেছে? আর দেখিলেন কি ঐ যে চুল্লীর এক পার্শ্বে থাল, লোটা, ঘটি, বাটি, শিল-পাটা ও বটিদা ইত্যাদি যথাযথভাবে স্থাপিত রহিয়াছে! ঐ যে একটী শামাদান, উহার মস্তকে

* এই বোতল ও শিশিগুলির মধ্যে কোন কোনটী মাটীর দ্বারা ওছমান নিজ হাতে তৈয়ার করিয়াছে, সে বলে, সময় নাই, তা'না হইলে বিদেশী কুম্ভকারের ভাত উঠাইতাম, ইহা তার পরশ্রীকাতরতা নহে বরং কর্ম্মপ্রাণতার ও সমাজ হিতৈষণার শুভ লক্ষণ।

তৈলদান (১) সহ উনানের শিয়রে দাঁড়ান রহিয়াছে !

প্রিয় পাঠক, ঐ যে শিশি আর বোতল-গুলি ছিকের ভিতরে আমাদের নজরে পড়িল, উহাদের ভিতরে ওছমান কি কি

---

(১) এই তৈলদানে ওছমানের আপন বাগানে লাগান ভেরণ্ড গাছের বীজের তৈল রাখা হইয়াছে। ওছমান বলে,—কেরোসিনের বাতি দেখিতে আমার ভয় হয়, আমার এই ভয়ের কারণ যাহারা এখনও বুঝেন নাই, তাহারা দিনে কেরোসিনের বাতি জ্বালাইয়া দেখিবেন, বাতির মস্তক হইতে যেন একটা কালাপাহাড় রাক্ষসের মত ছুটিয়া মানুষের নাকের ভিতরে প্রবেশ করে—একবার ভালরূপে প্রবেশ করিতে পারিলে আস্তে আস্তে সমস্তটা 'মগজ' গ্রাস করে। প্রিয় পাঠক, বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন যে ভারতবর্ষে বহু বিজ্ঞান-বিদ পণ্ডিত পাণ্ডিত্যে পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই কেরোসিনের বাতিতে আপন মস্তিষ্ক দগ্ধ করিয়া সংসারে আর বিকশিত হইতে পারে নাই।

পদার্থ ভরিয়া রাখিয়াছে, তাহা বোধ হয়, আপনারা এখনও বড় বেশী লক্ষ্য করেন নাই। আচ্ছা চলুন, এখন আমরা ওছমানের পাক-ঘর হইতে বাহির হইয়া একটু পশ্চিমদিকে অগ্রসর হই—তারপর, ওছমানের কুটীরে যাহা যাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি, কথা-প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করিব।

ঐ যে আমার পূর্ব্ববর্ণিত আম-জাম-সুপারী-কাটাল প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী, চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিক ভিন্ন অন্য তিন দিকে সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে! প্রাঙ্গণের মধ্যে কয়েক খানা ঘর ছিল, কিন্তু যে কারণেই হউক, ঐ ঘরগুলি আর ওখানে নাই। পুকুরের তীরে, এক ওছমানের কুটীর ভিন্ন, আর দ্বিতীয় ঘর নাই। বর্ত্তমানে এই প্রাঙ্গণটী নানাবিধ ছোট ছোট চারাগাছে পরিপূর্ণ; এগুলি কিসের চারাগাছ, এবং ঐ যে

কি-জানি-কি-রকমের কতকগুলি লতা-পাতা, আম-জাম-কাটাল-গুবাক্ প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষগুলিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ওগুলি কোন্ জাতীয় লতাপাতা, প্রিয় পাঠক মহোদয়গণ কি তাহা একটু চিনিতে পারিয়াছেন ?—ঐ যে সে দিন ১৩২৬ সনের আটই আশ্বিন তারিখে (25th Sept. 1919) বহুক্ষণব্যাপী একটা প্রবল ঝড় (Cyclone.) হইয়া ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জিলাগুলি একেবারে লণ্ডভণ্ড করিয়া মহাপ্রলয়ের সূচনা দেখাইয়া চলিয়া গেল, ওছমান সে বিপদের দিনে কিন্তু স্থির * ধীর থাকিতে পারিয়াছিল ; যে হেতু,

* এই ঝড়ের সময় ওছমান আপন বাড়ীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া পাড়ার এক নিঃসন্তান বিধবা বৃদ্ধার বাড়ী রক্ষা করিতে বাঁশ ও দড়ি প্রভৃতি সহ অনেক দৌড়াদৌড়ি করিয়াছিল এবং অতি সুন্দর ভাবে

তাহার কয়েকটী ফলবান বৃক্ষ ব্যতীত, অন্য কিছুই নষ্ট হয় নাই। অবশ্যই নষ্ট না হওয়াটা সর্ব্ব-শক্তিমান, বিপদ-ভঞ্জন, রহীম ও রহমান আল্লাহ্ তৌলার অপরিসীম করুণা ও দয়া, কিন্তু এক্ষেত্রে ওছমানেরও একটু বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্য্য আছে—তাহার গৃহখানি অত্যন্ত প্রকাণ্ড বা অত্যুচ্চ নহে। নব্য শিক্ষিত বিজ্ঞান-বিদ পাঠক কিন্তু আবার স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দিক দিয়া কর্ম্মবীর ওছমানকে দোষ দিতে পারিবেন না—গৃহখানায় প্রচুর জানালা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট, বেশ ফিট্‌ফাট্! সে

তাড়াতাড়ি কয়েকটী বেড়া থামের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল; এমন বিপদে সে যে এমন স্থিরতা ও বীরতার সহিত বৃদ্ধার সাহায্য করিয়াছিল, গ্রামের সকলেই সেইজন্য তাহার প্রশংসাবাদ করে।

যাহাহউক, ঐ প্রবল ঝড়ের তুমুলকাণ্ডের পর,—'মানুষের আর দুঃখ ও বিপদের পরিসীমা রহিল না, যেসব গৃহস্থ এতদিন পিতামাতা দারা-পুত্র-কন্যা বিশেষে পৃথক পৃথক ছোট বড় গৃহে একত্র নানাপ্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছিল, আজ এই ভীষণ ঝড়ের পর, তাহাদের সকলের বাস করিবার জন্য একখানা গৃহও ঠিক নাই! যাহারা একদিন গর্ব্বভরে, উচ্চাসনে বসিয়া, পা নাচাইয়া, আত্ম-গরিমা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিত না, আজ তাহারা ধৈর্য্যশীলা ধরিত্রীর শ্যামল বক্ষে, যে কোনরূপ একটু সামান্য স্থানে, অতি ধৈর্য্যশীলের ন্যায়,—পথের দরিদ্র ভিখারীর ন্যায়,—নিতান্ত শায়েস্তা ভাবে আসন পরিগ্রহ করিতে অভ্যস্ত; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রবীণ বৃক্ষশ্রেণী সমর প্রাঙ্গণের

নিহত সৈনিকবৃন্দের ন্যায়, এলোমেলোভাবে মৃত্তিকার উপর যথাতথা বিলুণ্ঠিত হইতেছে ! আহা, কত শত সুখের ও সাধের রম্য পুষ্পোদ্যান ঘুমন্ত কলি ও ফুটন্ত কুসুম-সহ স্রষ্টার শ্রীপাদপদ্মে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া তদীয় গৌরব ঘোষণা করিতেছে ; সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় উত্থান-পতন, অবস্থার উন্নতি-অবনতি, প্রেমিকের মিলন-বিরহ, শাসকের বিচার-অবিচার, উপাসকের শান্তি—অশান্তি ও মানবের ভাবী সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিষয়ের এক বিশাল চিন্তা-চিত্র-পট আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছে ! আহা, এই ভয়ঙ্কর ঝড়ে আর বৃক্ষগুলির বংশ পর্য্যন্ত রাখিয়া যায় নাই—একান্ত যত্ন-রোপিত সুস্বাদু ফলের গাছগুলি, শ্মশানের মরার ন্যায়, ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়াছে ! একদিকে মানুষ দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর করাল-

কবলে নিপতিত, অন্যদিকে আবার অভাব-অভিযোগের দারুণ চাপে নিষ্পেষিত, তদুপরি আবার দুনিয়ার প্রত্যেক জাতিই "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া—উন্মত্ত! এই দিন আর সেই দিনে অনেক তফাৎ—যে দিন শান্তির মলয়-হিল্লোলে জগদ্বাসী বসন্তের ফুটন্ত কুসুম সদৃশ প্রফুল্ল, সারল্যের কোমল ক্রোড়ে নিদ্রিত, ধর্ম্মের বৃক্ষে ফল-ভারানত শাখা সদৃশ দোদুল্যমান, ও অনাবিল প্রেম-সুধা পানে অমর ছিল—সেই দিন আর এই দিনে অনেক তফাৎ,—যখন মানুষ কাপট্যের দংশন হইতে মুক্ত, ভণ্ডামীর গণ্ডির ভিতর হইতে বহু দূরে অপসারিত, স্বার্থের দাসত্ব হইতে স্বাধীন, নীচতার নরক হইতে নির্ভীক, উদ্‌ভ্রান্তির মদিরা-পানে অনাসক্ত এবং সমাজদুষ্ট অবাধ্যতার সংক্রামকে অনাক্রান্ত ছিল—সেই দিন আর

এই দুনিয়াতে এখন নাই! এইক্ষণ, এই নবযুগে, নবভাবে, নবকর্ম্মে, নবক্ষেত্রে, নবোৎসাহে নিত্য নব যুবকের ন্যায়, নিতান্ত প্রবীণকেও নবীন সাজিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে!

ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবার জন্য পথের যাবতীয় কুসংস্কারগুলিকে পদাঘাতে শতধা বিক্ষিপ্ত করিতে হইবে। নৈতিক চরিত্রে চরিত্রবান ও সাহসের বলে বলীয়ান হইয়া, কর্ম্ম-বাণে ধরণীর বক্ষ বিদীর্ণ করিতে হইবে; বহুদিনের লুপ্ত ধন-রত্নগুলিকে পাতাল হইতে উদ্ধার করতঃ ধর্ম্ম-সূত্রে গাঁথিয়া জাতীয় আকাশে দোলাইতে হইবে; এবং তাহার স্নিগ্ধ ও শান্তোজ্জ্বল বিমল আলোকে জগদ্বাসীকে পথ প্রদর্শন করাইতে হইবে। আত্ম নির্ভরতা, কর্ম্ম-প্রাণতাদ্বারা জীবনকে আদর্শ স্থানীয় করিতে হইবে।' এই

ভাবে, চিন্তার পর চিন্তা, ভাবের পর ভাব, কল্পনার পর কল্পনা, ধ্যানের পর ধ্যানের খরতর স্রোতে আমাদের ধ্যানমগ্ন ওছমান ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ওছমান ভাসিতে ভাসিতে মহাসমুদ্রের এক অতল-স্পর্শতলে নীত হইলে দেখিতে পাইল, তাহার সিদ্ধান্ত,—মণি-মাণিক্য, প্রবাল ও মুক্তারূপে তাহার সম্মুখে যথাতথা স্তুপীকৃত অবস্থায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। ইহার পর ওছমান কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইল, পরবর্ত্তী বিবরণে, তৎকৃত ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য-কলাপের ভিতর দিয়াই, উহার যৎসামান্য আভাস, সহৃদয় পাঠক ও ভাবুকের নিকট বিকাশ পাইবে।

কর্ম্মবীর ওছমান বাড়ীর চতুর্দ্দিকে যতগুলি গাছ ছিল, উহাদের প্রত্যেকটীর গোড়ায় এক একটী পানের চারা রোপণ

করিয়া দিল *। সমস্ত প্রাঙ্গণ ভরিয়া মরিচ গাছের চারা রোপণ করিল। ঐ চারাগুলি আবার যাহাতে গরু ও ছাগলে নষ্ট করিতে না পারে, সেজন্য প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে বেড়া দিল। তার পর, বেড়া শক্ত হইবার জন্য মধ্যে মধ্যে মান্দারের বড় বড় ডাল পুঁতিয়া দিল। আবার এই ডালগুলির গোড়াতেও এক একটী পানের চারা রোপণ করিয়া দিতে ভুলিল না! বর্ত্তমানে তাহার এই প্রাঙ্গণে চারি শতের উপর পান গাছ হইয়াছে।

ঝড়ের পর হইতে পান গাছ মরিয়া গিয়াছে। পান দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্ম্মূল্য

* এই প্রকার গাছের গোড়ায় পান গাছ রোপণ করা আসাম দেশের একটী প্রথা। এদিকে সময় সময় যে আসাম হইতে বড় বড় পানের আমদানী হয় তাহা সমস্তই এই প্রণালীতে উৎপন্ন।

হইয়া পড়িয়াছে, একথা আর কাহারও জানিতে বাকী রহিল না।

গ্রামের সকলেই দেখিতে পাইল যে বাজারে পান অতি অল্প উঠে, যাহা উঠে, তাহাও আবার ইঁদুরের কানের মত অতি ছোট; এক পয়সায় কিন্তু দুই তিনটী পানের বেশী পাওয়া যায় না। অথচ এদিকে ওছমানের পান গাছে যে পান ধরিয়াছে, তাহা বেশ বড় এবং পয়সায় আটটীরও অধিক পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে ওছমান পান জন্মাইয়া আর কুলাইতে পারিতেছেনা — আধ মাইল, এক মাইল দূরের লোকও পান লইতে ওছমান-কুটীরে আসিয়া থাকে। এখনও তাহার সকল গাছের পান বেচা আরম্ভ হয় নাই; যে দিন তাহা আরম্ভ হইবে, সে দিন ওছমানের বোধ হয় একজন ম্যানেজার

নিযুক্ত করিবার দরকার হইবে! সম্প্রতি সে বেলা এগারটা হইতে একটা পর্য্যন্ত পান বিক্রয়ের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে। এই নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন কেহ তাহার নিকট পান লইতে যাইবার সাহস করে না—কারণ সে যখন মাঠে কাজে লাগিয়া পড়ে, তখন তাহার ব্যস্ততা দেখিলে ভয় হয়!*

ওছমান, মনে রাখিও, এই পানেই একদিন তোমার ধন-মান ও প্রাণের উন্নতি টানিয়া আনিতে পারে!

প্রিয় পাঠক, একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখুন, মরিচের চারাগুলিকে ওছমান

---

* বিশেষ ঠেকা হইলে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ সময় সময় পানের পয়সা মাঠের মধ্যেই ওছমানের কোমরে গুজিয়া তাহার অনুমতি ক্রমে গাছ হইতে পান উঠাইয়া নিয়া থাকে তবুও তাহাকে মাঠ হইতে সরান যায় না।

কত যত্নের সহিত নিয়ত রক্ষা করিতেছে! সে এই মরিচের চারাগুলি কেবল প্রাঙ্গণেই রোপণ করে নাই, আমাদের পূর্ব্ব জানা পুকুরের পাড় পর্য্যন্তও ক্রমে ক্রমে লাগাইয়াছে; পুকুরের পাড় অর্থে, মাঘ ফাল্গুণ মাসে উহার তলায় যে জল থাকে, তাহার ঠিক সংলগ্ন ভূমিখণ্ড মনে করিতে হইবে। এবং সেই ভূমিখণ্ড * জলের এত নিকটে যে বাতাসের সময় পুকুরের জলরাশি ছোট ছোট ঢেউ আকারে চারাগুলির

* পুকুরের জলের সহিত সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে যে মরিচ জন্মে, ওছমান বলে, তাহাতে তাহার সাড়া বছরের কাজ চলিয়া যায়। একদা একব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি এই সামান্য জায়গা টুকু বাদ দিয়া মরিচের চাষ করিতে পার না কি? তদুত্তরে ওছমান এই বলিয়াছিল, আমি জমিদারকে যে খাজানা দেই তাহার সামান্য অংশ আমাকে নাপ দেওয়া হয় কি?

চরণে চুমো খাইয়া ওছমানকে সালাম জানায়!

প্রিয় পাঠক, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, মরিচের চারাগুলি প্রায়ই আধ হাতের উপর উঁচু হয় নাই, অথচ প্রত্যেকটী গাছেই লম্বা লম্বা মরিচ ঝুলিতেছে; কোথাও বা মাটী ছোঁয় ছোঁয় অবস্থায় ঝুলিয়া ধূলাখেলা খেলিতেছে। প্রিয় পাঠক, মরিচ গাছের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঐ যে এক হাত হইতে তিন বা সাড়ে তিন হাত পর্য্যন্ত উঁচু প্রায় পাঁচশত গাছ দেখা যাইতেছে, ওগুলি কিসের গাছ, আপনারা একবার ভাবিয়াছেন কি?—ওগুলি আম এবং কাটালের ছোট চারা। বৈশাখ মাস আসিলে, ওছমান এই চারাগুলি উঠাইয়া যথাস্থানে আবশ্যক মত রোপণ করতঃ অবশিষ্ট চারাগুলি হাটবাজারে বিক্রয় করিয়া

ফেলিবে। এখনই তাহার এক একটী চারার দাম বার পয়সা, চারি আনা পর্য্যন্ত লোক-মুখে উঠিয়াছে।

জমি চাষ-আবাদ করার কাজে ওছমান সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকে। ঐ সমস্ত শক্ত ও বেশী পরিশ্রমের কাজে সে যখন বড় হয়রান্ * হইয়া পড়ে, তখন সে অলস কৃষকের ন্যায় তামাকু না টানিয়া মরিচ গাছের তল হইতে আগাছাগুলি টানিয়া দূর করে; পান গাছগুলি যদি কোথাও ঝুলিয়া পড়ে, তাহা গাছের সহিত ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দেয়; কখনও বা এগাছের তলায় খানিক গোবর ছিটা, কোথাও বা ওগাছের তলায় একটু একটু জল ছিটা দিয়া থাকে। অর্থাৎ ইতি পূর্ব্বে যে সমস্ত কাজের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তৎসমুদয় মাঠের কাজ

* ক্লান্ত।

অপেক্ষা অতি অল্প মেহ্‌নতের * কাজ বলিয়া ওছমান এগুলি বিশ্রামের ছলে সাধন করিয়া থাকে। প্রিয় পাঠক, একান্ত অলস কৃষকগণ যখন বসিয়া বসিয়া তামাকু সেবন করে, অথবা মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভাত রাঁধা হয় নাই বলিয়া যখন আপন স্ত্রীর সহিত নির্ব্বোধের ন্যায় ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকে, তখন কর্ম্ম-প্রাণ ওছমান কি কি কাজ করে, তাহা আমাদের জানিয়া রাখা উচিত।

প্রিয় পাঠক, আপনারা বোধ হয়, এখনও ওছমানের পুকুরের কথা ভুলিয়া যান নাই—ঐ পুকুরটী ওছমান একদিনে দিতে পারে নাই। সে প্রতিদিন এক কোদাল, দুই কোদাল মাটী কাটিয়া একটী ছোট্ট পাগার দিয়া, ক্রমে ক্রমে এই পুকুরটী দিতে সমর্থ হইয়াছে।

* পরিশ্রমের।

ধন্য ওছমান, তুমি বাঙ্গালার কৃষককে এই পুকুরের কাজ দিয়া তাহাদের চৈতন্যোৎপাদনের জন্য কি ধাক্কাটাই না দিলে!

হে বাঙ্গালার নিরক্ষর কৃষক ভায়ারা, পাট বেচা টাকা দিয়া অল্প দিনেইত তোমরা বড় লোক সাজিয়া টিনের ঘর-বাড়ী করিয়াছিলা, কর্ত্তার নজর সেলামী বাদেও ত পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিয়া দীঘি দেওয়াইয়াছিলা, আগামী বৎসর পাট হইবার ভরসায় শত দিয়া টাকা ধার করিয়া কলিকাতার টমটম আনিয়া ছেলের বিবাহ, আতশবাজীর শত শব্দের সহিত সমাধা করতঃ নব বধূর মুখ দেখিয়া কপাল রৌশন * করিয়াছিলা, কিন্তু আজ যে প্রায় সকলেই পরিবার সহ অসামের জঙ্গলের

* আলোকিত।

দিকে—, ছিঃ ছিঃ, ছিঃ, তোমরাই না একদিন বীরের ন্যায় এদেশ জয় করিয়াছিলা? আজ কাহার ভয়ে জন্মভূমি পরিত্যাগ মানসে কাঁথা বালিস লইয়া ঘরের বাহির হইয়াছ? কে তোমাদিগকে পরাজিত করিয়াছে?—মনে স্থির জানিও, কেহই তোমাদিগকে পরাস্ত করে নাই; তোমরাই তোমাদের নিকট পরাস্ত! অর্থাৎ লোভ, মোহ, মায়া আর মূর্খতা তোমাদের চির-শত্রু। ইহারা তোমাদিগকে পিছন হইতে দৌড়াইয়া নিতেছে; আর তোমরা পরাস্ত হইয়া আসামে পলাইয়া যাইতেছ। একান্তই যদি যাইতে হয় যাও, কিন্তু তোমাদেরই একজনের কথা শুনিয়া যাও—'আসাম যাইব না; আসাম যাইব কেন? আসামে যে মাটী, এখানেও সেই মাটী; বরং আসামের মাটী অপেক্ষা একখানার

মাটী বেশ্ লায়েক ; * এখানের আব-হাওয়া ওখানের চেয়ে কত ভাল ; এখানের সমাজ কত প্রাচীন কাল হইতে সভ্য ! এই সমাজ পরিত্যগ করিয়া, এই সোনার দেশ পরিত্যাগ করিয়া, এই শিক্ষিতের দেশ ছাড়িয়া—আসাম যাইব না ! যাহারা আসাম যায়, তাহারা বড় অলস, মোটেই পরিশ্রম করিতে মাথা পাতে না ; পরন্তু তাহারা বলে, এদেশে লোকজন বেশী হওয়াতে সামান্য পরিমাণ জমিনে পোষায় না ; কিন্তু আমি বলি, এদেশে যত লোক আছে, এদেশের জমিন চাষ-আবাদ করিতে তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী লোকের আবশ্যক। কারণ, যথার্থ সুফল পাইতে হইলে, যথেষ্ট পরিশ্রমের একান্ত আবশ্যক ; আসাম-যাত্রীরা যেরূপ পরিশ্রম দ্বারা সুফল পাইতে চায়,

* উর্ব্বরা।

তাহাতে জমিন উহাদিগকে ধিক্কার না দিয়া পারে না। যাহাহউক, মোটের উপর নির্ব্বোধের মত, অন্ততঃ অনাবশ্যক বোধে আসামের কালাজ্বরের উদরস্থ হইতে দৌড়িয়া যাইব না। এদেশে কত দেশের লোক আসিয়া পরিশ্রম দ্বারা নানা প্রকার রোজগার করিয়া পেট ভরিতেছে; আর আমরা এদেশের লোক হইয়া পেটের জ্বালায় দেশ ছাড়িয়া আসামের জঙ্গলে মরিতে যাইব? পরের পাতে আপন গ্রাস ফেলে যাব একি কথা!' আসাম যাইতে হয় উহারা যাবে; আমরা আমাদের দেশের প্রচুর উর্ব্বরা ভূমি ফেলিয়া আসাম যাইব না। এক ভীষণ রাক্ষসের মুখে দেশের উর্ব্বরা ভূমিরূপ কলিজা অবাধে ফেলিয়া, আমরা বুঝি আবার অপর এক রাক্ষসের (কালাজ্বরের) উদরে নিজদের কলিজা নিজ হাতে

উদর হইতে বাহির করিয়া রাখিয়া আসিতে যাইব—যদি বল আসা যায়—রাক্ষসের উদর হইতে ফিরিয়া আসা যায় কৈ ?'

হে আসাম-যাত্রী কৃষক ভায়া, শুনিলে কি তোমাদের জাতীয় আদর্শ কৃষক ওছমান, আসাম যাওয়া, না যাওয়া বিষয়ে কেমন উপদেশ দিল? বুকে হাত দিয়া বলত—ঐ কথাগুলি, ওছমান, সত্য সত্য বলিয়াছে কি না? মোল্লা মৌলভীদের ওয়াজ* নসীহত গুলিতে এখনও কান গেল না, নব্য শিক্ষিতদলের চিৎকারেও ত তোমাদের ঘুম ভাঙ্গিল না; কিন্তু ভায়া, আজ তোমাদের একটী আপন ভায়া যাহা যাহা বলিল, তাহা শুনিয়াও কি জীবনের উদ্দেশ্য-পথে বিচরণ না করিয়া গোঁয়ারের জীবনের মত, জন্মভূমি সোনার বাঙ্গালা পরিত্যাগ

* ধর্ম্মোপদেশ।

করিয়া আসামের পথেই চলিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছ ?

প্রিয় পাঠক, কর্ত্তব্যের অনুরোধে আপনাদিগকে ওছমানের পুকুরের পাড়ে রাখিয়া আমি এতক্ষণ আসামের বন-জঙ্গলে আমার কৃষক ভাইদের সহিত দুটা দুঃখের কথা কহিয়া আসিলাম। অবশ্যই ফাঁকে ফাঁকে যে এক আধটা কথা আপনারা শুনেন নাই, তাহা বলিতে পারেন না। যাহা হউক, এতক্ষণ বোধ হয় আপনারা ওছমানের পুকুরের পাড়ে তাহার কুরছীর উপরই বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। আচ্ছা বলুনত, তাহার নিজ হাতের তৈয়ারী কুরছীগুলি মোটের উপর আপনাদের পছন্দ হইল কি না? এই কুরছীগুলি প্রস্তুত করিতে ওছমানের বড় বেশী সময়ও লাগে নাই এবং বিশেষ কোন কষ্টও হয়

নাই। ঝড়ে যে সমস্ত গাছ ফেলিয়া দিয়াছিল, উহার কয়েকটী মোটা ডাল (যাহার দ্বারা অন্য কোন কাজ বড় সুবিধা মত হয় না) খণ্ড খণ্ড করিয়া পৃথক ভাবে মাটীতে সারি সারি পুতিয়া দিয়াছে; এবং ঐ খণ্ড-গুলিতে বসিয়া পিছনে হেলান দিবার জন্য উপযুক্ত এক একটী প্রশাখা, উপবেশন-কারীর কাঁধ বা মস্তক পরিমাণ রাখিয়া, সুন্দর ভাবে কাটিয়া দিয়াছে। বাস্তবিক-পক্ষে, এগুলি যে দেখিতে কুরছীর ন্যায়, এবং এগুলির উপর বসিলে যে কুরছীর আরাম বোধ করা যায়, তাহা আমি নিজে পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছি; আশা করি, প্রিয় পাঠক, আমার কথায় প্রত্যয় করিবেন।

কেহ আসিলে, ওছমান তাহাকে এই কুরছীতে বসিতে দেয়, এবং নিজেও একটায় বসে। বাঁশের শলা দিয়া ওছমান সুন্দর

সুন্দর নানাবিধ টুল প্রস্তত করিয়া যথা-স্থানে রাখিয়াছে। জল চৌকী, ছেপায়া প্রভৃতি বহু জিনিষ তাহার নিজ হাতের তৈয়ারী। ঐযে ওছমান-কুটীরের ভিতরে একখানা খাট আমাদের নজরে পড়িয়াছিল, তাহাও তাহার আপন হাতের তৈয়ারী। বাঁশ দ্বারা যে এমন চমৎকার খাট হইতে পারে তাহা বঙ্গের অলস কৃষকদের মনে বিশ্বাস নাও হইতে পারে, কিন্তু আমি এই বলিয়া প্রশংসাপত্র দিতেছি যে ওছমানের এই খাট ন্যূনকল্পে বার চৌদ্দ বৎসর টিকিতে পারে। ইহার কিছু পূর্ব্বে ওছমান-কুটীরের ভিতরে এবং বাহিরে অনেক জিনিষই আমরা দেখিয়াছিলাম (নানা জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ, পাতুকা, আলনা, ছাতা, মাতলা ইত্যাদি) তাহা সমস্তই তাহার নিজ হাতের তৈয়ারী। তাহার

রান্নাঘরে যে সমস্ত শিশি ও বোতল আছে তৎসমুদয়ের কোনটার ভিতরে সরিষার তৈল, কোনটার ভিতরে ভেরেণ্ড বা বৃঙ্গ-রাজের তৈল, কোনটাতে সজ ইত্যাদি ওছমান নিজ হাতে তৈয়ার করিয়া আপন ব্যবহারের জন্য রাখিয়াছে।

প্রিয় পাঠক, ওছমানের নিজ হাতের তৈয়ারী জিনিষগুলি দেখিয়া কি আপনার মনে আনন্দ হয় না? ওছমান যখন আপন হাতের তৈয়ারী সাজি হইতে আপন গাছের পান-সুপারী মুখে দিয়া, আপন হাতের তৈয়ারী খড়ম পায়ে, আপন হাতের তৈয়ারী পুকুর পাড়ে, আপন হাতের তৈয়ারী কুরচীতে, বহু পরিশ্রমের পর বিছমিল্লাহ্ * বলিয়া বসে, বলুনত

---

* আল্লার নামের সহিত আরম্ভ করিতেছি; প্রত্যেক কার্য্যারম্ভেই মোছলমানগণ এই "বছমিল্লাহ" উচ্চারণ করিয়া থাকে।

আপনারা তখন তাহার ঐ নিকৃষ্ট কাষ্ঠাসন, দিগ্বিজয়ী স্বাধীন সম্রাটের মণিমুক্তা খচিত, স্বর্ণ মণ্ডিত, উচ্চ সিংহাসন হইতেও উচ্চতর বলিয়া মনে করেন কিনা ?

প্রিয় পাঠক, আপনাদের ভিতরে কেহ হয়ত এতটুকু শুনিয়া অবহেলায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, কিন্তু ওছমানের গুণবর্ণনা যে এখনও সম্পূর্ণ বাকী রহিয়া গেল ! তাহার কার্য্য দক্ষতা *

* ওছমান যখন পরের কাজ করিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করে তখন সে ঐ কাজ এত অল্প সময়ে ও এমন সুচারুরূপে সমাধা করিয়া থাকে যে সে জন্য পারিশ্রমিকদাতা অন্যান্য শ্রমজীবীকে যাহা দেয় ওছমানকে তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ দিতে কোন প্রকার দ্বিধা বোধ করে না বরং ভবিষ্যতে তাহার অবসর সময়ে আরও কিছু কাজ করিয়া দিবে এই বলিয়া ওছমানকে অনুরোধ করিয়া থাকে। ওছমান বলে,

সাহস (১) ও ধর্ম্মভাবগুলির (২) আনুপূর্ব্বিক বিবরণ যথাযথভাবে যদি পৃথক পৃথক

আমি জীবিত থাকিতে এই গ্রামে পশ্চিমা মাড়ুয়া-দিগকে মাটি কাটিয়া পয়সা নিতে দিব না।

(১) একদা প্রায় সাড়ে তিন হাত লম্বা এক গোক্ষুর সাপে আক্রান্ত হইলে, ওছমান তাহার হাতের কাপড় সম্মুখে ধরিয়া ঐ বিষধরের দংশন হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। প্রায় আধঘণ্টা কাল সাপ ঐ কাপড়ে কামড়াইতে কামড়াইতে, ওছমানকে যম-দোজার ন্যায় পরাস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল; সে তখন অসীম সাহস ও নিঃশঙ্ক নিপুণতার সহিত অপর হাতের লাঠির আঘাতে সাপটাকে মারিয়া ফেলে। এমন বিপদে সে চীৎকারও দেয় নাই বা কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করে নাই। শুনা গিয়াছে, সে একদা বর্ষাকালে এক বেগবতী নদীর খরতর স্রোত হইতে অপর একজনের একখানা নৌকা উদ্ধার করিতে যাইয়া ওছমান তাহার আপন জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়াছিল।

(২) শুক্রবার ওছমান তাহার যাবতীয় সাংসারিক কাজ বন্ধ রাখিয়া 'মোল্লার' সহিত ধর্ম্মকর্ম্মে

উদাহরণ সহ বর্ণনা করি, (৩) তাহা হইলে অত্র পুস্তিকায় উহা সম্পূর্ণ ধরিবে না। সুযোগ ঘটিলে সময়ান্তরে সে গুলির বর্ণনা দিবার আশা রহিল।

ওছমানের ভিতরে বহুবিধ গুণ আছে, তাহার নৈতিক সাহস তন্মধ্যে অন্যতম ও

লিপ্ত থাকে। সে বলে, সাময়িক বাদশাহের হুকুমে নারি আফিস আদালত ইত্যাদি সপ্তাহে একদিন বন্ধ থাকিতে পারে, তবে অনন্তকালব্যাপিয়া যাহার বাদশাহী, সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়লার আদেশে আমার কাজ স্থগিত থাকিবে না কেন? প্রিয় পাঠক, শুনিয়া দুঃখিত হইবেন যে, একদা শুক্রবারে আপনাদের লিখক পনের জন্য যাইয়া ওছমান-কুটীর হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

(৩) ময়মনসিংহের নান্দাইল এলাকার স্কুল সমূহের সহকারী সবইনস্পেক্টর ও 'ইসলাম আভা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী আবদুলমজীদ সাহেব, মক্তেরবাজার জুনিয়ার মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে,

শ্রেষ্ঠতম। সে নিত্য মাঠের কাজে কঠোর পরিশ্রমের পর, বিশ্রামের স্থলে কেমন সুন্দর সুন্দর দরকারী জিনিসপত্র তৈয়ার

'রনভাওয়াল মোস্লেম সম্মেলণীর' ১৯২৫ সনের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে যে সাধারণ বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তথা হইতে ফিরিবার কালে পথিমধ্যে ওছমান কুটীরে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং ওছমানের আপন ক্ষেতের একটী তরমুজ চারি আনা মূল্যে খরিদ করিয়াছিলেন। আমিও সেদিন তাঁহার সঙ্গী। তিনি ওছমানের কার্য্যাবলী দর্শনে এত চমৎকৃত, উৎসাহিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে বিদায়ের কালে, 'আপনার পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ওছমানের কার্য্যাবলীর তুলনায় অতি সামান্য—'আচ্ছা দেখি, দিন দিন ইস্লাম আভার সাহায্যে, আমি আজ যাহা দেখিলাম, প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল এবং আমার এলাকায় এ বিষয়ে প্রচার করিব' এইরূপ বলিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় মৌলভী আবদুল মজিদ সাহেব ইহ জগতে আর নাই—তাঁহার 'আভাও' নিষ্প্রভ। ওছমানের কার্য্যাবলীর অধিক বিবরণও অপ্রকাশিত।

করে এবং বাগ্ বাগিচায় শাক সবজি উৎপাদনে কত পরিশ্রম করে, পূর্ব্ব বিবরণে তাহা আমরা কিঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু পাঠক শুনিয়া কানে হাত দিবেন যে, ওছমান উল্লিখিত প্রকারে রাশি রাশি কাজ করিয়াও একটু অবসর পাইলেই অন্যের কাজ করিয়া, সময় ও স্থান বিশেষে আপন পারিশ্রমিক * (মজুরী) গ্রহণ করে। ইহা কি সামান্য নৈতিক সাহসের কথা? এস্থলে একটা কৈফিয়ত দিয়া রাখি যে পিতৃ বিয়োগের পর ওছমানের যে ঘোর দরিদ্রতা, দীনতা ও হীনতা ছিল

* ওছমান বলে, আমাদের প্রিয় পয়গম্বর সাহেব (দঃ) কয়েকটা খোরমার জন্ত কাফেরের কূপ হইতে 'দোলচ' দ্বারা পাণি উঠাইতে লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করিতেন না, আমি কোন্ ছার যে পারিশ্রমিক গ্রহণে পরের কাজ করিতে ঘিণা বোধ করিব।

বর্ত্তমানে সে পরিশ্রমের বলে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে—সে এখন একজন মস্তবড় ধনী, সে ঋণমুক্ত! ওছমান যথেষ্ট বিদ্যানুরাগী; সে প্রত্যহ রাত্রে নিয়মমত রাহ্‌নাজাত্‌, মেফ্‌তাহুলজান্নাত্‌, তাম্বিয়াতুল্‌ গাফেলিন্‌, প্রভৃতি ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ, কৃষক, কৃষি-সম্পদ, (মাসিক পত্রিকা) গো-চিকিৎসা ও সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতি, পাঠ করে এবং কৃষি ও সামাজিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার জন্যও সে রোজই রাত্রে তদ্বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করিয়া থাকে। ধর্ম্মের প্রতি ওছমানের যে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি, জুব্বা * পাগড়ী ওয়ালা বক্তাদের অনেকেই কিন্তু

* আপাদমস্তক আবৃত রাখা যায়, এমন বড় ঢিলা (loose) জামা।

কার্য্যতঃ এতটুকু ভক্তি বিশ্বাস রাখে না। সে প্রত্যেক নামাজই আজান(১) সহ পড়ে; দুইটী গাছের যোগে একটী মিনার (২) প্রস্তুত করিয়া উহার উপরে উঠিয়া আজান দেয়। প্রিয় পাঠক, ইটের পাকা মিনার ছাড়াও যে মিনার হইতে পারে ওছমানের নিকট তাহা আজ শিখিয়া রাখুন। যাহা হউক, নামাজের সময় সে মাঠে থাকিলে সেখানেই দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে আজান দিতে লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করে না। প্রাতঃকালে কেহই তাহার আগে শয্যাত্যাগ করিয়া আজান দিতে পারে না—সে আজান দিলে, মায়ের কোল হইতে শিশুরাও বলিয়া উঠে,—'মা' উঠো,

---

(১) উপাসনার (নামাজ) জন্য উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান।

(২) উচ্চমঞ্চ, যাহার উপরে উঠিয়া আজান দেওয়া হয়।

ঐ যে ওছমান আজান দিতেছে—রাত্রি আর নাই।'

ওছমান বেশী আড়ম্বর বা জাঁকজমক ভালবাসে না। তাই সে নিজ হাতে তাহার কুর্ত্তা ও পাজামা ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া পরিধান করে। সে যখন মস্‌জিদে বা মজ্‌লিসে * যায়, তখন রীতিমত আচ্‌কান পাজামা প্রভৃতি মোসলমানী লেবাছ্ (১) পরিয়া যায়, আর যখন মাঠে কাজে যায়, তখন কর্ম্মঠ লোকের ন্যায় কৃষকের পোষাকে সজ্জিত হয়—সেখানে আর বিশেষ পোষাক কি—মাত্র একটা তহবন্দ বা পাজামা (২) আর একটা টুপী বা পাগড়ী.

---

* বৈঠক বা সভা সমিতি।

(১) পোষাক

(২) ওছমান যখন মাঠের কাজে যায় তখন চিক্কণ কাপড় ছাড়িয়া মোটা কাপড় পরিধান করে। সে জন্য

ওছমানের এইরূপ জীবন যাপন ও কার্য্য কলাপের কথা শুনিয়া প্রায়ই এদিক ওদিক হইতে দর্শকগণ আসিয়া থাকে। গতবার সিংহশ্রী, শ্রীপুর, জামিরদা, আব্‌দার, নিগুয়ারী ও ডুবাইল প্রভৃতি গ্রামের দর্শকগণ ওছমানের কুটীর দর্শনে পরম প্রীতি-লাভ করিয়া তদ্রূপ আদর্শ-কৃষি করিবে বলিয়া সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছে। বিগত পৌষ মাসে (১৩২৭) মৌলভী শাহ্‌ আব্দুল হামীদ, মৌলভী আবেদ আলী, মৌলভী ছফির উদ্দিন আহাম্মদ বি, এ ও মৌলভী মির্জ্জা মহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেবান একত্র

চটগ্রামা সে কয়েকজোড়া নিমপাজামা (Half pant) তৈয়ার করিয়া লইয়াছে। প্রিয়পাঠক, শুনিয়া বোধ হয়, রাগ করিবেন না—ওছমানের এই নিমপাজামা এত খাট নয় যে তাহা পরিধানে তাহার হাটু পরিলক্ষিত হয়।

হইয়া ওছমান-কুটিরে গিয়াছিলেন; আমিও তখন তাঁহাদের মাঝে সঙ্গীরূপে ছিলাম। বলাবাহুল্য, সকলেরই যার-পর-নাই উৎসাহ পরিলক্ষিত হইল।

যাহা হউক, কৃষকগণ যদি এখনও কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে যাইয়া কুসংস্কাররূপ সুদৃঢ় দেওয়ালকে পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে না পারে,—এখনও যদি তাহারা নৈতিক সাহস ও চরিত্ররূপ দুইটী বলদের ঘাড়ে একতার যোয়াল স্থাপন করতঃ তাহার সহিত কর্ত্তব্যের রজ্জুতে মহা-সংস্কারের একটা প্রকাণ্ড মই জুড়িয়া সমাজ, দেশ ও দশের উপরে গড়াইয়া কুসংস্কারের ঢিল ও আগাছাগুলি ধ্বংস করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে অনতি-দুরেই যে তাহাদের উপ্ত আশাবীজগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকা, পক্ষী ও পোকার উদরস্থ

হইয়া, অথবা কোন কপট বন্ধুর কপটতা-ময় অতি উদারতার বর্ষণ-ধারায় ভাসিয়া, বা স্বার্থপর সাধকের মন্ত্রের তাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছার খার হইয়া অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেই বিনষ্ট না হইবে, তাহা কে বলিতে পারে। হে কৃষকগণ সাবধান হও! তোমরা আপন পর এখন হইতেই চিনিয়া লও—আপন কাজে এখন হইতেই লাগিয়া যাও!!!

গান

আমরা চাষা, দেশের আশা
আমরাই দেশ্‌টী পালি
আমরা আছি, তাই দেশ্‌টা আছে,
নইলে হ'তো খালি।

রাজ রাজরা সব লোকেরা
খায় আমাদের ধান,
চাষারা আছে, তাই সকলের
দেহে আছে প্রাণ।
চাষার ধানে, চাষার ধনে সব লোকেরই মান,
চাষা ছাড়া দেশ হতো যে শ্মশান ঘাটের ছালি।

চশ্‌মা, ছড়ি, চেইন, ঘড়ি,
চাষারই টাকায় হয়,
চাষার জন্যই সদা তাদের
এমন সুখটী হয়।

আদর্শ-কৃষক

গায়েতে কোট, পায়েতে বুট—
মাথায় হ্যাট্ পরায়,
চাষার জোড়েই বাবু ভুইঞা—
গৌরব করে যায়।
চাষার পুতে সবার পাতে খাবার এনে দেয়
চাষ না করলে চাষার পুতে খাইতে হ'তো বালি।

চিক্কণ ধুতি, সিল্কের ছাতি
বাবুদের যোগায়,
দেখ, চাষার পুতে খাটে—তাই
দেশটা রক্ষা পায়।

চাষার রূপিয়া সবাই নিয়া
কিন্‌ছে খাট্ পালং
চাষার অন্নে পেট্‌টী ভরি
কতই করে রঙ্গ।
চাষার গুণে চাষার শ্রমে দেশের কল্যাণ।
চাষা ছাড়া দেশ বাঁচেনা, মাঠটী থাকৃত খালি॥

চাষারা মরে রোদে পুড়ে'
সরবৎ নাহি খায়
তবুও দেশ্‌টা বেঁচে থাক্
তা'দের মনে সর্ব্বদায়।

ধান বল, ধন বল, আর জন-বল
সবই চাষার আছে।
চাষার চাউলে সবাই বাঁচে
নইলে দেশ্‌টা হ'তো খালি।
বৃষ্টি বাদল যত শীতল চাষার 'পরে যায়,
চাষা তবু সেজেই আছে বাংলা-বাগের মালী।

শাহ্-বাগ

গান

কৃষক আমরা, আমরা কৃষক,
কৃষিই মোদের আশা
দেশ পালিতে, আম্‌রাই বড়,
আম্‌রাই সবার ভরসা।

চষিয়া ভূমি ধান্য বুনি
ফাগুণের শেষ ভাগে,
উঠিলে সবুজ ধানের গাছটী
কত না আনন্দ জাগে।

মাথা ফেটে যায় চৈতের রোদে
পিপাসায় বুক ফাটে,
(তবু) তাদেরি সেবায় দিবস কাটাই
সবুজ ধানের মাঠে।

আদর্শ-কৃষক

মায়েরি মতন করিয়া যতন
তাদেরে বাঁচায়ে তুলি,
বড় হ'য়ে তারা স্নেহের বশে
দিয়ে যায় ধানগুলি।

সে ধান হ'তে চাল বে'র করে
খেয়ে বাঁচে দেশটা,
ধন্য সবাই কৃষক আমরা
ধন্য মোদের জীবনটা।

আষাঢ়ে যখন ঘন কাল মেঘ
ঢেকে রাখে সারা গগন তল,
ভীষণ হুঙ্কারে ডাকে দেওয়া সদা
অবিরাম পড়ে মেঘের জল।

তুচ্ছ করিয়া সে সব ঝঞ্ঝা
চলে যাই মাঠে নির্ভয়ে,
বুনিতে বাওয়া ধানের বীজ
ভাল করে ক্ষেত চষিয়ে।

আদর্শ-কৃষক

আল্‌সের ঘোরে থাকিনা কভু
চাহিনা সুখ, দেহের কান্তি
আম্‌রা বাঁচায়ে রেখেছি জগত
এটাই মোদের পরম শান্তি ।

মোদের প্রেমে বাঁধা রয়েছে
সতত সারা দেশটা
ধন্য সবাই কৃষক আমরা
ধন্য মোদের জীবনটা ।

শাহ্-বাগ

অনেক দিন হইতেই শাহ্-বাগের আদর্শ কৃষির কথা শুনিয়া তাহা দেখিবার জন্য মনে বড়ই সাধ হইত। গত ৬ই অগ্রহায়ণ (১৩২৭ সন) রবিবারে রেল-গাড়ীযোগে ষ্টেশন ভৈরব বাজার পৌঁছিয়া পরদিন সোমবারে তথা হইতে ষ্টিমারে বাঙ্গাল পাড়া হইয়া অষ্টগ্রাম যাওয়ার আমার বিশেষ দরকার হইয়া পড়িল। ৫ই অগ্রহায়ণ শনিবারে আমি ময়মনসিংহ হইতে বিকালের গাড়ীতে নীলগঞ্জ রেল ষ্টেশনে নামিলাম। তথা হইতে দুই মাইলের মধ্যেই শাহ্-বাগ। শাহ্-বাগের ঠিক দক্ষিণেই একটী প্রকাণ্ড হাওড় (১)

(১) প্রকাণ্ড মাঠ।

আছে। আমি যখন এই হাওড়ে পৌঁছিলাম তখন প্রায় এক মাইল দূর হইতেই শাহ্-বাগের তামাশা দেখিতে লাগিলাম—দেখিলাম, যেন সারি সারি কলাগাছগুলি পথিকের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া ঈষৎ পবনান্দোলনে তাহাদের নিজ নিজ সবুজ হাতগুলির ইঙ্গিতে বড় আদরের সহিত তাহাদিগকে ডাকিতেছে—কিন্তু এ যে মহাবিপদ! এদিকে ধানের গাছগুলি বাতাসের ভরে আইলের উপর গড়াইয়া পড়িয়া আমার গমনে বাধা দিতেছে—আর আগ বাড়াইতে নিষেধ করিতেছে! আমি শস্যশ্যামল শাহ্-বাগের এই প্রাণস্পর্শী মনোহররূপ দেখিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিয়া যাইতে লাগিলাম। সেদিন যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, জীবনে ভুলিব না।

গান

আয় কে যাবে রূপের পাগল
রূপ দেখিতে আয়।
এমন রূপটী দেখবি যদি—
আয়রে তোরা দৌড়ে আয়।

রূপের বাহার দেখ্‌বে যারা
রূপে যারা পাগল-পারা
আঁধারে পড়ে থাকিস্‌ না আর
বাইরে তোরা দৌড়ে আয়।

যে পথ দিয়ে চাষার ছেলে
লাঙ্গল বলদ নিয়ে যায়
আষার মাসের বি'য়েন কালে
পান্তা ভাত্‌টি খেয়ে যায়।

আদর্শ-কৃষক

ক্ষেতের আইলে দাঁড়া এসে
দেখ্‌বে কতই রূপ যে ভাসে
মাঠের বুকে ধানের মুখে
রূপে রূপে রূপ বিলায়!

সাঁঝের ঝ'রা শিশির পড়া
জরীর পাতা শাড়ী পরা
বাংলা মায়ের কোলের ক'নে
ধান-কুমারী চ'লে যায়!

পাক্‌না ধানের শীশগুলি যে
সোনার গয়না বলা যায়
(যেন) রূপবতী ধান কুমারী—
অঙ্গে প'রে নে'চে যায়!

বায়ু খেলে থেকে থেকে
ঘুম্‌টা দিয়ে অধোমুখে
লজ্জাবতী ধান-কুমারী—
মুচ্‌কি হেসে ঠারে চায়!

এইনা দেখে পবন পাগল
টানিয়া ধরে সবুজ আঁচল
সয়না তা' তা'র ননীর দেহে
ঢ'লে ঢ'লে প'ড়ে যায়!

পবন তারে আটকে ধরে
পারেনা ত ছাড়্‌তে ওরে
লাগ্‌লো বুঝি টানা টানি
ধাক্কা ঠেলা গায় গায়।

আয় কে তোরা আছিস্ কাছে
আয়না আমার পাছে পাছে
রূপের সাগর—রূপের লহর
ঝাঁপ্ দিয়ে পড়্ তারি মাঝে।

রূপের সাগরে—ডুব্ দিয়ে মর
শান্তি-সুধা পাইবে তায়!
ঐরূপে যার ডুবেনা মন
তার ত কৃষক হওয়া দায়।

প্রিয় পাঠক, সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে তখন কলাগাছগুলি এমন স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছিল যে, আমি ঐ হাওড় হইতেই ওগুলি গণিয়া লইতে পারিয়াছিলাম। ইহার কারণ এই যে গাছগুলি সমান সমান দূরে, সারি সারি ভাবে রোপণ করা হইয়াছে এবং সকল-গুলিই সমান সমান উঁচু, তাহাতে একটার পিছনে আর একটী লুকাইয়া থাকিবার উপায় নাই। সুতরাং সমস্ত গাছগুলিই এক সঙ্গে আমাকে দেখিতে লাগিল; আমিও সকলকেই একেবারে দেখিতে লাগিলাম। প্রিয় পাঠক, বৈজ্ঞানিক মতে রোপন করা হইয়াছে বলিয়াই শাহ-বাগের কলাগাছগুলি এত সুন্দর! যাহা হউক, ঐ সোণালী রঙ্গের ধান ভরা হাওড় অতিক্রম করিয়া, বেলা যখন বৈজ্ঞানিক

কৃষি ক্ষেত্রের অবোধ শিশু — আমাদিগকে সন্ধ্যার আঁধাররূপ কাল চাদর দিয়া ঢাকা দিবার উদ্দেশ্যে "সময়ে তোদেরও আসিবে যৌবন" এই শেষ কথা বলিয়া দিল ও যখন আমেরিকার কর্ম্মবীর যুবকগুলিকে শীঘ্র নিদ্রা হইতে উঠিয়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সহ মাঠে যাইবার জন্য জাগাইতে পশ্চিম আকাশের দরজা বন্ধ করতঃ চোকের আরালে লুকাইয়া পড়িল, আমি তখন সাধের শাহ-বাগে পৌঁছিলাম। শাহ-বাগে পৌঁছিয়া প্রথম কাজটী যাহা করিলাম, তাহা মগ্‌রেবের নামাজ। (১) নমাজের পর শাহ-বাগ লক্ষ্য করিয়া খোদার নিকট দুই হাত তুলিয়া এই মনাজাত (২) করিলাম—

'হে আল্লাহ্' সারাটা বাঙ্গালা দেশকে

(১) সূর্য্য অস্ত যাইবা মাত্র যে উপাসনা করা হয়।

(২) একমাত্র খোদার নিকট যে প্রার্থনা।

এই শাহ-বাগের মত ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ এবং ফল ফুলে সুশোভিত একটী "আরাম-বাগ" (৩) করিয়া দাও এবং বাঙ্গালার প্রত্যেক কৃষককেই সেই বাগানের উপযুক্ত মালী সাজাইয়া বাঙ্গালী কৃষককে রক্ষা কর। পাখীগুলি, শুনিলাম, যেন চতুর্দ্দিক হইতে সমস্বরে বলিয়া উঠিল "আমীন"! (৪)

প্রিয়পাঠক, এই শাহ-বাগ যিনি রচনা করিয়াছেন, তাঁহার নাম শাহ আ···দ। তিনি এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত লেখা পড়া করিয়াছেন। তিনি একজন সুবক্তা ও সুলেখক; তাঁহার রচিত দুই একখানা পুস্তক যে সমাজের দ্বারে জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া, বিশেষতঃ কৃষকের আপন নিখুঁৎ চিত্র হাতে করিয়া বাঙ্গালীর ঘরে প্রবেশ না করিয়াছে, এমন

(৩) পরম সুখের স্থান।

(৪) তথাস্তু—তাহাই হউক।

নহে। তিনি ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীন, স্থানীয় জমিদারী সিরিস্তায় এবং অনেক স্কুল মাদ্রাসায় বহুদিন চাকুরী করার পর, এখন কৃষি কার্য্যকেই জীবনের অবলম্বন করিয়াছেন। বহুদিন চাকুরী করার পর, চাকুরীর প্রতি তাঁহার একটা আন্তরিক অরুচি বা অভক্তি জন্মিয়াছে, এই কথা আপনারা স্বভাবতঃই বলিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি কৃষির স্বাদ পাইয়াই—চাকুরী পরিত্যাগ করিয়াছেন। অবশ্যই ইহাও সত্য যে একটী জিনিষের স্বাদ মনোমত হইলে অন্যটী হইতে মন উঠিয়া যায়। তাঁহার অবস্থাও তদ্রূপই হইয়াছে এবং ইহা এই অবস্থায় তাঁহার জন্য অতি স্বাভাবিকই হইয়াছে।

বহু আড়ম্বর শাহ সাহেব মোটেই ভালবাসেন না। অতি অল্প জমিতে কিরূপে

একজন বঙ্গীয় কৃষক বহুধনের অধিকারী হইতে পারে, তাহা মানুষের চোকের উপর ধরিবার জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এজন্য তাঁহার আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্রের পরিমাণ পঁচিশ কাঠা (আড়াই একর) মাত্র। ঐ পঁচিশ কাঠা জমি প্রধানতঃ দুই অংশে বিভাগ করিয়া প্রথম অংশে—দশ কাঠা জমি মধ্যে ধানের জন্য আট কাঠা ও ঘর দরজা গরু বাছুর ইত্যাদি বাঁধিবার পাটের জন্য, দুই কাঠা জমি রাখিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় অংশের পনর কাঠা জমি নিয়া তাঁহারবাগান বাড়ী। এই বাগান বাড়ীটাই আমাদের শাহবাগ। (১) এখন এই শাহ-বাগের প্রকৃত বর্ণনা

---

(১) সময় অভাবে বর্ত্তমান সংস্করণে শাহ্‌বাগের ফটো দিতে পারা গেল না। আশাকরি, পরবর্ত্তী সংস্করণে উহা এবং অন্যান্য অভাব বিদূরীত হইবে।

আমার প্রিয় পাঠকবর্গের নিকট হাজির করিতে পারিলেই আমার মনের উদ্দেশ্য সফল হয়।

শাহ-বাগের দুইটী অংশ। প্রথম অংশের দশ কাঠা জমি মধ্যে পুকুর, বসত বাড়ী ও ফলের বাগান। ঐ দশকাঠা জমির উত্তর পশ্চিম কোণে এককাঠা জমিতে পুকুর। ঐ পুকুরে আন্দর (২) বাড়ীর মেয়ে ছেলেরা স্নান ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কাজ সমাধা করে। পুকুরের চারিদিকে সারি সারি কলাগাছ ও অন্যান্য ফলের চারা এবং কলম ইত্যাদি দ্বারা এমন সুন্দর ঘন ভাবে ঘেরাও করা আছে যে মেয়ে মানুষদিগকে তাহাদের আবশ্যক পর্দ্দা রক্ষা করিতে গিয়া আর কোন প্রকার চিন্তায় পড়িতে হয় না। অথচ

(২) অন্তঃপুর।

গাছগুলি এমন পরিপাটিরূপে লাগান হইয়াছে যে পুকুরের দিকে তাকাইলে প্রত্যেকটি গাছের ছায়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পুকুরের জলে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। পুকুরের পূর্ব্ব পারে দুই কাঠা জমিতে বসতবাড়ী। বসতবাড়ীর তিন দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিকে সাতকাঠা জমি নিয়া কলা, আম, কাঠাল, পিয়ারা, লিচু, কুল, জামরুল, লেবু, বেল, মৌওয়া, কামরাঙ্গা, পিচ, শ্বেতচন্দন, আঙ্গুর তেজপাতা, কবাবচিনি, আলুবোখারা গোলমরিচ, এলাচি, হরবড়ই ইত্যাদির বাগান। ঐ সমস্ত গাছগুলি আবার এমন সুন্দর ভাবে লাগান আছে যে তাহার মধ্যে মধ্যে মানকচু, আমকচু, মুখিয়া কচু, সবুজকচু আদা হলুদ প্রভৃতিও শোভা পাইতেছে। এই সমস্তের মধ্যে আবার

সকলের চেয়ে সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া দিতেছে লাউ আর সিম গাছগুলি। মাচার উপর লাউ ও সিমগাছের কোমল ডাঁটা গুলি সবুজ পাতা নিয়া যখন হাল্‌কা বাতাসের সঙ্গে খেলা করে, তখনকার দৃশ্য যিনি দেখিয়াছেন, তিনি ভিন্ন কেহই তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিবেন না! স্থানে স্থানে আম ও কাঁটাল গাছগুলিকে জড়াইয়া ধরিয়া পান গাছগুলি বহু উপরে উঠিয়া বাতাসের কানে অধঃপতিত জাতিকে উপরে উঠিবার মন্ত্র কহিয়া দিতেছে! অবশিষ্ট অর্থাৎ বাড়ীর দক্ষিণ দিকের যে ছয় কাঠা জমি আছে, তাহাতে ইক্ষু, কাপাস, আলু, মরিচ, রসুন, পেয়াজ, মটর তামাক ও নানা জাতীয় সব্জের চাষ হয়। এখন বাকী রহিল আমার অতি আদরের কৃষি—খেজুর ও শুপারী গাছের কথা।

সুপারিগাছগুলি মাথায় সবুজ পাগ্ড়ী ও খেজুর গাছগুলি সবুজ তল্ওয়ার (১) হাতে নিয়া বাদ্শাহের বাড়ীর ন্যায় আমাদের শাহ-সাহেবের—সাধের শাহ-বাগের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া পাহাড়া দিতেছে। প্রিয় পাঠক, এই দেখিয়া যদি আপনার ভয়ের কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে চলুন, বাহির বাড়ীর দেউরী পার হইয়া একবার 'কৃষকের অবতারকে' (২) খুঁজিয়া একটু আশ্রয় লই। ঐ আমাদের শাহ-সাহেব আন্দর বাড়ীর উত্তরের ভিটার টিনের চৌচালা ঘরের পূর্ব্বদিকের দরজা খুলিয়া সম্মুখস্থ বাগানের ফুটন্ত গোলাপ-রাণীর সঙ্গে হাসি ঠাট্টায়

(১) তরবারী।

(২) শাহ-সাহেবকে তাঁহার শিষ্যগণ কৃষকের অবতার বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন

মগ্ন হইয়াছেন, আবার সময় সময় ঐ প্রহরীগুলির (খেজুর ও সুপারী গাছ-গুলির) দিকেও একটু একটু চাহিয়া তাহাদের সুচারু কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। আবার ঐ দেখুন, নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বভিটার গো-শালায় দুগ্ধবতী গাভী দুইটী যেন অনেকক্ষণ তাহাদের মালিকের (১) বিরহজ্বালা সহিতে না পারিয়া দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। আর ঐ দেখুন, দক্ষিণের ভিটায় টিনের চৌচালা ঘরে শাহ-সাহেবের ছেলে মেয়েদের নিয়া মুন্সী নূরুজ্জমান সাহেব পড়াইতেছেন। প্রিয় পাঠক, ঐ মুন্সী সাহেবকে দেখিয়া কি আপনার সালাম করিতে ইচ্ছা হয় না? ইঁহার কাছে যে আপনারও অনেক শিখিবার আছে। ইনি কেবল কোর্‌আন

(১) প্রভুর।

পড়াইতে শিখেন নাই। কৃষি বিদ্যায় ও তাঁহার যথেষ্ট মুন্সিয়ানা (১) আছে। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াই মালিক তাঁহাকে শাহ-বাগের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ভরসা রহিল, অবসর পাইলে পাঠককে নিয়া একবার এই মুন্সী সাহেবের নিকট কৃষির 'ছবক্' (২) পড়িতে যাইব। প্রিয় পাঠক, শাহ-বাগ দেখা শেষ হইল ভাবিয়া কি এখন চলিয়া যাইতে চান? একটু বিলম্ব করুন, ঐ দেখুন পশ্চিমের ভিটার রন্ধনশালায় পাকের আয়োজন হইতেছে। ভয় নাই! এখানে দুধ, দধি, ননী, ছানার অভাব হইবে না! তারপর তরীতরকারীরও অভাব নাই। আর যদি সাহেবী 'খানা' খাইবার সাধ

(১) ইহার গৌণঅর্থ—পারদর্শীতা।

(২) পাঠ (Lesson)।

থাকে, তাহা হইলে কলারও (১) অভাব হইবে না। সফ্‌রী, জাতি, অগ্নিশ্বর, জ্ঞানদাসুন্দর, চিনিচাম্পা, মর্ত্তমান ও অমৃতসাগরে (২) আপনাদের জিহ্বা একবার ডুবাইতে পারিলে, মৃত্যুর হাত এড়াইবার আর বড় বেশী বাকী থাকিবে না। প্রিয় পাঠক, নানাজাতীয় কলার নাম এক দমে (৩) অনেকগুলি কহিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া আপনার বোধ হয় স্মরণ রাখিবার অসুবিধা হইতেছে; যদি তাহাই হয়, তবে ঐ যে আনার, সুলতান ও নূরীর (৪) হাতে কয়েক রকমের কলা দেখা যায়, ও গুলিই ভালরূপে চিনিয়া রাখুন।

(১) কলা, সাহেবদের অতি প্রিয় জিনিষ।

(২) নানাজাতীয় কলার নাম।

(৩) নিশ্বাসে।

(৪) শাহ্ সাহেবের ছেলেমেয়েদের নাম।

পরে অবসর মত ঐ কলা আপনার বাগানে লাগাইবার চেষ্টা করিবেন। দেখিলেন কি ঐ যে শাহ-বাগে একত্রিশটী কলার ছড়ি ঝুলিতেছে! এই একত্রিশটী ছড়ির মূল্য আজকালের বাজারে কত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শাহ-বাগের কোন্ কোন্ অংশে, কি কি জাতীয় কৃষি, কত পরিমাণে করা হইয়াছে, তাহার তক্‌ছিল (১) বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১।	খেজুর গাছ	২৫০ টী	
২।	সুপারী „	৩৭৫ „	
৩।	কলা „	১৫৫ „	ঝাড়
৪।	আম „	১৪ টী	
	ঐ কমল	৭ „	
৫।	কাঁটাল গাছ	৬ „	

(১) পৃথক পৃথক তালিকা।

৬।	পেয়ারা গাছ	৫ টী
(ক)	ঐ কলম	১ ,,
৭।	লিচুর ,,	৪ ,,
৮।	কুলের ,,	৯ ,,
(ক)	ঐ কলম	২ ,,
৯।	জাম্বুরা	১ ,,
১০।	লেবুর কলম	৮ ,,
১১।	বেল গাছ	২ ,,
১২।	মৌওয়া ,,	১ ,,
১৩।	কামরাঙ্গা কলম	১ ,,
১৪।	পিচ কলম	২ ,,
১৫।	তেজপাতা	১ ,,
১৬।	কবাব চিনি	১ ,,
১৭।	আলু বোখারা	১ ,,
১৮।	হরবড়ই	১ ,,
১৯।	ছোট এলাচি	১ ঝোপ
(ক)	বড় ঐ	১ ,,
২০।	পান গাছ	৫ টী

২১।	গুলমরিচ	১ টী	
২২।	শ্বেতচন্দন	১ ,,	
২৩।	সিম	৬ ,,	
২৪।	লাউ	৬ ,,	
২৫।	মান কচু	৩০ ,,	
২৬।	খাম কচু	১০০ ,,	
২৭।	মুখিয়া কচু	৩৫ ,,	
২৮।	সবুজ কচু	৮ ,,	
২৯।	ওল	১০০ ,,	
৩০।	বাঁশ	৫ ,,	ঝাড়

ঝাড়ে ফসল।

৩১।	ইক্ষু	দেড়	কাঠা	জমিতে
৩২।	তুলা	অৰ্দ্ধ	,,	,,
৩৩।	আলু	আড়াই	,,	,,
৩৪।	তামাক	পোয়া	,,	,,
৩৫।	মটর	ঐ	,,	,,
৩৬।	মরিচ	ঐ	,,	,,

৩৭। রশুন পোয়া কাঠা জমিতে
৩৮। পেঁয়াজ ঐ " "
৩৯। নানাজাতীয় সজ ঐ " " "

উপরের লিখিত কৃষি ব্যতীত মাছ, মুরগী, হাঁস, কবুতর ইত্যাদির 'চাষ' ও শাহ-বাগে যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে।

প্রিয় পাঠক, এই শাহ-বাগে যে যে কৃষি দেখিতে পাইলেন, একটু চিন্তা করিয়া বলুন ত বাংলা দেশের কয়জন কৃষক এইরূপ বিভিন্ন ফসলের চাষ করিয়া থাকে। আপনি বোধ হয় এখন বাঙ্গালী কৃষকের প্রকৃত অবস্থা চিন্তা করিয়া তাহার ঘাড়ে মনে মনে হাজার ধিক্কারের বোঝা চাপাইয়া বসিয়াছেন। কিন্তু সাবধান হউন, আপনার ঘাড়ে যেন এই গুরুভার বোঝা গড়াইয়া না পড়ে! মনে রাখিবেন, আপনাদের গ্রন্থকারও নিরাপদে নহেন।

সুতরাং আসুক্ সারাটা বাংলার কৃষক, আসুন আপনি এবং গ্রন্থকার, একবার সকলে মিলিয়া গাই—

গান

আমরা চাষা চাষ করিব
বাজার দর ত ধারিনা,
বিলাস সুখে ভুলে মোরা
চুপ্‌টী করে থাক্‌ব না।

চা'লের মন যতই কেন
মহামূল্য হোক না,
তুচ্ছ করি চাষ-আবাদে
ঘরে বসে রইব না।

ভাল করি চাষি ভূমি
প্রচুর ফসল ফলা'ব,
দুর্দ্দিনে দুর্ভিক্ষে মোরা
দেশ্‌টা রক্ষা করিব।

আদর্শ-কৃষক

দেশের তরে মোদের প্রাণ
দেশটাই মোদের কামনা,
দেশের সুখে আম্‌রা সুখী
নাহি অন্য ভাবনা।

চিনি গুড় হ'লেও মূল্য
আম্‌রা নাহি ডরি,
ইক্ষুর চাষ কর্‌ব মোরা
সারা মাঠটী ভরি।

খেজুর বৃক্ষ সারি সারি
বুন্‌ব আপন ক্ষেতে
খেজুর রসে খেজুর গুড়
গড়্‌ব আপন হাতে।

শাক্ সব্‌জী বেগুন ডাঁটা
নানা তরকারী,
বুন্‌ব আম্‌রা কৃষক সবাই
আপন ক্ষেত্‌টী ভরি।

আদর্শ-কৃষক

দেশের তরেই মোদের প্রাণ
দেশ্‌টাই মোদের ভাবনা,
দেশের সুখে মোদের সুখ
নাহি অন্য কামনা।

চাউনি

চাউনি

"আমার একেবারে সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার সম্বল যাহা ছিল, তাহা পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে!! হায়, হায়, আমার সাড়ে নয় মণ পুরাণ তেঁতুল বাড়ীতে আগুণ লাগিয়া একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছে ও আমাকে ছারখার করিয়া গিয়াছে!!!"

প্রিয় পাঠক, শুনিলেন কি একজন বঙ্গীয় (১) কৃষক তেঁতুলের জন্য কেমন

---

(১) ইনি ঈশ্বরগঞ্জ সার্কেলের অধীন বিশ্বনাথপুর প্রাথমিক মক্তব-স্কুলের শিক্ষক। উক্ত সার্কেলের স্কুল সমূহের সবইনস্পেক্টার মৌলভী আতাত্তর রহমান সাহেবের নিকট আপন সর্ব্বনাশের কথা বলিতেছিল। আমি তাহা প্রিয় পাঠকবর্গকে উপহার দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।

আক্ষেপ করিতেছে? বাংলার অসাবধান কৃষকেরা তেঁতুলকে একটা জিনিষ বলিয়া মনে করে না; কিন্তু ঐ আক্ষেপকারী কৃষকের কথাগুলি শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ বোধ হইতেছে—বাংলার কৃষকও এতদিন পর উপেক্ষিত ক্ষুদ্র কৃষিকে মূল্যবান মনে করিতে পারিয়াছে, ইহাই আমার আনন্দের বিষয়। যাহা হউক, এই কৃষকবরের অবস্থাটা আপনারা শুনিয়া রাখুন:—

ইঁহার নাম মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী; পিতার নাম মোহাম্মদ আলীম উদ্দিন। ইয়াকুবের বয়স বাইশ বৎসর। তাঁহারা তিন ভাই। বড় ভাইটীর নাম মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বয়স পঁচিশ বৎসর। ছোট ভাইটীর নাম মোহাম্মদ আবদুল হামীদ, বয়স সাত বৎসর। বড় ভাইটী

গৃহস্তির কাজে রত আছেন ও রাত্রে গ্রামের অন্যান্য যুবকদিগকে নিয়া ছোট ভাই ইয়াকুবের নিকট পড়েন। বলা বাহুল্য যে, মোহাম্মদ ইয়াকুব আলীর চেষ্টায় ও উৎসাহের ফলেই গ্রামের ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ ও চল্লিশ বৎসর বয়স্ক লোকেরাও রাত্রে একত্র হইয়া পড়াশুনা করে। (হে আল্লাহ্, বঙ্গীয় কৃষক পরিবারে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলকেই পড়াশুনার দিকে এইভাবে তোমার অনুগ্রহের হাতে ধাক্কা দিয়া বসাইয়া দাও।) যাহা হউক, ছোট ভাইটী ঐ মক্তবে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে ও বড় ভাইয়ের সহিত কৃষিকাজও করে।

মক্তবের শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত থাকিয়াও মুন্সী মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী কৃষি কাজ হইতে হাত উঠাইয়া ফেলেন

নাই। স্কুলের কাজ করার পর তিনি বড় ভাই ও ছোট ভাইয়ের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কৃষিকার্য্য করিয়া থাকেন। মক্তবের ছেলেদিগকে তিনি এই বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন, ‘দেখ বালকগণ, তোমরা মক্তবে পড় বলিয়া বাপ ও ভাইয়ের সহিত কৃষিকাজে যাইতে লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করিও না। তোমরা কৃষকের ছেলে, তোমরা কৃষি পরিত্যাগ করিও না। আবার বাপের ব্যবসায় শিক্ষা করিতে তোমাদের যেমন সহজ হইবে, অন্য কোন ব্যবসায় শিখিতে তোমাদের তত সহজ হইবে না। এখন বাড়ীতে থাকিয়া পড়, কাজেই বাপের ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে ও তাহা শিক্ষা করিতে তোমাদের ইহা একটা মস্ত সুযোগ। তোমরা উচ্চ শিক্ষালাভ করিবার

জন্য যখন বিদেশে যাইবে, তখন ঐ সুযোগ আর পাইবে না। তখন তোমরা অন্যান্য ব্যবসায় শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইতে পারিবে।'

আমাদের ঐ ইয়াকুব মাষ্টারের মাত্র দুইটী তেঁতুল গাছ আছে। ইহাতে এক বছরে পাঁচ সাত মণ তেঁতুল হয়। তিনি তাহার কতক অংশ পুরাণ হইতে দেন আর কিছু অংশ নূতনই বিক্রয় করিয়া ফেলেন। রসুন ও সরিষার তৈলে মাখার পর রৌদে দিয়া তৎপর মাটীর পাত্রে মুখ বন্ধ করিয়া সযত্নে রাখিয়া দেন, এ গুলিই ক্রমে পুরাণ হয়। নূতন তেঁতুল চল্লিশ টাকা মণ ও পুরাণ তেঁতুল আশি টাকা মণ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া থাকেন।

আমাদের পণ্ডিত ইয়াকুব আলীর আর একটী বিশেষগুণ এই যে তিনি

অপব্যয়কে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। ময়মনসিংহ হইতে বিশ্বনাথপুর প্রায় তের মাইল দূরে অবস্থিত। স্কুলের কাজে ময়মনসিংহ সদরে আসিতে হইলে, তিনি রেল গাড়ীতে না আসিয়া প্রায়ই পদব্রজে যাতায়াত করিয়া থাকেন। তাহাতে তিনি যাতাযাতের রেল ভাড়া প্রতিবারে একটাকা বাঁচাইয়া থাকেন।

প্রিয় পাঠক, ইতি পূর্ব্বে 'শাহ্ বাগের' দুধ, দধি, ননী, ছানা ও নানাজাতীয় কলা আপনাদের নিকট হাজির করিয়াছিলাম। এগুলি সবই অতি স্বাদ যুক্ত বলিয়া বোধ হয় আপনাদের অরুচি আনয়ন করিয়াছে। কাজেই আমি এখন এই সামান্য চাট্‌নি টুকু প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি। আশা করি তেঁতুলের চাট্‌নি বলিয়া ঘৃণা করিবেন না।

গান

গোপাল তোরা গো-পাল নিয়ে
আয় আয় আমার পিছনে ;
আমার ক'টা মনের কথা
বল্‌ব আজি তোদের সনে।

শুনবে যদি আমার কথা
দূরে যাবে মনের ব্যথা
মানুষ হবে মানুষ মাঝে
থাক্‌বে সদাই ধনে মানে।

গরুর পাল দাওহে ছাড়ি
মাঠের মাঝে খাইবে চড়ি
তোমরা বস গাছের তলে
পাঠের তরে সরল মনে।

আদর্শ-কৃষক

ফিরায়ে আজি আন্‌বে গরু
ছুটীয়ে গেলে, কেবলি নুরু *
তোম্‌রা বসে' আমার সাথে
পড়্‌বে সবে সরল মনে।

কাল্‌কে নুরু পাইবে ছুটী
পড়্‌বে সে যে অক্ষর ক'টী
গরুর ধ্যানে থাক্‌বে শুধু
* আজীজ, কালিকার দিনে।

কলম অই যে হাতের শলা
কাগজ তোদের ভূমির থালা
লিখক পাঠক সবই তোরা
মাঠের মাঝে বৈকাল বে'নে।

হাতের শলা মাটীর বুকে
ফেলিয়া আঁক ক খ'র মুখে
এম্‌নি ভাবে শিখ্‌বি তোরা
শিক্ষার সার দিনের দিনে।

---

* রাখাল বালক

দারোগার রিপোর্ট

দারোগার রিপোর্ট*

"আমি যখন ১৯০৬ সনে তেজপুর জিলায় মঙ্গলদই মহকুমায় কাজ করিতাম, তখন 'হলধর বরুয়া' নামক একজন আসামী(১) ভদ্রলোক কোর্ট সবইনস্পেক্টর ছিলেন। তাঁহার বয়স তখন অনুমান সাতাশ আটাশ বৎসর পার হইয়াছে। তখন তাঁহার সংসারে স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া পাঁচিশ ত্রিশটীরও অধিক ছিল। তখনও

* ইনি একজন অবসর প্রাপ্ত দারোগা! তাঁহার নাম মৌলভী মীজানুর রহমান। আমি যখন তাঁহাকে অত্র পুস্তকের প্রথম সংস্করণের একখানা বই উপহার দিলাম, তখন তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়া এই গল্পটী বলিয়া তাহা এই পুস্তকে প্রকাশ করিবার জন্য উপদেশ দেন।

(১) আসামবাসী।

তাঁহার পিতা আছেন কিন্তু অতি বৃদ্ধ। সবইনস্পেক্টর মহাশয়েরা ছয় ভাই; তন্মধ্যে তিনিই মধ্যম এবং সকলের বড় ভাইটী বাড়ীতে থাকিয়া গার্হস্থ্য কর্ম্ম দেখিতেন। দ্বিতীয় ভাইটী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। অবশিষ্ট তিনটী ভাই স্কুল এবং কলেজে পড়িত। সবইনস্পেক্টর মহাশয় এবং তাহার বড় দুইটী ভাই বিবাহিত।

তাহাদের প্রত্যেকের স্ত্রী এণ্ডি এবং মুগার পোকা পালিতেন। এই পোকা যে গাছে থাকে সেই গাছে তাহার মল স্তূপীকৃত হয়। সেই মল তাহারা জ্বাল করার পর লাহা বা চাঁচ তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে। তাহাতে এক বৎসরে তাহাদের অনুমান দেড় হাজার দুই হাজার টাকা অনায়াসেই আয় হয়। ইহা ব্যতীত তাহারা ঐ পোকার বাসা হইতে সূতা

কাটে। ঐ সূতা দিয়া মুগা ও এণ্ডির বহুমূল্য বস্ত্র তৈয়ার হয়। নিম্নে, একজন স্ত্রীলোকের পরিধানে যে বস্ত্র থাকে তাহা ভিন্ন ভিন্ন নামসহ দেওয়া হইল।

(ক) রীহা, এই কাপড় স্ত্রীলোকদের কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত পেচান থাকে। ইহার একখানার মূল্য ষাট সত্তর টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

(খ) মেখলা, ইহা একপ্রকার তহবন্দ বিশেষ; ইহার একখানা ত্রিশ হইতে চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়।

(গ) চাদর, ইহাদ্বারা সাধারণতঃ মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখে। এই চাদরে তাহারা সুন্দর সুন্দর লতা পাতা, ফুল ও বুট্টার কাজ করিয়া থাকে। ইহার একখানা চাদর কমপক্ষে একশ' দেড়শ' টাকা

পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদের হাতের এই শীল্পকার্য্য দ্বারা সাধারণতঃ তাহাদের গুণাবলীর পরিচয় হইয়া থাকে। ছোট ছোট মেয়েরা মায়ের কাছে কাপড় বুনা ও তাহাতে উপরিলিখিত ভাবে নানা-প্রকার সূচীকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া থাকে।

উপরিলিখিত তিন ভাইয়ের তিন স্ত্রী নিজ হাতে এণ্ডি এবং মুগার সূতা কাটিয়া পূর্ব্ববর্ণিত মুল্যবান কাপড় বয়ন করিয়া আপন সংসারের বিশেষ উন্নতি করিয়া থাকে। ইহা ছাড়াও স্ত্রীলোকেরা পরি-বারের প্রায় সমস্ত কাপড়ই নিজ হাতে বয়ন করে। তাহারা বাজারের কাপড়ের বড় একটা ধার ধারে না।

সবইনস্পেক্টর মহাশয়ের সকলের বড় ভাইটী, যিনি বাড়ীতে থাকিয়া হাল খামারের তত্ত্বাবধান করেন, তিনি

যদিও নিজে কৃষির কাজ করেন না—তথাপি তাঁহার নিজ কমলার বাগানে জল দেওয়া, রোপন করা—ইত্যাদি অধিকাংশ কাজ নিজে করেন। তাঁহাদের এই কমলা সুপারী ইত্যাদির বাগানের আয় হইতে মর খাজানা বাজে খরচ সম্পূর্ণ রীতিমত চলিয়াও বছর যথেষ্ট টাকা লাভ থাকে।

আসামে প্রায় সকলেই আপন আপন বাড়ীখানা কমপক্ষে ছয় বিঘা জমি নিয়া প্রস্তুত করিয়া থাকে। তাহারা এই বাড়ীর চতুর্দ্দিকে সুপারীগাছ সারি সারি রোপণ করে। এই সুপারীর গাছ কোন বাড়ীতেই পাঁচশতের কম নহে। ইহার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে আম কাঁটাল ও নারিকেল জন্মিয়া থাকে। আবার এই সুপারী ও আমগাছের প্রত্যেকটীর সহিতই পানের

গাছ রোপণ করিয়া দিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন বাড়ীর সীমা হইতে দূরে বাঁশের ঝাড় অনেকগুলি একই স্থানে রোপণ করিয়া থাকে।

আসামের প্রায় সব জায়গাতেই আমি এমন একান্নভুক্ত পরিবারের স্ত্রীলোক-দিগকে ঘড়কন্না কাজ বাদেও উপরি-লিখিত ভাবে বহু বহু কাজ করিয়া রাশি রাশি টাকা উপার্জ্জন করিতে দেখিয়াছি।

আমি যখনই বাঙ্গালীর গায়ে এণ্ডি বা মুগার কোন প্রকার কাপড় দেখি, তখন একসঙ্গে হলধর বরুয়া ও অন্যান্য পরিচিত আসামী পরিবারের কথা মনে না আসিয়া যায় না। আসামী পরিবারে কাপড় বুনা একটী প্রধান ব্যবসায় ও টাকা উপার্জ্জনের পন্থা। কি ধনী,

কি দরিদ্র, কি হিন্দু, কি মুছলমান, নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট সকল জাতিই কাপড় বুনার কাজ অতি ভাল ব্যবসায় মনে করিয়া থাকে। সেখানে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও ভদ্র পরিবারের মধ্যে এই ব্যবসায়ের অধিক প্রচলন (বাঙ্গালী এখনও এই ব্যবসায় আরম্ভ করিতে নারাজ, তবে আর তাহাদের অধঃপতন না হইবে কেন ?) ও প্রত্যেক বাড়ীতেই চরখা এবং তাঁত আবশ্যক পরিমাণে থাকে। পরিবারের সকলেই কাপড় বুনার কাজ ভালরূপ জানে। একজনের অবসর হইলে সে তাঁত নিয়া বসে। আবার সে যখন অন্য কাজে চলিয়া যায়, তখন অপর একজন তাঁতের কাজে লাগিয়া যায়। এইরূপে পরিবারের যে কেহ একটু অবসর পাইলে, হয় সে চরখা লইয়া

বসে, না হয় তাঁতের ভিতরে হাত চালাইতে আরম্ভ করে। সময়ের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য ইহার চেয়ে সুন্দর উপায় আর কি হইতে পারে? বাস্তবিকপক্ষে আসামের লোকে এই চড়খা আর তাঁত দ্বারা সময়ের পলাইয়া যাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সময় কাহার না যায়? সকলেরইত সময় অনবরত চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু আসামী লোকের সময় তাহাদিগকে প্রতি সেকেণ্ডে এবং মিনিটে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া সেলামী দিয়া ঐ চরখা এবং তাঁতের ভিতর দিয়া বড় চাপা খাইয়া কোনমতে ছুটিয়া যায়।”

প্রিয় পাঠক! দারোগার মুখে আপনারা যাহা শুনিলেন তাহার কোন একটী কথা কি আপনাদের পছন্দ হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তবে বলুন ত

এতক্ষণে জীবনের কোন্ পন্থা পবলম্বন করিলে আপনার মঙ্গল হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আর যদি এই আসামী পরিবারের বিবরণ শ্রবণের পর এখনও আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই চিন্তাটা এখন স্থগিতই রাখিয়া দিন এবং চলুন বাঙ্গালীর একটা প্রাণের গান গাহিয়া লই— দেখি মনের গতি কোন দিকে ধাবিত হয়।

গান

মা বাপ্ মোদের আদম্ হাওয়া
স্বর্গলোকে বাড়ী,
(রেভাই) পুণ্যলোকে বাড়ী।

বাবার ছিল বলদ দু'টী,
মায়ের ছিল চর্‌খা-কাঠি ;
বলদ দু'টা এখনও আছে,
চর্‌খা দিলে কার বাড়ী !
(রেভাই) চর্‌খা নিল কার বাড়ী ?

বলদ দু'টা ঘাস না পেয়ে,
মরার মত আছে শুয়ে,
বলদত ভাই জ্যান্তে মরা ;
চর্‌খা দিলে কার বাড়ী,
(রেভাই) চর্‌খা নিল কে কাড়ি ?

বাবায় চে'লে বলদ দিব,
মায়ের কাছে কি বলিব,
মায়ের কানে এম্‌নি খবর,
পৌঁছিলে মন কর্‌বে ভারী,
(রেভাই) কি কর্‌বে কর তাড়াতাড়ি।

বাবার বলদ ক্ষেত চষিত,
মায়ের চর্‌খা কাট্‌ত সূতো,
তাইতেত ভাই শান্তি পেতে,
যেতেনা ভাই কারও বাড়ী,
(রেভাই) করতেনাত মুখটী ভারী।

বলদের নাই ঘাস জল
ক্ষুধায় তোরা তাই পাগল,
চর্‌খা তোরা ফেলিয়ে দিলে
কাপড় ছাড়া তাই নর নারী,
তাই লজ্জা-শীতে মারামারি।

মন্ত্রটী এই রাখ্‌বে মনে—
বলদের মুখে ঘাস দে এনে
বুড়ীর হাতে চর্‌খা কাঠি
শীগ্গির দে'গে' করে তৈরী
(রেভাই) চাও যদি নাম রাখ্‌তে জারী।

প্রিয় পাঠক! এখন আর বোধ হয় আমার পূর্ব্ব প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই। এইক্ষণ বোধ হয় আপনি মনে মনে একেবারে স্থিরই করিয়া ফেলিয়াছেন যে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে চরখা ও তাঁতের ব্যবহার অবিলম্বেই আরম্ভ করা একান্ত কর্ত্তব্য; চরখার গানে বাঙ্গালীর প্রাণ বাজিয়া উঠুক—মরা গাঙ্গে বান ছুটুক—আর তাঁতের আঘাত প্রাপ্ত বাতাসে বাঙ্গালীর প্রাণে শত সহস্র—লক্ষ—কোটি—অনন্তবার কর্ত্তব্যের আঘাত লাগুক।

তাজ-পরিবার।

ভাজ-পরিবার।

যখন ১৯১৬ সনে আমি ঢাকাকলেজে পড়িতাম। তখন মাহুতটুলী ৪১নং বাড়ীতে আমার বাসা ছিল। একদিন রবিবার বৈকাল বেলা বেড়াইতে বাহির হইয়া আস্তে আস্তে চক্‌বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বেলা ডুবিবার তখনও প্রায় এক প্রহর বাকী আছে। অল্পক্ষণ পরেই চকের মসজিদে আসরের (১) নামাজের আজান (২) পড়িয়া গেল। আজান শুনিবা মাত্রই মহল্লার মোসল্লিগণ (৩) তাড়াতাড়ি মসজিদে প্রবেশ করিতে লাগিল। নামাজ

(১) সন্ধ্যার প্রাক্কালের নমাজ।

(২) নামাজের জন্য আহ্বান।

(৩) যাহারা নমাজ পড়ে।

আরম্ভ হইবার এখনও অল্প সময় বাকী আছে। আমার বড় সাধ হইল যে এই সময় একবার মসজিদের মিনারায় (৪) উঠিয়া চারিদিকের তামাসা দেখি। আর বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া মিনারার উপর দাঁড়াইলাম; কত তামা-সাই দেখিলাম তাহার অন্ত নাই—দেখিলাম, নবাব বাহাদুর, খানবাহাদুর ডিপুটী, মুন্সেফ, উকিল, মোক্তার, কেরাণী, পিয়ন, চাপরাসী, দারোগা, হাবিল্‌দার, দোকানদার, তহশীল্‌দার, সওদাগর, শিক্ষক, ছাত্র, নায়েব, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, মিস্ত্রী, কুলী, মজুর, ধনী, দরিদ্র ইত্যাদি সকলেই তাড়াতাড়ি মসজিদের দিকে নামাজ পড়িবার জন্য আসিতেছে।

---

(৪) উচ্চমঞ্চ, যাহার উপরে উঠিয়া আজান দেয়।

অহো, আজানের মধুর রবে সকলেই যেন মাতিয়া গিয়াছিল! সকলেই তখন আপন আপন সংসারের কাজ স্থগিত রাখিয়া, একদিকে, একপ্রাণে, একমনে, একধ্যানে, একই, উদ্দেশ্যে, একই সময়ে, একই আল্লার সম্মুখে, লজ্জাশীলের ন্যায়, অপরাধীর মত দাঁড়াইতে ছুটীয়া যাইতেছে—ভক্তির সহিত মাথা নোওয়াইতে যাই-তেছে—আত্মবিসর্জ্জন দিয়া মাটীতে গড়াইয়া পড়িতে যাইতেছে!

প্রিয় পাঠক! ঐ দেখুন, একজন প্রভুভক্ত চাকর আজানের শব্দ কানে প্রবেশ করিতে না করিতেই মনিবের নিকট হাজির হইবার জন্য কেমন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে! কেহ বলিতেছে "আমার চুল ছাঁটাইয়া দাও", কেহ, "আমার গোঁফ দু'টা একটু ঠিক করে

দাও", কেহ বলিতেছে "আমার এই লম্বা দাঁড়ি কয়টা কাটিয়া দাও"; সে কিন্তু কাহারও কথায় কান না দিয়া, "আর সময় নাই" এই বলিয়া হাতের ক্ষুর, কাঁচি, চিরুণী, চাম্‌টী ইত্যাদি তাড়াতাড়ি ব্যাগের (১) ভিতর বন্ধ করিয়া মসজিদের দিকে দৌড়িয়া গেল।

প্রিয় পাঠক! এই চকের মস্‌জিদেই এই লোকটীর সহিত আমার জীবনে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। এখন আর সময় নাই; পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নামাজ আরম্ভ হইবে। সে মসজিদের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। আমিও মিনারা হইতে নামিয়া আসিলাম এবং নামাজ পড়িতে গেলাম। নামাজের পর সে বাহিরে আসিলে—আপনারাও এই সময়

(১) থলি বিশেষ।

তাহার সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারেন।

১৯০৮ সনে আমি দেশ ভ্রমণে (১) বাহির হই। সমস্ত বঙ্গদেশ ভ্রমণ শেষ হইলে আমি বিহারে উপস্থিত হই। আমি যখন বিহারে পৌঁছিলাম তখন দারুণ গ্রীষ্মকাল। এই ভ্রমণে একবার এমন বিপদে পড়িলাম যে অতি প্রকাণ্ড হাওড়ে পড়িয়া তিন দিবস পর্য্যন্ত লোক জনের বাড়ী খুঁজিয়া পাই নাই এবং আহার বাসস্থানেরও কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই। তৃতীয় দিন এমন দুর্ব্বল হইয়া গেলাম যে হাটিবার সময় পা আর একেবারেই চলে না। তখন হাতেরও সাহায্যও লইতে হইয়াছিল।

(১) 'আমার ভ্রমণ' নামক পুস্তকে উহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

অর্থাৎ চারি হাত পায়ে ভর করিয়া চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় চলিতে হইয়াছিল।

অবশেষে সন্ধ্যাকালে পথিমধ্যে এক প্রকাণ্ড আমের বাগান দেখিতে পাইলাম। বাগানে প্রবেশ করিলে শেষে আবার চোর বলিয়া ধরা পড়ি, এই ভয় আর তখন ক্ষুধার জ্বালায় মোটেই ছিল না। লাল টুক্‌টুকে আমগুলি দেখিয়া ক্ষুধার আগুণ আরও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হায়! তখন গাছে উঠিবারও যে শক্তি ছিল না! আমার সঙ্গীর (১) হাতে একটী লম্বা লাঠি ছিল, তাহার সাহায্যে, এবং রেল লাইনে স্থাপিত কতকগুলি পাথরের টুক্‌রা যোগে ঢিল ছুড়িয়া গোটা কতক আম পাড়িয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলাম। তাহার

(১) ময়মনসিংহের 'কাজা' গ্রামের মৌলভী আবদুল হামিদ।

পর রাত্রি দু'টার সময় শাহাবাদ জিলার প্রধান নগর আরা সহরে উপস্থিত হইলাম। তথায় শাহ্ আইনুল্‌হক্ সাহেবের বাড়ীতে একটী বড় মাদ্রাসা ও অতিথিশালা ছিল। অতিথিশালার সদর দরজায় দাঁড়াইয়া বহু জোড়ে চীৎকার দিলাম। কিন্তু এত রাত্রির পর অতিথের খোঁজখবর নেয় কে? দরজা জানালা সবই বন্ধ। কেহই আমাদের চীৎকার শুনিল না। সকলেই নীরব। কেবল একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া আমাদের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল। অগত্যা সেখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অন্য এক বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। এই বাড়ীর চতুর্দ্দিকে পাকা দেওয়াল ছিল। বাহির দরজায় খুব জোড়ে দস্তক (১) দিলাম। তৎক্ষণাৎ

(১) হাতে আঘাত করা।

ভিতর হইতে একটী লোক তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিয়া আমাদিগকে সাদরে হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া লইয়া গেলেন এবং আমাদিগকে বসিবার আসন দিলেন।

প্রিয় পাঠক ! এই যে দরজা খুলিয়া আমাদিগকে ভিতরে টানিয়া লইয়া গেলেন, ইনি একজন উকিল। সারাদিন সাংসারিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন, এখন তিনি একাকী এই গভীর রাত্রিতে আল্লার এবাদতে (১) মশ্‌গুল্ (২) ছিলেন। দরজার দস্তকে তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক, তিনি আমাদিগকে বসিবার স্থান দিয়াই, "তাজ্, তাজ্" বলিয়া জোড়ে ডাক দিলেন। তাজও তাহার আপন কুঠরীতে আল্লার ধ্যানে মগ্ন ছিল। সে

(১) উপাসনা। (২) রত।

তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া হাজির হইল। উকিল সাহেব বলিলেন, তাজ্, ইঁহারা বাঙ্গালী, ইঁহাদের জন্য চিক্কণ চাউলের ভাত তৈয়ার কর এবং ভাত তৈয়ার হইবার পূর্ব্বে কিছু রুটী মাংস নাস্তা (১) স্বরূপ খাইতে দাও। তাজ অবিলম্বে আমাদিগকে নাস্তা আনিয়া দিল। আমরা তিন দিবস মাঠে মাঠে রৌদ্রে হাটিয়া যার-পর-নাই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম, কোথাও স্নান করিবার সুযোগ পাই নাই। আজ এই বাড়ীতে দেয়ালের সহিত চারিদিকে জলের নহর (২) বহিতেছে দেখিয়া স্নান করিয়া লইবার সুযোগ পাইলাম। অনেক রাত্রি হইয়াছে, তথাপি স্নান না করিয়া কোন কিছু মুখে দিব না, এই মনে করিয়া

(১) জলযোগ।

(২) জলের হৌস।

তাড়াতাড়ি নহরে স্নান করিয়া নাস্তা করিলাম। নাস্তা করিবার অল্পক্ষণ পরে তাজ্ ভাত আনিয়া দিল, ভোজন করিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা করিলাম। তারপর নিদ্রা এবং নিদ্রার পর প্রাতে উকিল সাহেব, তাজ ও আমরা দুইজনে একসঙ্গে ফজ্‌রের (১) নামাজ পড়িলাম। নামাজের পর, তাজ আবার নাস্তা আনিয়া দিল। নাস্তা খাওয়ার সময় তাজের নিকট গত সন্ধ্যায় বাগানে আম খাওয়ার বিবরণ কহিলাম। প্রিয় পাঠক, এই আরা সহরেই জীবনে প্রথম বারের জন্য তাজের সহিত দেখা হয়। তখন তাজ পাচকের কাজ করিত। আর এই ঢাকা সহরে চকের মসজিদে তাহার সহিত দ্বিতীয় বার দেখা হইল। এখন সে ক্ষৌরকার।

(১) সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালীন উপাসনা।

পাঠক, এখন চিনিতে পারিলেন কি ঐ যে ত্রস্ত পদে একটী লোক চকের মসজিদে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই লোকটী কে? এই লোকটীই সেই আরা সহরের তাজ নামক পাচক। যাহা হউক, তাজের সহিত আমার আজ প্রায় নয় বছর পরে দেখা হইল। কাজেই, তাহার সহিত আগে দু'টা কথাবার্ত্তা না বলিয়া, আপনাদের সহিত কোন কথাই আমার বলিবার সুবিধা করিতে পারিব না। ইচ্ছা করিলে আপনারা ও আমাদের কথায় মনোযোগের সহিত কান দিতে পারেন। তাজ অবশ্যই আমার সহিত হিন্দীতে কথা কহিবে, তবে আমি কথাগুলিকে বাংলা ভাষায় তরজমা করিয়া * আপনাদের কানে দিব।

* অনুবাদ করিয়া (Translation).

আমি—আস্‌সালামু আলায়কুম, (১) কি তাজ ভাই নাকি ?

তাজ—ওআলায়কুম সালাম, (২) জিহাঁ, (তাজ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল)

আ—কি আমাকে চিনিতে পার নাই ? (আমি আরা সহরের পূর্ব্ব বিবরণ সমস্ত তাহাকে স্মরণ করাইয়া কহিলাম)

তা—অহ্‌হো ! বেশ্‌ত আপনার দয়া ! এতদিন পরও যে এ অধমের কথা স্মরণ রাখিতে পারিয়াছেন !

আ—না, না, এত তোমাদেরই দয়া, তোমরা যদি এমন দয়াটী না করিতে, তাহা হইলে আর স্মরণ রাখিবার কোন কারণ থাকিত না। দেখত, রাস্তা দিয়া কত

(১) তোমার উপর (বিমল) শান্তি ও করুণা বর্ষিত হউক।

(২) তোমার উপরও তাহাই—বর্ষিত হউক।

লোক যাইতেছে, কত জনের সহিতই দেখা হয়, কিন্তু প্রত্যেকের কথাই কি মনে পড়ে? না, না,—কেবল যাহারা দয়া ও সদ্ব্যবহার করে তাহাদের কথাই মনে থাকে। সে যাহা হউক, আজ তোমাকে এই কি অবস্থায় দেখিলাম?

তা—কি, খারাপ অবস্থায় দেখিলেন নাকি?

আ—তা বৈকি! তখন—তোমাকে এক ভদ্র লোকের বাড়ীতে পাচকের কাজ করিতে দেখিয়াছি, আর আজ—

তা—আমার অবস্থা বরং আগের চেয়ে ভাল হয়েছে। তখন আমি ভাই এর (উকিল সাহেবের) অধীন থাকিয়া পাচকের কাজ করিতাম, আর এখন স্বাধীন ভাবে হাজ্জামের কাজ (১) করি।

(১) ক্ষৌরকর্ম্ম।

আ—কি বল, তিনি (উকিল) তোমার ভাই? তোমার ভাই এত বড় পদের কাজ করেন, আর তুমি এত ছোট লোকের কাজ কর? ইহা কি সম্ভব?

ভা—আপনার নিকট ইহা অসম্ভব বোধ হইল কি? ভাই লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছেন, কাজেই তিনি তাঁহার উপযুক্ত কাজ অর্থাৎ ওকালতি করেন। আমি বিদ্যা শিখি নাই বলিয়া তাঁর মত উকিল হই নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কি নিষ্কর্ম্মার মত বোকামি করিয়া ঘরে বসিয়া থাকা উচিত? তখন ভাইএর পাচকের অভাব ছিল বলিয়া আমাকে পাচক বহাল (১) করিয়াছিলেন। কিছুদিন পাচকের কাজে থাকিয়া দেখিলাম যে বেতনভোগী হইয়া

(১) নিযুক্ত।

কাজ করিলে ধনসঞ্চয় করা অসম্ভব। তখন আমি মাসিক পনর টাকা বেতন পাইতাম। আর এখন দিন তিন চারি টাকা পর্য্যন্ত আয় হয়। কোথায় অধীনতার চাপা, আর কোথায় স্বাধীনতার বিমল সুখ! কোথায় মাসিক পনর টাকা আর কোথায়, একশ', সোয়াশ' টাকা রোজগার!

আ· তবে তোমরা সকল কাজই সময়মত করিতে পার কি?

তা—না, সকল কাজই করিতে পারি এমন কথা আমি বলিব কেন? তবে হাঁ, যে কাজে আমাদের ধর্ম্মের বাধা নাই তাহা করিতে আমরা কখনও লজ্জা বা ভয় করি না। কিন্তু যে কাজ করিতে আমাদের ধর্ম্মে নিষেধ আছে তাহা আমরা প্রাণ গেলেও করি না। আপনি কি

বলিতে চান যে আমার এই হাজ্জামের কাজ মন্দ? তা আপনাদের বাংলা দেশে ইহাকে মন্দ বলিতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের রীতি এমনটী নয়। ধরুন, আরব মিশর প্রভৃতি খাস মোছলমানের দেশ—যেখানে একটী মাত্রও অমোছলমান নাই সেখানের কি অবস্থা? সেখানে হাজ্জামের কাজ কে করে? যাঁহারা মক্কা মদিনা শরীফ হইতে হজ্ব (১) করিয়া ফিরিয়াছেন তাঁহাদের কাছে জানিলেই ত গোলমাল চুকিয়া যায়! আচ্ছা, আপনি কি বলিতে পারিবেন যে হাজ্জামের কাজ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ? (আমি স্তম্ভিত হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম!) আপনিত একজন

(১) পুণ্য তীর্থ মক্কামদিনা দর্শন পূর্ব্বক যথারীতি উপাসনাদি করা।

মোসলমান, বলুনত হাদীস্ (২) বা কোরআন্ শরীফে ইহার জন্য এমন কোন নিষেধ আছে কি? (আমার মনে আতঙ্ক উপস্থিত) আবার এদিকে মানুষের সামান্য জ্ঞান দ্বারাও বুঝা যায় যে, এক মানুষের দেহেই হাত, পা, চোক, নাক, কান মুখ ইত্যাদি এক একটী অংশ এক একটী ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিয়ত আছে। কোনটী দ্বারা ধরিবার কাজ হয়। কোনটী দ্বারা চলিবার কাজ হয়। কোনটী দ্বারা দেখিবার কাজ হয়, কোনটী দ্বারা শুনিবার কাজ হয়। মল-মূত্রত্যাগ করিবার জন্যও এক একটী অংশ আছে। এইরূপ শরীরের ভিতরে এবং বাহিরে যে কত ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন কাজে রত আছে তাহার

(২) হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পবিত্র-বাণী।

সীমা কে করিতে পারে! সেই বলিয়াই কি শরীরের এই সমস্ত অংশগুলিই আমাদের নিকট তুল্য মূল্য নহে? অর্থাৎ সমস্তগুলিই কি আমাদের নিকট সমান মূল্যবান ও আবশ্যকীয় নহে?—হাতটী কাটিলে যে ব্যথা পাই, পা'টী কাটিলেও সেইরূপ ব্যথাই পাই। বুকের এক টুক্‌রা মাংস কাটিলে যে কষ্ট পাই, গুহ্যদ্বারের একটু মাংস কাটিয়া ফেলিলেত সেইরূপই ব্যথা পাই। তাই বলি, সংসারে প্রত্যেক শ্রেণীর এবং প্রত্যেক কাজের লোকেরই সমান আবশ্যকতা আছে। এবং সেই কারণে একজাতি অন্য জাতির প্রতি, এক ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায়ীর প্রতি ও এক কর্ম্মী অন্য কর্ম্মীর প্রতি ঘৃণা করা পাপ। ঠিক সেইভাবেই চিন্তা করিলে দেখিবেন, এক

পরিবারে যত লোক আছে, তাহাদের এক এক জনের এক এক কাজ করার আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং সময়, স্থান ও ব্যক্তি বিশেষের জন্য এরূপ করা উচিত ও বটে ; এবং সেইজন্য কেহই অপর কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই ভাবিয়া অহঙ্কার করা পাপ। তাই বলি, আমার একাজকে, আপনি ছোট লোকের কাজ বলিতে পারেন না।

আ। আচ্ছা, তাহা হইলে তোমরা কে কি কাজ কর, বলত দেখি শুনি।

তা। এই শুনুন—কিন্তু আমার আশ্চর্য্য লাগে যে আপনি বিহারে গিয়াছিলেন, তথাপি আমাদের দেশের এই সব সংবাদ রাখেন না।

আ। আরে ভাই, তখন ক্ষুধার জ্বালায় আর

বন বন পিপাসায় অস্থির, তখন কি আর
একটা খোঁজ খবর লইবার অবসর ছিল।
তা [illegible] সে যাহা হউক, আমাদের অবস্থা
[illegible] — আমরা সাত ভাই। আমাদের
পিতা নাই। মা আছেন। সাত ভাইয়ের
মধ্যে পাঁচ ভাই বিবাহিত। সকলের
জ্যেষ্ঠ ভাইটী বাঁকীপুর রেলওয়ে কুলীর
সর্দার। তাঁর ছোটটী কানপুরে মস্ত
বড় জুতার দোকান দিয়াছেন। তাঁহার
দোকানে অতি চমৎকার বিনামা তৈয়ার
হয়; সেই জন্য তাঁহার অনেক চাকর
আছে ও তিনি নিজে ও তৈয়ার করেন।
তাঁহার নিজ হাতের তৈয়ারি একজোড়া
বিনামার দাম পঞ্চাশ ষাট টাকা পর্য্যন্ত
হইয়া থাকে। ঘোড়ার জিন্ একটী
তাঁহার হাতের তৈয়ার হইলে, আড়াইশ'
টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। যাহা হউক,

তাঁহার কনিষ্ঠ যিনি, তিনি ঐ উকিল সাহেব, যাঁহার সহিত আপনার আরা সহরে দেখা হইয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ যিনি, তিনি কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। তিনি পরিবার সহ বাড়ীতে বেশ আরামেই আছেন ও তাঁহার নামটাও 'আরাম' (আমি একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না)। ঐ যে আমের বাগান, যাহার আম খাইয়া আপনারা ক্ষুধা দূর করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই। সেই বাগানের অতি নিকটেই একটু দক্ষিণে গেলেই আমাদের বাড়ী দেখিতে পাইতেন।

আ। তবে কি আরা শহরের সেই বাড়ী তোমাদের নয়?

অ। না, সেটা উকিল সাহেবের ভাড়াটীয়া বাড়ী। তারপর—তিনি কৃষিতে যে আয়

করেন, তেমন আয়, এক কানপুরের ভাই ছাড়া, আর আমাদের কাহারও হয় না। যাহা হউক, আমি অধম তাঁহারই ছোট ভাই। আমার কনিষ্ঠ একটী এবার মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে, আর একটী কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে।

আ। আচ্ছা, তোমরা সকলেই কি এক পরিবার ভুক্ত ?

তা। জ্বি হাঁ, এক পরিবারভুক্ত বটে, কিন্তু আপনাদের এখানকার মত নয় অর্থাৎ একজনে খাটিয়া টাকা উপার্জ্জন করিবে এবং আর সকলে বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া খাইবে, এমন পরিবারভুক্ত আমরা নহি। সাহেব রাগ করিবেন না, কারণ আমি জানি যে, আপনাদের পরিবারের মধ্যে একজনে শিক্ষিত হইয়া ওকালতি বা অন্য কোন একটা চাক্‌রী করিয়া দু’

পয়সা রোজগার করিতে পারিলে, পরিবারের আর সকলেই তাহার ঘাড়ে সকল বোঝা চাপাইয়া কেবল বাবুগিরি করে আর বসিয়া বসিয়া খায়। আর তাহাদের মধ্যে একজন বড়লোক হইয়াছে, এই বলিয়া অহঙ্কার করিয়া মরে।

পরিবারের অন্যান্য মূর্খেরা, মূর্খলোক যে কাজের উপযুক্ত, তেমন একটী কাজ করিতে অপমান মনে করে। কারণ, তাহারা এখন একজন বড় লোকের বাড়ীর লোক! দুঃখের বিষয় পরিবারের ঐ শিক্ষিত লোকটীও প্রায় ঐ রকমই ভাবেন। যাহা হউক, আমরা কিন্তু এমনভাবে পরিবারভুক্ত থাকি না। এই ত শুনুন আমাদের কথা—

পিতার মৃত্যুর পর, তাঁহার সম্পত্তি সাত ভাইয়ে সমান অংশ করিয়া লইয়াছি। ইহার

মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য, আমাদের মধ্য হইতেই একজন ম্যানেজার স্বরূপ থাকেন। যাঁহার ইচ্ছা হয়, বাড়ীতে থাকিয়া আপন অংশের ভার নেন, তাহা না হইলে, ম্যানেজারের উপরই নির্ভর করিয়া, হয় বাড়ীতে থাকিয়াই কোন ব্যবসায় খুলিয়া বসেন, না হয়, বিদেশে গিয়াই অন্য কোন উপায়ে রোজগার করিয়া অধিক টাকা পয়সা উপার্জন করেন। কিন্তু বাড়ীতে বহু সম্পত্তি আছে বলিয়াই যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া বসিয়া তাহার আয়ের টাকা ধ্বংস করা, এমন রীতি আমাদের দেশে নাই। স্ত্রীলোকেরা ছেলে মেয়ে সহ একত্র পাকশাক করিয়া খায়। হিসাব মত যাহার অংশে যেরূপ খরচ পড়ে, তাহা জমা খরচে তৎক্ষণাৎ লিখা হয়। এই ধরুন, আমি বিদেশে আছি; এবং আমার স্ত্রী পুত্র বাড়ীতে; তাহারা বাড়ীর অন্যান্য সকলের

সহিত একত্র পাক শাক করিয়া খায়। ইহাতে যে খরচ পড়ে, হয় তাহা আমার অংশের জমির সম্পত্তির আয় হইতে ম্যানেজার তাঁহার হিসাব মত আদায় করিয়া লন; না হয় জমীদারীর আয় হইতে প্রতি মাসে আমিই ম্যানেজারের হিসাব পাইলেই পাঠাইয়া দেই। ছোট দুইটী ভাই পড়ে। তাহারাও তদ্রূপ নিজেদের আয় ব্যয় পিতার সম্পত্তির প্রাপ্ত অংশ হইতে নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আমাদের পরিবারের এখন সাধারণ হিসাবপত্র রাখার কাজ, আম্মা (১) গ্রহণ করিয়াছেন। আরাম ভাই নিজের সম্পত্তি ছাড়াও আমাদের ছয় ভাইয়ের পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তির হেফাজতে (২) আছেন। তিনি চাকর রাখিয়া জমীগুলি বেশ সুন্দরভাবে চাষ আবাদ করিয়া থাকেন। চাকরের খরচ, আমরা ছয় ভাইএও হিসাব মত দিয়া থাকি।

(১) মা।   (২) তত্ত্বাবধানে।

আরাম ভাই আপনাদের দেশের মোড়লের মত ছাতি মাথায় দিয়া কেবল ক্ষেতের আইলের কিনারায় ঘুরিয়া বেড়ান না। তিনি মাঠে যে পরিশ্রম করেন, তেমন পরিশ্রম আপনাদের দেশের পহেলা নম্বরের কৃষকেও করিতে স্বীকার করিবে না। ঐ যে আমবাগান দেখিয়াছিলেন, এমন আরও তিনটী বাগান আরাম ভাইয়ের আছে। আমাদের ও প্রত্যেকেরই এমন দু'একটী বাগান আছে।

আয়ের মধ্যে কানপুরের ভাই ও আরাম ভাই প্রায় সমান সমান। তার পরের আয়, ঐ যে কুলীর সর্দার বলিলাম, তাঁহার। তাঁহার চেয়ে কম আয় আমার। আপনি শুনিয়া বোধ হয় দুঃখিত হইবেন যে, উকিল সাহেবের আয়, আমার আয়ের চেয়েও কম। এবং সকলের চেয়ে কম রোজগার (১) ছোট ভাই দুইটার।

(১) আয়, উপার্জ্জন।

জা। এই বোধ হয় তোমাদের কে কি কাজ কর, তাহার বিবরণ শেষ হইল?

তা। না হুজুর, এইত গেল আমাদের পুরুষদের কথা। এখন শুনুন আমাদের স্ত্রী-লোকেরা সাধারণতঃ কি কি কাজ করিয়া সংসারের উন্নতি করিয়া থাকে—

আমাদের স্ত্রীলোকেরা সাধারণ ঘর কন্নার কাজ ছাড়াও শিশুদের শৈশবশিক্ষা ও স্বাস্থ্য-রক্ষার বিশেষ যত্ন নেয়। তাহারা কোলে রাখিয়াই শিশুদের বর্ণমালা ও সাধারণ গণনা শিক্ষা দিয়া থাকে। সাত কিংবা আট বছর বয়সের কালে অনেক শিশুকেই (২) কোরআন শরীফ কণ্ঠস্থ শুনাইতে দেখা যায়। ইহা ভিন্ন তাহারা নিজেদের ও শিশুদের জন্য টুপি,

---

(২) বিখ্যাত আলেম মৌলানা আবদুল আউয়াল সাহেবের আবদুচ্ছালাম নামক সাত বৎসর বয়স্ক ছেলের মুখে কোরান শরীফ কণ্ঠস্থ শুনিয়াছি।

জামা, শীপা ইত্যাদি নিজ হাতে তৈয়ারি করে। অবশিষ্ট বিক্রয় করিয়া বেশ দু'পয়সা লাভও করে। তাহাদের তৈয়ারী পোষাক দ্বারা পরিবারের প্রায় সকলেরই কাজ চলিয়া যায়। এই যে আমার মাথায় টুপিটী দেখিতেছে, ইহা আমার হাতের তৈয়ারী। আর আমার গায়ের পিরহান (১) খানা আমার স্ত্রীর হাতের তৈয়ারী। তারপর, এই যে আমার হাজামতের (২) সব সরঞ্জাম রাখিবার ব্যাগটী দেখিতেছেন, তাহা আজ দু'বছর হইল কানপুরের ভাই আমার জন্য নিজ হাতে তৈয়ার করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি ইহাও লিখিয়াছিলেন "ভাই, এই ব্যাগটীর খাটী মূল্য দুই টাকা দশ আনা মাত্র; বাংলা দেশে এই সব ব্যাগ সাত টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকি। তোমাকে আমি খাতি

(১) জামা। (২) ক্ষৌরকর্ম্মের।

ভালবাসি বলিয়া তাহার চিহ্ন স্বরূপ এই ব্যাগটী বিনামূল্যে দিলাম।” যাহা হউক, কাজেই বুঝিতে পারেন, পরিবারের মধ্যে এক এক জনের এক একটী কাজ ভালরূপ জানা থাকিলে তাহাতে অন্যান্য সকলের কতদূর উপকার হয়।

আ। ভাই তাজ, না জানি তোমার সহিত আজ কোন্ শুভলগ্নে দেখা হইয়াছিল, তাহা খোদাই জানেন। তোমার কথাগুলি শুনিয়া আমার বেশ পছন্দ লাগিয়াছে! তোমাদের কৃষিকর্ম্মের কথা এবং তোমাদের প্রত্যেকের পরিবারের কথা শুনিয়া যারপর নাই সুখী হইলাম। তোমার কথাগুলি বাংলার পরিবারে, বিশেষ করিয়া বাংলার দরিদ্র ও মূর্খ কৃষক শ্রেণীর ভিতরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রাখি—দেখি, তোমার বিবরণ শুনিয়া

তাহাদের চৈতন্য হয় কিনা। আশীর্ব্বাদ করিও যেন আমরাও তোমাদের মত উন্নত হইতে পারি। আচ্ছা ভাই, আর একটা কথা—তোমার সন্তানাদি কি?

তা। খোদার ফজলে (১) আমার একটি ছেলে হইয়াছে। তাহার বয়স এখন নয় বছর। সে এখন স্কুলে পড়ে; আবার এদিকে তাহার কাকার সহিত কৃষিকাজও করে। ওহো! আপনাকে আমাদের আর একটা কথা বলিতে মনে ছিল না, তাহা এই, আমার এই নয় বছরের ছেলে ও আমার কনিষ্ঠ দুইটী ভাই স্কুল এবং কলেজ হইতে আসিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত মাঠে কৃষিকাজ করে। সেইজন্য ম্যানেজার তাহাদিগকে হিসাব মত মজুরি দিয়া থাকেন। তাহাতে তাহাদের সাময়িক

(১) অনুগ্রহে।

নাস্তা ও ভাল ভাল বই খরিদ বাদেও বেশ দু'পয়সা হাতে থাকে। আমার ছেলেকে, ইচ্ছা করি, উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষিবিদ্যা ও কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াইব। কারণ, কেবল কৃষি বিষয়ে পুস্তক পাঠ করিলেই হয় না, মাঠে যাইয়া সময় সময় নিজে কাজ করিতে হয় ও শিখিতে হয়। ছেলেটার ও বেশ কৃষির দিকে টান আছে। আশা করি, সে মেট্রিকুলেশান পাশ করিলে তাহাকে 'সাবোর কৃষি কলেজে' (Sabour Agricultural College) পাঠাইব এবং তারপর আরও উন্নত ধরনে বৈজ্ঞানিক মতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য তাহাকে আমেরিকা পাঠাইব। উকিল সাহেবও গতবার বলিয়াছিলেন যে তাঁহার ছেলেটীকে ও কৃষি শিক্ষা দেওয়াইবেন। যাহা হউক, কথা প্রসঙ্গে আপনাদের দেশের অনেক কথারই এদিক সেদিক আলোচনা

করিয়াছি, তাহা কিছু মনে করিবেন না। এখন যাই আচ্ছালামু আলায়হিকুম।

পাঃ। ওয়ালায়কুমুচ্ছালাম ও রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু। (১)

প্রিয় পাঠক, আজ বড় আশা করিয়া বহু বছরের তাজ-পরিবার বুকের ভিতর হইতে খুলিয়া আপনাদিগকে উপহার দিতেছি, আশা করি ইহার যত্ন ও সদ্ব্যবহার করিবেন।

(১) তোমার উপরও শান্তি, করুণা, দয়া ও অপরিসীম অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হউক।

গান

আমরা যে যে কাজে লাগি
করবো সে সেই কাজ।
বোকার মত আপন কাজে
করবো না আর লাজ।
দেহের পানে নয়ন মেলি
দেখরে সবে দেখ্ সকলি
হাতের কাজে হাতটী আছে
পায়ে করে তা'র আপন কাজ
শরীর যেন একটী বাড়ী
হাত পা তা'তে নরনারী
আমরাও তেমন পরিবারে
থাকব সদাই করব কাজ।
বৃদ্ধ মা বাপ ভাই বোন্
ক্ষুধার জ্বালায় হয়রে খুন্—

এমনি দুঃখের সময় তবু
বসে থাকা কি মোদের কাজ ?
পণ্ডিত যাও শিক্ষা দিতে
ধার্ম্মিক যাও দীক্ষা দিতে, —
আমি ত মূর্খ এই চলেছি
কুলির কাজে, তা'তে কি লাজ ?

একটু বিশ্রাম

একটু বিশ্রাম

বহু পরিশ্রমের পর একটু বিশ্রাম করা সংসারের নিয়ম। তাই বলি, প্রিয় পাঠক, আপনারা বোধ হয় এতক্ষণ পড়িয়া পড়িয়া এখন একটু বিশ্রামের সুযোগ খোঁজিতেছেন; মাঠে, মাঠে, রোদে রোদে বহু কাজ করার পর আমার প্রিয় কৃষক ভায়ারাও বোধ হয় একটু বিশ্রামের জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছেন; অবশেষে—আপনাদের গ্রন্থকারও বোধ হয় এতগুলি কথা লেখা শেষ হইলে, খানিক বিশ্রামের পর, "একটু বিশ্রাম" লেখার মনে করিয়া—

যাহা হউক, আজ আমাদের সকলেরই বিশ্রামের দিন। কিন্তু এই বিশ্রামের সময়

কি গির্দ্দায় (১) হেলান দিয়া—ক্ষেতের আইলে শুইয়া—বা টেবিলের উপর মস্তক বিসর্জ্জন দিয়া, হাত পা ছড়াইয়া, একেবারে মরার মত চেতনা শূন্য হইয়া থাকা আমাদের উচিত? না, না, আমার প্রিয় পাঠক যে জ্ঞানী, আমাদের কৃষকেরা যে কর্ম্মঠ, আর—কাঙ্গাল লেখক যে "একটু বিশ্রাম" লিখিতে—

আমরা মানুষ, আমরা পশু পক্ষীর মত ইতর প্রাণী নহি। আমাদের জ্ঞান আছে। আমাদের সময়ের একটা মূল্য আছে। আমাদের জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। আমাদের কর্ম্মফলের একটা বিচার আছে। আমাদের প্রত্যেকেরই আপন কর্ত্তব্য বলিয়া একটা মস্ত বড় দায়িত্ব আছে। সুতরাং বিশ্রামের সময় মরার মত সটান ভাবে হাত পা ছড়াইয়া আমরা পড়িয়া থাকিতে পারি না।

(১) বড় তাকিয়া।

আমরা বিশ্রাম করিব—একটু বিশ্রাম করিব বই কি—সে বিশ্রাম কেবল রাত্রিকালে নিদ্রার কোলে করিব। কিন্তু তবুও মরার মত একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বিশ্রামের ছলে পড়িয়া থাকিব না। একটু না একটু কিছু করিবই করিব। তা' না হইলে যে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পায়। বিশ্রাম করিব, তবু একটু কিছু করিব। নিদ্রার কোলে বিশ্রাম লইব, তবু একটু কিছু করিব—স্বপ্ন দেখিব—কেমন স্বপ্ন দেখিব—স্বপ্ন যোগে চিন্তার ভিতরে দেখিব—স্বপ্ন যোগে চিন্তার ভিতরে কৃষকের ভবিষ্যত চেহারা দেখিব। তাই বলি, বিশ্রাম করিবার কালেও একটা কিছু, অন্ততঃ একটু কিছু করিব, করিবই করিব।

সুতরাং আমাদের বিশ্রাম কর্ম্মশূন্য বিশ্রাম নহে। কর্ম্মশূন্য বিশ্রাম, বিশ্রামের ধর্ম্ম নহে।

কর্ম্ম একটা মস্ত বড় অঙ্গ, বিশ্রাম তাহার একটী ক্ষুদ্র হাল্‌কা প্রত্যঙ্গ বিশেষ। তাই বলি, কর্ম্মীর নিকট বিশ্রামের এক অর্থ—এক কর্ম্ম হইতে অন্য কর্ম্মে যাওয়া, অর্থাৎ এক শ্রেণীর বা এক রকমের কাজ হইতে অন্য শ্রেণীর বা অন্য রকমের কাজ হাতে নেওয়া; অন্য অর্থ—অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ স্থগিত রাখিয়া সহজ কাজে লাগিয়া যাওয়া।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি উন্নত দেশের লোকেরা বিশ্রামের সময় একটু পত্রিকা পড়ে, বাগানে গাছের মূলে একটু জল দেয় বা একটা নূতন চারা রোপন করে। তাহারা কখনও বা গাছে ফল পাকিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাই গাছ হইতে পাড়িয়া লইতেছে, অর্থাৎ এই প্রকার ছোট ছোট কাজে, কোন না কোন একটা কিছু কাজে, তাহারা বিশ্রামের সময়টার ও সদ্ব্যবহার করিতেছে।

প্রিয় পাঠক, আজ আমাদের "বিশ্রামের শয্যা" বাংলা দেশের মধ্য হইতে একজন ৫০ বৎসরের বৃদ্ধ কর্ম্মের সাড়া পাইয়া জীবনের সন্ধ্যাকালেও কিভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তাহাই "একটু বিশ্রামের" ছলে জানিয়া রাখুন।

মুন্সী খোদাবখ্‌স্‌ ছেলেদের নিয়া কৃষি-কাজে সারাদিন মাঠেই থাকেন। দুপুরে যখন খাবার জন্য মাঠ হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন, তখন খাওয়া দাওয়ার পর, একটু বিশ্রামের ছলে; দা, কুড়াল, হাতুড়ি ও চাকু নিয়া বসেন। ছেলেদেরও নিকটে ডাকিয়া লন। মুন্সী সাহেব তখন একটুকরা কাঠ লইয়া কুন্দায় ধরাইয়া দেন। আর ঐ ছেলেদের একজনে সম্মুখে বসিয়া দড়ি টানে। অন্যান্য ছেলেরাও তখন এক সঙ্গে বসিয়া বাপের নিকট নানা রকম হাতের কাজ শিখে।

এইরূপ এক এক দিন এক একটি

ছেলেকে তাঁহার সহিত কাজে নিযুক্ত করেন এবং অন্যান্য ছেলেদের দেখিয়া শিখিতে, ও পরে শিখিয়া কাজ করিতে দেন। এই দুপুরে খাওয়ার পর, আধ ঘণ্টা কাল বিশ্রামের ছলে, ছেলেদিগকে এইরূপ নানা রকম হাতের কাজ শিখাইয়া থাকেন। তারপর আবার সকলকে নিয়া মাঠে চলিয়া যান। প্রিয় পাঠক, এই মুন্সী সাহেব প্রত্যেক দিন রাত্রে এবং দুপুরে আহারের পর বাঁশের ছাতি, ছড়ি, মাদুর, পাতলা বা মাতলা, পলো, পাখা, চিক্ ইত্যাদি নানাপ্রকার জিনিষ তৈয়ার করিয়া থাকেন। এগুলি নিজের আবশ্যক মত রাখিয়া অবশিষ্ট বিক্রয় করিয়া দুপয়সা লাভ করেন।

প্রিয় পাঠক, মুন্সী সাহেবের হাতের তৈয়ারী আর একটি জিনিষ দেখিয়া তাহার ভাল, মন্দ পরীক্ষা করিবার জন্য আপনি বোধ হয় এখন কালীর দোয়াত খোঁজিবেন। ঐ যে

দেখুন—দশ হাজার হেণ্ডেল। ইংরেজী কথাটা (হেণ্ডেল) বোধ হয় আমার কৃষক ভায়ারা বুঝিতে পারিলেন না; হেণ্ডেল অর্থ কলমের হাতা; অর্থাৎ কলমের যে অংশে ধরিয়া লেখে। মোটামুটি ভাবে মুন্সী সাহেবের এই হেণ্ডেলকে আমরা কলম বলিব। যাহা হউক, মুন্সী সাহেবের এই কলম, স্থানীয় যে যে স্কুল মাদ্রাসায় বিক্রয় হয়, তাহার নাম নীচে দেওয়া হইল—

(ক) দত্তের বাজার জুনিয়ার মাদ্রাসা
(খ) কান্দিপাড়া হাইস্কুল
(গ) কুদালিয়া হাইস্কুল
(ঘ) গফরগাঁও হাইস্কুল

মুন্সী সাহেবের একটী ছেলের নাম আবদুল বারী। সে যখন প্রথম দিন গফরগাঁও হাইস্কুলে কলম নিয়া যায়, সে দিন উক্ত স্কুলের হেড্ মাষ্টার মহোদয়ই একটি কলম দুই আনা

মূল্যে ক্রয় করিয়া ছিলেন। বর্ত্তমানে স্থানীয় স্কুল মাদ্রাসার ছেলেরা মুন্সী সাহেবের কলম ভিন্ন অন্য কোন কলম ব্যবহার করে না। সেজন্য তিনি অতিশয় (১) উৎসাহ পাইয়া দিন দিনই অধিক পরিমানে কলম তৈয়ার করিতেছেন।

তাঁহার একটী কলম চারি পয়সা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতেছে।* মুন্সী সাহেব একদিন আমাকে বলিলেন, বাবা, সময় নাই, কি করি, তবু একটু বিশ্রামের সময়

---

(১) মুনসী সাহেবের আরও উৎসাহ বাড়াইবার জন্য যদি কাহারও মনে চায় তবে নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিলেই কলম পাওয়া যাইবে।

গ্রাম-লামকান, পোঃ দত্তের বাজার, জিলা ময়মনসিংহ।

* প্রিয় পাঠক শুনিয়া বোধ হয় রাগ করিবেননা যে অত্র পুস্তকের এই দ্বিতীয় সংস্করণ মুন্সী সাহেবের কলমে লিখিত হইল।

পাইলে কিছু কিছু কলম তৈয়ার করিয়া থাকি আবার এদিকে, হাতিয়ার পত্রও নাই—কেবল দা, **কুড়াল** ও চাকুর সাহায্যে আর কত করা যায়।

প্রিয় পাঠক, আমাদের "একটু বিশ্রাম" শেষ হইল, চলুন একটা গান গাহিয়া আবার আপন আপন কাজে চলিয়া যাই।

গান

আইস সবে মিলে মিশে
থাকি বঙ্গ মায়ের বুকে

আমরা যদি মারামারি
সদা ঘরে বাইরে করি
কে আর ভবে পাশে পাশে
থাক্‌বে মিশে মায়ের বুকে !

কহিবে মায়ে বারে বারে ?
বলছে কেঁদে দ্বারে দ্বারে
কৃষক তোরা ঝগড়া ঝাটি
করিস্ নারে আমার বুকে !

আইস সবে পণ করি
এ বছরে মার আঁচল ধরি
সরল মনে ভাইয়ে ভাইয়ে
থাক্‌ব মিশে মায়ের বুকে ।

আদর্শ-কৃষক

খুনা খুনি ও দঙ্গাবাজি
কর্‌বোনা আর মাম্‌লাবাজী
দিবো না আর চুন কালী
ভুল করিয়ে মায়ের মুখে।

মায়ের সেবা কৃষি করে
কর্‌বো মোরা ঘরে ঘরে
কৃষক মোরা কৃষি দিয়ে
রাখ্‌বো মায়ে সদাই সুখে।

অনুগ্রহ

অনুগ্রহ

আরজ আর গরজ দুই ভাই সন্ধ্যাকালে বাজার হইতে ফিরিতেছে। আরজের কাঁধে একটা শীত লাউ, আর গরজের হাতে এক লহর কই. মাছ। আরজ ছয় বছরের এবং গরজ তাহার দেড় বছরের বড়। যাহা হউক, দুইটী ভাই বড়ই স্ফূর্ত্তীর সহিত জমিদার বাড়ীর পুস্করিণীর পার দিয়া আপন বাড়ী অভিমুখে সবেগে চলিয়া যাইতেছে।

জমিদার মহোদয় নিকটবর্ত্তী নদীতে বড়্শি দিয়া একটা চিতল মাছ ধরিয়া সূর্য্য ডুবে ডুবে সময় বাড়ী ফিরিতেছেন; যেই তিনি ঐ পুষ্করিণীর কোণে আসিলেন, আরজ-গরজ তখন পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া আসিয়া উঁহার

পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে উপস্থিত। জমিদার মহোদয় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা কেহে, কোথায় যাবি, তোদের বাড়ী কোথায়?" গরজ উত্তর করিল, "আমরার বাড়ী বেউশপুর (বেহুশপুর)।" আরজও কিছু বলিবার জন্য জমিদার মহোদয়ের মুখের দিকে তাকাইতেছিল, এমন সময় তার নাকের ভিতর হইতে এক ধারা জমাট সিং ঠোঁটের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। তখন সে তাহা মুছিয়া ফেলিবার জন্য মাথা নোয়াইয়া পরনের নেংটীতে নাক ঘসিতেছিল, হঠাৎ নেংটী কোমরের বাঁধ হইতে ছুটিয়া গেল। তাহাতে সে একেবারে নেংটা হইয়া যাওয়ায় মুখের কথাটী আর কহিতে না পারিয়া লজ্জায় অবনত হইয়া রহিল। হায়রে নেংটী সার কৃষক সন্তান! যাহা হউক, জমিদার মহোদয় ইহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এমন

সময় বেহুশপুরের কানাই দাস আসিয়া উপস্থিত। ইহাদের পরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা করায়, কানাই জমিদার মহোদয়কে বলিল, "কর্ত্তা এদের কথা আর বলিবেন না; এরা ঐ যে আমাদের গাঁয়ের সেক ছানীআরামের কথাত আপনার জানা আছে, ওরই সন্তান। ও বেটা এমন নিশাখোর যে হালের বলদ বেচিয়া আফিং আর ভাং কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ওর পাঁচ ছেলে; বড় ছেলেটা জুয়াচুরিতে একেবারে হদ্দছাড়া; মধ্যমটী সেদিন তাহার মায়ের অলঙ্কার আর একটা ছাগল চুরি করিয়া বাড়ী হইতে চম্পট দিয়াছে। শুনিলাম তাহা বিক্রয় করিয়া শালার শালা (কর্ত্তা মাপ করিবেন) একটা বেহালা কিনিয়াছে। এই আরজের বড় ভাইটীই কেবল বাড়ীতে থাকিয়া সামান্য সামান্য কাজ করে; কিছুদিন পর সে আবার

কেমন হয় কে জানে। সেক ছানীআরামকে গাঁয়ের সকলেই এই সমস্ত কারণে "শনিরাম" বলিয়া ডাকে। জমিদার মহোদয় কহিলেন, "আচ্ছা, কানাই, এই তিনজন পিয়াদা দিলাম, তুমি এদের নিয়া ও বেটা নিশাখোরকে এখনই ঘর থেকে ধরিয়া আমার নিকট হাজির করিবে; আর এই দুই শিশুকে এখন যাইতে দিব না; দেখি, আজ এখানে এদের লাউ আর মাছ কেমন ভাবে পাক করা যায়।"

চাঁদনী রাত; আধ ঘণ্টার মধ্যেই কানাই পিয়াদার সাহায্যে শনিরামকে লইয়া জমিদার বরাবরে হাজির হইল। জমিদার মহোদয় কানাইকে পিয়াদাসহ বিদায় দিয়া আরজ ও গরজের সহিত নানা কথায় লিপ্ত ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ পিয়াদাগণ আসিয়া শনিরামকে হাজির করিয়া দিল। বলা বাহুল্য যে মনিবের হুকুম তামিল করিতে ও শনির

দুর্দ্দশা দেখিবার জন্য কানাইও সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছিল। জমিদার মহোদয় চোক রাঙ্গাইয়া বলিলেন, "কি হে শনি, লাউ কি মাটিতে হয় না আস্‌মানে জন্মে? আর মাছ কি বিলাতের তৈরী না জলে জন্মে? আমার জমিদারীতে তুই বেটা একটা সামান্য প্রজা; দেখ্‌ তরে আমার লাউ গাছে কত লাউ ঝুলিতেছে, আর এই দেখ্‌ত সন্ধ্যাকালে নদী হইতে বড়্‌শি দিয়া কেমন বড় একটা চিতল মাছ ধরিয়া আনিলাম! তুই বেটা কত বড় লোক যে লাউ আর মাছ বাজার হইতে কিনিয়া খাইবে!! (উপস্থিত সকলেই জমিদার মহোদয়ের প্রশংসা করিতে লাগিল) দেখ্‌ শনি, তহসিলদার সে দিন বাকী খাজানার জন্য তোর বিরুদ্ধে আমার নিকট নালিশ করিয়াছিল; আমি কেবল তোকে গরীব ভাবিয়া তাহার নালিশে কান দেই নাই; কিন্তু আজ কানাইর

কাছে যাহা শুনিলাম, তাহাতে আর তোর অপরাধ ক্ষমা করা যায় না। আমি শুনিয়াছি তোর যথেষ্ট জমি আছে; তাহাতে তরি তরকারী ও ফল মূলের চাষ আবাদ করিলেই আমার বিশ্বাস, তোর জীবিকা অনায়াসে নির্ব্বাহ হইতে পারে। তোর স্ত্রীর গৃহপালিত পশু পক্ষী পালনের প্রতি যে যত্নের কথা শুনিয়াছি, তুইও যদি তেমন বাগানের কাজে মনোযোগ করিস্ তবে আর এমন দরিদ্রতা থাকে কেন? কেবল ক্ষেতের আইলে খেজুরের গাছ রোপণ করিলেই ত দেখি তাহার গুড় চিনির আয় হইতে আমার খাজানা দেওয়া বাদেও তোর যথেষ্ট পয়সা হাতে থাকিতে পারে। "সাজ্না বেচে খাজ্না দিবে, কৃষক বেটা যে হবে" (খনার বচন); দেখ্ তরে বেটা, আমার এত প্রকাণ্ড জমিদারী তথাপি বাগানে ফলমূল যথেষ্ট পরিমাণে আমার নিজ হাতেই

জন্মাইয়া থাকি এবং তাহা বিক্রয় করিয়া আমার বাজে খরচ প্রায় চলিয়া যায়; আর তুই বেটা এমন নিশাখোর হইলে যে হালের খরু বেচিয়া আফিং আর ভাঙ্গের যাড় ভাঙ্গিতেছিস! ছি! ছি!! ছি!!! আরে সর্ব্বনেশে বেটারা তোরাইত দেশের আহার যোগাইতেছিস; তোদের অনুগ্রহ হইতে শৃগাল কুকুর প্রভৃতি ইতর প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া জীবশ্রেষ্ঠ মানব পর্য্যন্ত কেহই বঞ্চিত নহে; তোরাই কেবল তোদের নিজের খোসে খাবার পাস্না।" মধ্য হইতে কানাই দাস দাঁড়াইয়া বলিল, "কর্ত্তা, এর দরিদ্রতার বিশেষ কারণত হইল আর একটী:—সে নিজে কেবল বসিয়া ২ নিশার তালে থাকে আর তার স্ত্রীরা সর্ব্বদাই ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকে; আপনি শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন যে এই শনিগ্রামের অবস্থা এতদূর হীন, তথাপি একে একে

চারিখানা বিবাহ করিয়াছে; বেচারিরা খাইতে পায়না, পরিধানের বস্ত্র পায় না;---কাজেই শান্তিও পায় না; সুতরাং ঝগড়া বিবাদ করা তাহাদের স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক মাস হইল তাহার একটা স্ত্রী গভীর রাত্রিতে কাঁথা বালিশ লইয়া বেহুশপুরের সীমানা ছাড়াইয়া পলায়ন করিয়াছে। সে গত অমাবস্যার রাত্রে বেতাল পাড়ার মাতাল সেখের বাইশ বছরের বড় কন্যাটীকে বিবাহ করিয়া চতুর্থ জরুর ঘর পূরণ করিয়াছে; কারণ, চার বিবী না হইলে তার দিন যায় না, ঝগড়া বিবাদের হাটও ভালরূপে বসে না। সে দুয়ারে বসিয়া ভাঙ্গের ঘাড় ভাঙ্গে আর সময় সময় পিড়ী দিয়া মাগীদের হাড় ভাঙ্গে, এই হইল তার মোটামোটি কাজের তালিকা।" জমিদার মহোদয় কানাইকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আরে বেটা তুই আবার এত সর্দ্দারী

করিস্ কেন; তোর কাছেত আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি নাই; এ বেচারা গরীব হইলেওত তার একটা মান আছে; এমন ভরপুর মজলিশে তার এতগুলি বদ্‌নাম্ তোর মুখে কিরূপে যোগাইল।” যাহাহউক, শ্রীমান কানাই কানার মত একদৃষ্টে লজ্জায় অবনত হইয়া রহিল; জমিদার মহোদয় পুনরায় শনির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “আমার সঙ্গে আজ প্রতিজ্ঞা না করিলে তোকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিবনা।”

এতক্ষণ আমাদের সেক ছানীআরাম অবনত হইয়া মালিকের বক্তৃতা শুনিতেছিল। কিন্তু এতবড় লোকের মুখে কোন দিনএমন মধুর উপদেশ সে কখনই শুনে নাই বলিয়া আজ তাহার মনে বড়ই এক আনন্দ হইল। সে আনন্দে অধীর হইয়া মালিকের পায়ে গড়াইয়া পড়িল এবং “দোহাই কর্ত্তা, আর আমি নিশা

খাইবনা, আজ হইতে ছেলেপেলে নিয়া মনোযোগের সহিত কৃষি কাজ করিব; আমার সৌভাগ্য যে আপনি আমার প্রতি এত অনুগ্রহ করিয়া এতগুলি উদাহরণ দেখাইলেন ও উপদেশ দ্বারা আমার চরিত্র গঠনে এতটা দয়া প্রদর্শন করিলেন। কর্ত্তা, আজ আমাকে ছাড়িয়া দিন, এই যে সকলের সম্মুখে আপনার পা ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ হইতে মাছ তরকারী ইত্যাদি, যাহা ইচ্ছা করিলে নিজে যোগার করিতে পারি অথবা জন্মাইতে পারি, তাহা জীবনে কোন দিনও বাজার হইতে খরিদ করিয়া আনিব না।"

প্রিয় পাঠক, চলুন একবার সমাজের প্রত্যেক স্তরের কথা চিন্তা করি, প্রত্যেক পল্লীর ভিতরে অনুসন্ধান করি ও দেখি, শনিরামের ন্যায় আর কয়টী মূর্ত্তি সমাজকে রাহুগ্রস্থ, বিপদস্থ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে;

এবং চলুন আমাদের নিজেদের দোষগুলি একবার নিজেরাই খোঁজিয়া লই ; পরের দোষ পরে দেখা যাবে। দেখিলেন কি একজন বঙ্গীয় জমিদার, একটী নিরীহ দরিদ্র প্রজার প্রতি কি প্রকার মঙ্গলময় উপদেশ প্রদান করিলেন এবং এই দরিদ্র কৃষক সমাজই যে সকলের আহার যোগাইতেছে তাহা কিরূপ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন ? এমন মহামনা দয়ালু ভূম্যাধিকারী বঙ্গে বোধ হয় বিরল নহে। আমি জানি অনেক জমিদার তালুকদারই দরিদ্র কৃষক প্রজার উন্নতি কল্পে এহেন মধুর উপদেশ অহরহই বর্ষণ করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে মানুষ করিবার জন্য কার্য্যতঃ অনেক কিছুই করিয়া থাকেন। জমিদার তালুকদার প্রজার প্রতি একান্ত নিষ্ঠুর, এই কথাটী আজ এখানে আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, তবে দু' একজন নরপিশাচ যে কপালের জোরে ধরাকে

সরা জ্ঞান করিয়া নিরীহ প্রজাবৃন্দের মস্তকে অন্যায় ভাবে কুঠারাঘাত করিয়া থাকে তাহাও অস্বীকার করিতে আজ আমি অপ্রস্তুত নহি। হে সমাজের নিরক্ষর নিরীহ কৃষক ভায়ারা, শনিরাম প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া আসুন একটা গান গাহিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অনুগ্রহ ভিক্ষা প্রার্থনা করি :—

গান

পরের কি দোষ দিব ভাই
আপন দোষের অন্ত নাই

আমরা দেশের কি না করি
আমরা দশের কি না করি
সারাটী বছর খেটে খেটে
খাবার পাইনা একি ভাই !

কামাই করি, যা, টাকা কড়ি
ঢাল্‌ছি সবই পায়ে পড়ি
উকিল বাবুর থ'লে ভরে
দোষ আর দিব কারে ভাই !

দারোগা বাবু চায়না কিছু
যাই তবু তাঁর পিছু পিছু
টাকার থলি সাধিয়া দেই
দোষ আর দিব কারে ভাই !

ভাইয়ের মাথায় ভাই হইয়ে
কুড়াল মার্‌তে নাহি ভয়
আপন ভাইয়ে আপ্‌নি মারি
দোষ আর দিব কারে ভাই !

বিঘত মাপের আ'ল নিয়ে
রক্তের স্রোতে ভাসাই ভায়ে
এমন পাপের ফলে আজি
মোদের সুখের কিন্তু লেশটী নাই !

আদর্শ-কৃষক

আইসরে ভাই সবাই মিলে
গাব আপন দোষের গান
আপন রোগে দূর করিব
পরের দোষ্‌টী দেখ্‌তে নাই !

গো-ধন

গো-ধন

গো জাতির ন্যায় উপকারী জন্তু পৃথিবীতে আর নাই, ইহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য। এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে গো-জাতির উপরই সংসারটা স্থির আছে। এই গরু বিশেষ করিয়া কৃষকের প্রাণের বন্ধু, কৃষির মেরুদণ্ড।

দুঃখের বিষয়, এ দেশের কৃষক শ্রেণী গরুর প্রতি মোটেই একটা যত্ন নেয় না। বিশেষতঃ এই নিরীহ প্রাণীর রোগ প্রতিকারের প্রতি তাহারা একেবারেই উদাসীন। কি কারণে গরুগুলি রোগাক্রান্ত হয়, তাহারা তাহা একবার বুঝিতেও চেষ্টা করে না।

এই স্থলে গরুর রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কয়েকটী কথা বলা হইতেছে ঃ—

গরুর আহার বিহার ও বাসস্থান বিষয়ে মোটামোটি ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিলেই এক মত রক্ষা। আহার বিষয়ে এদেশে কৃষকগণ সাধারণতঃ যাহা ব্যবস্থা করিয়া থাকে তাহাই যথেষ্ট, তবে কথা এই যে অনাহার বা অতি মাত্রায় আহার -এই উভয়ই অনিষ্টকারী, ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধ আহারের পর, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা উচিত। তারপর, প্রাচীনকালে এদেশে গরুগুলি মাঠে মাঠে পালে পালে একত্রে চরিয়া ঘাস খাইত; দুর্ভাগ্য বশতঃ এখন আর সেই গোচারণ ভূমি এদেশে নাই, ফলে গরুগুলি আনন্দের সহিত মাঠে চরিতে পারে না, নাচিতে পারে না, তাই দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং এই স্থলে

প্রত্যেক কৃষককেই গরুর জন্য অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ ভূমি পতিত রাখিতে বিনীত ভাবে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। তারপর, গরুর বাসস্থান বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আর একটী প্রধান কর্ত্তব্য। গো-শালা নির্ম্মাণ করিবার কালে এই কয়েকটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে ঃ—

(ক) বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করিতে পারে, এমন খোলা জায়গাতে গোশালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

(খ) গো-শালায় আবশ্যক পরিমাণ জানালা রাখিতে হইবে।

(গ) যে স্থানে গো-শালা নির্ম্মাণ করিতে হয়, সেই স্থান তাহার চারিদিকের স্থান অপেক্ষা উঁচু ও শুক্না হওয়া উচিত।

(ঘ) প্রত্যেকটী গরুর জন্য অন্ততঃ পাঁচ হাত দীর্ঘ, চারি হাত প্রস্থ ও সাত হাত উচ্চ কুঠরী নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

(ঙ) গো-শালার দরজা পূর্ব্ব অথবা দক্ষিণ দিকে রাখা উচিত।

(চ) গো-মূত্র নির্গত হইবার জন্য একটী নালা গো-শালার পিছন হইতে কাটিয়া কিঞ্চিৎ দূরে একটী নির্দ্দিষ্ট গর্ত্ত পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া উচিত, তাহা হইলে আর জমাট মূত্রে গরুগুলি গড়াগড়ি দিবার সুবিধা পাইবে না।

সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে এই প্রণালীতে নির্দ্দিষ্ট গর্ত্তে যে মূত্র জমা হইবে তাহা, অথবা মূত্র মিশ্রিত মাটীগুলি জমিতে উৎকৃষ্ট সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। যাহা হউক, গোশালা যতটা লম্বা ঠিক সেই মতে চওড়া রাখা বিধি, তাহা হইলে বায়ু প্রবেশের পক্ষে ও গরুগুলির নিয়মিত স্থান সংকুলানের বিষয়ে কোন ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না। গোশালা সংক্রান্ত আর একটী কথা এই যে কোন গরু রোগাক্রান্ত হইলে

উহাকে গোশালা হইতে সরাইয়া পৃথক ভাবে অন্যত্র রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে রোগটী সংক্রামিত হইলে গোশালার অন্যান্য সুস্থ গরুগুলিকেও আক্রমণ করিতে পারে।

আমাদের দেশের গরুর অবনতি হইবার আর একটী প্রধান কারণ হইল উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের অভাব। এই অভাব অনতিবিলম্বেই বিদূরিত করিতে না পারিলে গোজাতি রক্ষণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

আমাদের কৃষকগণ আর একটী ভুল এই করিয়া থাকে যে তাহারা বড় সাধ করিয়া পশ্চিমা গরু কিনিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা জানেনা যে "কেনা গরুতে গোহাইল নষ্ট"; এবং এই প্রবাদ বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিতে বড় বেশী দূর যাইতে হইবে না। ইহা সকলেই স্বীকার করিবে যে পশ্চিমা গরুগুলি দেশী গরু অপেক্ষা অতি বৃহৎ; উহারা এদেশে আনিত

হইয়া উদর পূরিয়া আহার করিতে পায় না এই কারণে দরিদ্র কৃষকের কপালে ছাই ছড়াইয়া অচিরেই হাত পা ছড়াইয়া শৃগাল কুকুর ও শকুণীর ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া বসে। পশ্চিমা গরু যে কেবল প্রচুর আহারের অভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয় তাহা নহে বরং গোশালার সুস্থকায় অন্যান্য দেশী গরু-গুলিকেও মারিয়া যায়। অর্থাৎ যে সমস্ত রোগ দেশী গরুতে ছিলনা, কিন্তু পশ্চিমা গরুতে ছিল তাহা সংক্রামিত হইয়া দেশী গরুগুলিকে আক্রমণ করে ও পরে মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। সুতরাং পশ্চিমা গরুর প্রতি আসক্ত না হইয়া দেশী গরুর ভক্ত হইবার জন্য প্রত্যেক কৃষকেই উপদেশ দেওয়া হইতেছে। এবং দেশী গরু উৎকৃষ্ট রকমে জন্মাইবার অভিপ্রায়ে উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের প্রতি-পালন করা কর্ত্তব্য, ইহা প্রত্যেকেরই স্মরণ

রাখিতে ও কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। তারপর—উৎকৃষ্ট গাভী না হইলে কেবল উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের উপকারিতার অপেক্ষায় চলিবেনা। উৎকৃষ্ট গাভীর কয়েকটী লক্ষণ বলা হইতেছে :—

শুনরে কহিয়া যাই, কৃষকের বেটা,
গাভীর সুলক্ষণাবলি হয় যে যেটা
লাল কিংবা কাল রং হয় যে গাভীর
অথবা ধূষর গাঢ় হইবে শরীর
গাভীটী হইবে ধীর গামিনী ও স্থির
চঞ্চলা ছট্‌ফটে বা নাহবে অস্থির
শরীরের গঠন কিছু লম্বা হবে তার
স্থূল তার হবে হাড়গুলি পাজড়ার
সুচিক্কণ লোমাবলি চর্ম্ম কোমল হয়
ওলান ও বাঁট বড় স্থূল পুষ্ট হয়
দুগ্ধশিরা ওলানের সদা স্ফীত রয়
বক্ষ আর কটিদেশ সুপ্রশস্ত হয়

পায়ের উপরিভাগ স্থূল হওয়া চাই
নিম্নভাগ কিন্তু তার ছোট হবে ভাই
বুক চওড়া ঘাড় আর শিং ছোট হয়
শিংএর অগ্রভাগ পাছের দিকে রয়
মস্তক পরিমিত মানানসই হয়
পেটমোটা ঝুলিপেটা হইবে নিশ্চয়
লেজ লম্বা সরু হয় চাবুকের মত
অগ্রভাগ ঢাকা ঘন কেশগুচ্ছে কত

যাহা হউক, এখন কথা হইল এইযে উৎকৃষ্ট ষাঁড় ও গাভীর অনুসন্ধান করিয়া ক্লান্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদের কি উপায় অবলম্বন করিলে আপাততঃ কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে তাহার অনুসন্ধান করা দরকার। এ বিষয়ে অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে দুই চারিটী গ্রামের কৃষকগণ যদি একত্রে মিলিত হইয়া এই পরামর্শ স্থির করিতে সক্ষম

হয় ও তাহা কার্য্যে পরিণত করে তাহা হইলে আর আপাততঃ অসুবিধা থাকিবে না। বিষয়টী হইল এই যে, এই তিন চারিটী গ্রামে বৎসরের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে কয়টী গাভী বৎস প্রসব করে তাহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও উন্নত ধরণের বৎসগুলিকে ষাঁড় করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে বাছিয়া রাখিয়া দেওয়া, যেন উহাদিগকে বলদরূপে কখনও পরিণত করা না হয়। এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট গ্রামবাসীগণ উহাদিগকে আপন মূল্যবান সম্পত্তি মনে করিয়া প্রত্যেকেই সমানভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিবে। ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় কোন কিছু উদ্ভাবিত হইলে যথা সময়ে তাহা আমার প্রিয় কৃষক ভাইকে উপহার দিব। এখন এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কাল ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলে ঐ বৎস ষাঁড়গুলি ক্রমে উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের কাজ

করিয়া আমাদের অবনত গোজাতিকে উন্নতির দিকে ক্রমে ক্রমে টানিয়া নিবে। এবং পরে আমরা দেখিতে পারিব যে পশ্চিমা বা অন্য প্রকার উৎকৃষ্ট জাতীয় গরু অপেক্ষা আমাদের গরুগুলি বহুবিধ প্রকারে উন্নত ও উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

যাহা হউক, গোজাতীর উন্নতি সংকল্পে আমরা যতদূর পারি উপায় অবলম্বন করিব, তবে গোজাতীর রোগ প্রতিকারে কৃষক মাত্রেরই সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ অনেক সময় চিকিৎসক ডাকাইবার সময় থাকেনা অথবা চিকিৎসক সহজে পাওয়া যায় না; এমন অবস্থায় নিজে নিজে যে যে উপায় করিলে কতকটা রক্ষা করা যায় তাহারই সামান্য কিছু আলোচনা করা হইতেছে।

(ক) গোবসন্ত।

ইহার লক্ষণগুলি কৃষক মাত্রের জানা

আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস; কাজেই বলা হইতেছে যে গোবসন্তে আক্রান্ত হইয়াছে, এইটুকু বুঝিতে পারিলে ঐ গরুটীকে তৎক্ষণাৎ কাঁচা হলুদ দেড় কাঁচ্চা ও তেঁতুলপাতা একত্রে পিসিয়া এক ছটাক কাঁজি তদাভাবে এক পোয়া দধিসহ তিনবারে তিন তিন ঘণ্টা পর সেবন করাইতে হইবে।

(ক) ১ চর্ম্ম রোগ।

গন্ধকচূর্ণ দুই ছটাক		একত্র মিশ্রিত
কেরোসিন	ঐ	করিয়া
সরিসার তৈল দশছটাক		লইতে হইবে।

এই মিশ্রিত জিনিষ রুগ্নস্থানে সাবান দ্বারা ভালরূপে ধৌত করিয়া প্রত্যহ মালিশ করিবে।

অথবা

ফিনাইল	এক ছটাক
জল	ছয় সের

একত্র মিশাইয়া গা ধুইয়া ফেলিবে।

(খ) জিহ্বার ঘা।

গরম জলে ফিটকারি মিশাইয়া ক্ষত স্থান ধুইয়া ফেলিবে। তারপর কষ্টিক লোসন বা হলুদ ও সরিসার তৈল একত্রে মিশাইয়া ক্ষত স্থানে লাগাইলে কয়েক দিনেই তাহা সারিয়া যাইবে।

(গ) নাসারন্ধ্রের ঘা।

তুতিয়ার চূর্ণ শীতল জলে মিশাইয়া সেই জল কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া অল্প পরিমাণে নাকের ভিতর ঢালিতে হইবে।

(ঘ) কাঁধে দাউদ।

আলকাত্রা, ফিনাইল, গন্ধক চূর্ণ ও ও কেরোসিন তৈল একত্র মিশাইয়া মলম দিতে হইবে।

(ঙ) কাঁধ ফুলা।

সরিসার তৈল, তারপিন ও কর্পূর একত্রে মিশাইয়া মালিশ করার পর কাঁধের উপর

ছেঁড়া কম্বল বা চট রাখিয়া নিম পাতা সিদ্ধ বা শুধু গরম জলের ধারা দিতে হইবে।

(চ) শিং ভাঙ্গা।

১। মানুষের চুলের সহিত চুণ মাখিয়া ভাঙ্গা শিংটী জড়াইয়া বাঁধিবে।

২। শিংভাঙ্গা বা অন্য কোন কাটা স্থানে ভাঙ্গিয়া বা কাটিয়া যাওয়া মাত্রেই দূর্ব্বা ঘাস ছেঁচিয়া তাহাতে প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

(ছ) দন্তরোগ।

দাঁতের গোড়ায় ঘা হইলে তাহাতে ফিটকারি চূর্ণ লাগাইতে হয়।

(জ) বাঁটফাটা।

বাঁট ফাটিয়া গেলে তাহাতে কারবলিক তৈল লাগাইতে হয়।

(ঋ) চক্ষুরোগ।

চোক সাদা হইয়া বা ফুলিয়া গেলে ফিটকারি মিশ্রিত জল দ্বারা তাহা ধুইতে হয় অথবা সালফেট অব্‌জিঙ্ক আধতোলা বার ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া তাহা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চক্ষুতে দিতে হয়।

(এও) বিষ-প্রতি-সেধক।

কোন গরু বিষ খাইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ আধ-সের তিসি বা নারিকেলতৈল ও তদাভাবে সরিষারতৈল সেবন করাইয়া জোলাপ দিতে হয়।

(ক)

গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধির সহজ উপায়।

তিসি বা মসিনার খৈল, মটর সিদ্ধ, বাঁশ পাতা সিদ্ধ (আধ ছটাক জোয়ান সহ কিছু গুড়ের সহিত মিশাইয়া) বাঁধা কপির পাতা,

ফুল কপির পাতা, গাজর, শালগম, মূলা, পেঁপের পাতা, আলুর পাতা, বীচি কলা (চাউল বা ক্ষুদের সহিত মিশাইয়া), পলাশ ফুল, পাকা বেল কাটিয়া বা কাঁচা বেল সিদ্ধ করিয়া, খেসারির ডাইল বা ভুসির সহিত চালিতা বা তেঁতুল সিদ্ধ করিয়া, আম, কাঁটাল ও আতার খোসা ইত্যাদি গাভীকে সচরাচর খাওয়াইতে পারিলে দুগ্ধ বৃদ্ধির অধিক সম্ভাবনা।

(খ)

দুগ্ধবতী গাভীর দুধ হঠাৎ কমিয়া গেলে উহাকে পেঁপে পাতা ও কাঁচা পেপে একত্র বাটিয়া চিনির গাঁদ বা গুড়ের সহিত কিছু ময়দা যোগে সেবন করাইলে পুনরায় দুগ্ধ বৃদ্ধি হইবে।

(গ)

দুগ্ধবতী গাভীকে দেড়সের ভেলি গুড় বা চিটে সাড়ে চারিসের বালি মিল বা বার্লি

সিদ্ধের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে গাভীর দুধ দিবার শক্তি অনেক দিন পর্য্যন্ত পূর্ণ মাত্রায়ই থাকে।

(ঘ)

১। আধভাঙ্গা আধসের মাস কলাই ২। ক্ষুদ বা চাউল ঐ ৩। লবণ এক ছটাক ৪। কাঁচা হলুদ আধছটাক ৫। পিপুল চূর্ণ একছটাক ৬। কালজিরা আধছটাক	একত্রে বেশী জলে সিদ্ধ করিয়া একপোয়া গুড় সহ অল্প গরম থাকিতে গাভীকে খাইতে দিলে দুধ অতি মাত্রায় বাড়িয়া থাকে।

(ঙ)

সিদ্ধ মাসকলাই আধসের.

ভাত	ঐ
নালি	ঐ
পিপুল চূর্ণ	একতোলা
লবণ	একছটাক

একত্রে মিশাইয়া গাভীকে খাইতে দিলে দুগ্ধ বৃদ্ধি পায়।

(চ)

কাঁটানটের গাছ চাউল বা ক্ষুদ সিদ্ধ করিয়া মাড়ের সহিত লবণ সংমিশ্রনে সেবন করাইলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

(ছ)

ইক্ষু গাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া খাওয়াইলেও গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি পায়।

(জ)

দুগ্ধ দোহন করিবা মাএই সেই দুগ্ধ গাভীকে খাওয়াইতে পারিলে উহার দুগ্ধ বৃদ্ধির অধিক সম্ভাবনা।

যাহা হউক, এতক্ষণ আমরা গো-জাতীর উন্নতি, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন ও উহাদের রোগ নিবারনের বিষয়ে যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছি। এইক্ষণ আর একটী বিষয় সর্ব্ব-সাধারণ ভ্রাতৃগণকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গো-জাতী কৃষকের প্রাণের

বন্ধু ও কৃষির মেরুদণ্ড। বাস্তবিক পক্ষে কৃষি-জাত দ্রব্য আহার করিয়াই এই বিশাল পৃথিবীর হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি এক একটী বিরাট জাতী জীবন ধারণ করিতে সক্ষম ও সেই দ্রব্যগুলির প্রসাদেই ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতি উন্নতি ও সভ্যতা বিস্তারের সুপ্রশস্ত পথগুলি দিন দিনই আবিষ্কার করিয়া লইতেছে। কৃষি যদি একদিনের জন্য পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাইত তাহা হইলে উপরে যে সমূহ জাতী ও কর্ম্মির কথা উল্লেখ করিলাম তাহারা সমস্তই তাহাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি সহ পৃথিবী হইতে অনন্ত কালের জন্য মুছিয়া যাইত। সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলা উচিত যে, কৃষি পৃথিবীর যাবতীয় কর্ম্মি ও কর্ম্মের সু-দৃঢ় মেরুদণ্ড।

পুর্ব্বেই বলিয়াছি, গো-জাতী কৃষির মেরু-দণ্ড। কাজেই সহজেই সিদ্ধান্ত করিতে পারা

যায় যে, গো-জাতী মেরুদণ্ডের মেরুদণ্ড অর্থাৎ কর্ম্মি, কর্ম্ম ও কৃষির মেরুদণ্ড। সুতরাং এই মেরুদণ্ড সুদৃঢ় ও নিরোগভাবে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে না পারিলে কৃষি প্রধান ভারত-সন্তানের উন্নতি বিধানের যাবতীয় উপকরণাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এই কৃষি প্রধান দেশের মহা কৃষিরূপ একটা মহান্ কর্ম্ম ও এ দেশের বিরাট গো-জাত্বী রক্ষারূপ একটা আবশ্যক মহান ধর্ম্ম রক্ষাকল্পে নিখিল ভারতের সমূহ অধিবাসিকে বিনীত ভাবে বলা হইতেছে যে প্রত্যেকেই যেন গো-জাতীর রক্ষক হইয়া অতঃপর আর ভক্ষক নামে অভিহিত না হন।

এতক্ষণ আমরা গো-জাতির রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন ও উহাদের রোগ নিবারণ বিষয়ে যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছি; সে যাহা হউক, এখন প্রায় ঐ বিষয়েরই সামান্য দু' একটী কথার অবতারণার পর "গোধনের" উপসংহার করিব।

ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রত্যেক কৃষক তাহার এক চতুর্থাংশ ভূমি গোচারণ উদ্দেশ্যে পতিত রাখিবে। কিন্তু তাহাতে ভূম্যাধিকারীগণও যদি একটু স্বার্থত্যাগ পূর্ব্বক সাহায্য না করেন, তাহা হইলে দরিদ্র কৃষকের দ্বারা একাজ সম্ভব পর নহে। এ বিষয় ভূম্যাধিকারীগণের এই স্বার্থত্যাগ হইলেই বোধ হয় চলিবে ঃ—তাঁহারা উল্লিখিত প্রকারের এক চতুর্থাংশ ভূমির কর হইতে কৃষক শ্রেণীকে অব্যাহতি দিলেই একাজ হইতে পারে। অথবা ভূম্যাধিকারীগণ যদি তাঁহাদের জমিদারীর এক চতুর্থাংশ আপন আপন কৃষক প্রজাদের ভিতরে নিষ্কর ভাবে বণ্টন দ্বারা গোচারণ ভূমি রূপে ছাড়িয়া দেন তাহা হইলেও উক্ত কাজ সমাধা হইতে পারে।

দ্বিতীয় কথা হইল এই যে ভারতীয় সৈন্য সামন্তকে গোজাতির মাংস ভোজন দ্বারা

কর্ম্মঠ ও শক্তিশালী রাখিবার জন্য সরকার বাহাদুর আপন খাস মহালের ভিতরে গোচারণ ভূমি সংরক্ষণ করিলে ও তাহাতে সরকার বাহাদুরের নিযুক্ত রাখাল দ্বারা গরু পোষিয়া লইলে সাধারণের প্রতিপালিত গরুর সংখ্যা হ্রাস হইবার কারণ উঠিয়া যায় শেষ কথা হইল এই যে যাঁহারা গোজাতি রক্ষার জন্য অহরহ উচ্চ বাচ্য করিয়া থাকেন তাঁহারা একটু মনোযোগ পূর্ব্বক নিজেরাও গোজাতি পোষিয়া আপন বক্তৃতার মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন এবং অপরকেও বেশী পরিমাণে গাভী পোষণ করিবার জন্য উৎসাহ ও উপদেশ দিবেন। তাহাতে যদি দিন দিন গরুর জন্ম বেশী হইতে থাকে তাহা হইলে ব্যাঘ্র প্রভৃতির কবলে এক সংখ্যক গরু অবাধে ছাড়িয়া দেওয়ার পরও দুগ্ধ দোহণ ও ভূমি কর্ষণের জন্য যথেষ্ট গরু দেশে থাকিয়া যাইবে। গরু প্রতি-

পালনের প্রতি মোটেই লক্ষ্য না করিয়া যাঁহারা কেবল "গোরক্ষার" বিষয়ই চিন্তা ও বক্তৃতা করেন তাঁহাদিগকে আমার এই অনুরোধ, তাঁহারা যেন অতঃপর মৃত্যুর কবল হইতে "গোরক্ষা" করিবার জন্য কোন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী হন।

গান

মোরা গাছে ফলাই সোণা
মোরা ডালে ধরাই সোণা
আগুন মাসে ভাদ্রের শেষে
মোরা মারাই সোণা দানা।
মোদের বলদের পদতলে
ভাসে সোণা থালে থালে
তাদের লেদায় সোণা চেনায় সোণা
সোণা ক্ষুরের ধূলি কণা।
(মোদের) ষাঁড়ের শৃঙ্গে পাহাড় ভাঙ্গে
নাচে বাছুর মনোরঙ্গে
গাভীর দুধে পালায় ক্ষিধে
আরো কত হয় ননি ছানা।
উমেদারী তাবেদারী
আপ্না নিয়ে দোকানদারী

আদর্শ-কৃষক

বস্তাভরা সুপারিশের
দুরবস্থায় প্রাণ বাঁচে না—
যাইনা মোরা কারো কাছে
মোদের কিবা অভাব আছে
মোদের সম্বল কাঠের লাঙ্গল
তাইত কারো ধার ধারিনা।
অভাবেতে স্বভাব নষ্ট
এই কথা জগত রাষ্ট্র
অভাব শূন্য জগত মান্য
কেবা আছে কৃষক বিনা।

মুক্তি।

সূক্তি।

১। প্রত্যেক কৃষককেই আপন আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতে হইবে ও অপব্যয় হইতে হাত খানা একেবারেই উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

২। 'মামলা মোকদ্দমা করিয়া বহু কষ্টের উপার্জ্জিত ধন আর হাতে হাতে অপরকে বিলাইয়া দিয়া নিজে পথের ভিখারী সাজিব না' এই বলিয়া প্রত্যেকেরই পণ করিতে হইবে।

৩। আপন জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যে সমস্ত শস্য, ফল মূল ইত্যাদির আবশ্যক, তাহা প্রত্যেকেরই আপন ক্ষেতে বা অন্য উপায়ে নিজ হাতে গড়িয়া লইতে হইবে।

৪। প্রত্যেক পাড়া গাঁয়ের কৃষকগণ এই

পরামর্শ ঠিক করিবে যে নিজেদের ভিতরে আর কাহাকেও ভিক্ষুক সাজিতে দেওয়া হইবে না; যদি কেহ ভিক্ষুক সাজে, তৎক্ষণাৎ কাঁধ হইতে ভিক্ষার ঝুলিটী সরাইয়া তাহার মস্তকে অন্ততঃ পক্ষে কুলির বোঝা চাপাইয়া দিয়া হইলেও তাহাকে কাজে রত রাখিতে হইবে এবং সেই কাজ করার দরুণ তাহার মজুরি বা পারিশ্রমিক দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৫। প্রত্যেকেরই অন্ততঃ পক্ষে চাষের জন্য এক জোড়া উৎকৃষ্ট বলদ, স্বাস্থ্য ও গোজাতি রক্ষার জন্য একটী গাই-বাছুর, সূতা কাটিবার জন্য একটী চর্‌খা, কাপড় বুনাইবার জন্য একটী তাঁত ও ধান্য চাষের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জমি রাখিতে হইবে।

(ক) ধান, খেজুর, ইক্ষু, কলা ও কাপাস এই পাঁচ রকমের চাষ বা কৃষি অবশ্যই করিতে

হইবে। (সেইজন্য এই পুস্তকের উপসংহারের প্রারম্ভে এই আট প্রকার ছবি দেওয়া হইয়াছে।)

৬। কৃষি পরিত্যাগ বা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে জমি বিক্রয় কৃষকের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ মনে করিতে হইবে।

৭। কৃষকের হাতে কোন উপায়ে (অবশ্যই সদুপায়ে) টাকা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা দ্বারা জমি খরিদ করিয়া টাকার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

৮। তামাকু ও পান-সিগারেট কৃষকের জন্য নিষিদ্ধ; তবে একান্তই যদি কেহ তাহা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তবে সে আপন ক্ষেতে এগুলিকে (১) জন্মাইয়া ব্যবহার করিতে পারে।

(১) "সিগারেটের কারবার ৬ কোটি টাকা লাভ। লণ্ডন হইতে প্রেরিত তারের খবরে প্রকাশ,—ব্রিটিশ

৯। কৃষক কখনও বাজারে টাকা পয়সা নিয়া যাইবে না। সে তাহার ক্ষেতের ফল মূল তরিতরকারী ইত্যাদি বাজারে বিক্রয় দ্বারা বিশেষ আবশ্যক দ্রব্য (যাহা সে এখনও নিজ হাতে প্রস্তুত করিতে পারে নাই) খরিদ করিয়া আনিবে।

১০। বেত্ বা তারের পরিবর্ত্তে জঙ্গল হইতে লতা আনিয়া ঘর দরজা ও বেড়া ইত্যাদি বাঁধিতে হইবে (নিকটের সহজ প্রাপ্য জিনিষ ফেলিয়া দূরের দুষ্প্রাপ্য জিনিষ ক্রয় করা বিশেষতঃ দুর্দ্দিণে ক্রয় করা, নির্ব্বোধের কাজ নয় কি ?)

১১। সাবান ও সোডার পরিবর্ত্তে সরিষার গাছ ও কলার বাকল ইত্যাদির বাসনা দ্বারা যে ক্ষার হয়, তাহা দ্বারা বস্ত্রাদি নিজ

আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানী এক বৎসরে প্রায় ৬ কোটী টাকা লাভ করিয়াছে।" (মোহাম্মদী)

হাতে (ধোপার হাতে না) পরিষ্কার করিয়া স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলিতে হইবে।

১২। তাল গাছ বোধ হয় প্রায় প্রত্যেক কৃষকের বাড়ীতেই আছে, তথাপি কৃষকগণ মামলা মোকদ্দমা বা অন্য কোন কাজে সহরে গেলে বাড়ী ফিরিবার সময় বড় শওক্ করিয়া ছয় পয়সা, দু'আনা ও চারি আনা মূল্যে তালের পাখা কিনিয়া নেয়। কেন, প্রত্যেক কৃষকই কি এমন এমন একটী জিনিষ নিজে তৈয়ার করিয়া লইতে পারে না ?

১৩। ভেরণ্ড বদ্বিরাজ ইত্যাদি গাছের বীজে বেশ উৎকৃষ্ট তৈল হয়। তাহা প্রত্যেক কৃষককেই * কেরোসিনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার

* কেরোসীনে একদিকে মস্তক নষ্ট করে অন্যদিকে অর্থ নষ্ট করে; কিন্তু গাছের বীজে যে তৈল, তাহার প্রদীপে মস্তকের কোন অপকার নাই ও তাহা সামান্য পরিশ্রম জাত—কিনিয়া আনিতে হয় না।

করিতে হইবে। কেরোসিনের মূল্য কত বাড়িয়া যায় এবং তাহার অভাবে যে সময় সময় অনেকের ঘরে বাতি জ্বলেনা এ কথা কি কেহ চিন্তা করিতে অবসর পায় না ?

১৪। বাঁশের ছাতা, পাত্‌লা বা মাত্‌লা নিজ হাতে তৈয়ার করিয়া নিলর্জ্জভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঋণ করিয়া আর পাঁচ ছয় টাকা মূল্যের (রেলিব্রাদার্সের) ছাতা কিনিতে হইবে না।

১৪। (ক) প্রত্যেক কৃষকই আপন আপন স্ত্রী কন্যাদের জন্য বোর্‌কা ব্যবহার করিবে এবং তাহাদিগকে পাল্কী বা অন্য সওয়ারীতে নেওয়াইবার প্রথাটী পরিত্যাগ করিবে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। *

* বোর্‌কাতে বেশ পর্দ্দা রক্ষা পায় এবং একটী বোর্‌কা হইলে অনেক দিন বহুলোকের ব্যবহার চলে। 'বোর্‌কা গায়ে এক আধ মাইল পথ হাটিয়া গেলে মান

(খ) শাল, আলোয়ান ইত্যাদি কৃষকের গায়ে দিবার আর সময় নাই এগুলির পরিবর্ত্তে ঘরে প্রস্তুত কাঁথা সাথের সম্বল জানিয়া তাহা দ্বারা—বর্ত্তমানে শীত নিবারণ করিতে ও বাবুগীরির 'শওক্' মিটাইতে হইবে।

(গ) চিনি বা কাচের বাসন, গ্লাস ইত্যাদি কিনিয়া কৃষক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল; সুতরাং ইহা হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায় মাটীর পাত্রের ব্যবহার।

(ঘ) বিবাহ কাজে অনর্থক ব্যয়, যেমন আতশবাজী মিছিল ইত্যাদি, কৃষকগণ অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে, তাহা না হইলে দারিদ্রের হাতহইতে আর মুক্তি নাই!

(ঙ) পল্লীতে পল্লীতে কৃষকগণ আবশ্যক

যায়' এই বোকামি যেন কৃষকের মনে স্থান না পায়। অবশ্যই আবশ্যক হইলে, যে অবস্থায় পাল্কী বা তদ্রূপ কোন বাহন ছাড়া চলেনা তদবস্থার জন্য অন্য কথা।

জিনিষ পত্রাদির দোকান খুলিবে, ইহা মঙ্গলকর।

১৫। কৃষকের পক্ষে মাছ খরিদ করা নিষেধ। কারণ, কৃষক নিজের যে ক্ষেত ও খাল বিলের খাজানা দেয় তাহা হইতে জেলেরা মাছ ধরিয়া আবার কৃষকের নিকটই বিক্রয় করিতেছে; অন্ধ কৃষক একদিকে খাজানাও দেয় অন্যদিকে সেই ক্ষেতের মাছও মূল্যদিয়া কিনিয়া খায়। সুতরাং মাছ খরিদ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেক কৃষককেই নিজ হাতে মাছ ধরিয়া খাইতে হইবে। অবস্থাবিশেষে পুস্করিণীতে মাছের চাষ করিতে হইবে।

১৬। গরু, ছাগল, মেষ, মহিষ, হাঁস, কবুতর ও মুর্গি প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষী যথেষ্ট পরিমাণে প্রত্যেক কৃষককেই পালিতে হইবে। (জানহে কৃষক, একটী ডিমের মূল্য এদেশে কোন কোন স্থানে দুই হইতে চারি

পয়সা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং বিদেশে চারি আনা হইতে চারি সিকি পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে।) *

দুঃখের বিষয় বাংলার কৃষকশ্রেণী এই পশু পক্ষী পালনে একেবারে উদাসীন। একজোড়া কবুতর প্রত্যেক

---

* Mr. R. K. Coxe, the present District Engineer of Mymensingh, while in England, during the earlier part of 1920, wrote a letter to one of my friends, Babu Kali Nath Bose, a clerk in the Mymensingh District Engineer's office,—"My dear Kali Nath Babu,

... ...

House rent is Rs. 160/-per month, a saucer full of rice & curry is Re 1/-, milk 5 annas per a large glass. Bread 5 annas per a small loaf—mutton Rs. 2/-per seer, fowls Rs. 6/-each so on—..........................

... ..."

মাসেই দুইটী করিয়া ছানা দেয়। একজোড়া ছানা প্রত্যেক মাসে হইলে বার মাসে অর্থাৎ এক বছরে কয়টী ছানা হয়, এবং প্রতিজোড়া পাঁচ হইতে দশ আনা পর্য্যন্ত বিক্রিত হইলে একবছরে মোটের উপর কত টাকা লাভ হয়, আমাদের কৃষক কি এতই মূর্খ যে এই হিসাবটা আঙ্গুলে গণিয়া চুকাইয়া লইতে পারে না? সকলেরই জানা আছে, কবুতরকে গরুর ন্যায় ঘাস দিতে হয়না, দড়ি দিয়া বাঁধিতেও হয়না, মাঠেও চড়াইতে হয়না। কেবল মাত্র উহাদের থাকিবার উপযুক্ত বাসস্থান (খোপ) তৈয়ার

অর্থাৎ ময়মনসিংহ জিলার ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার আর কে, কক্‌স্ ইংলণ্ড হইতে এক পত্রে এই লিখিয়াছিলেন যে তথায় প্রতিমাসে ১৩০৲ বাড়ীভাড়া, এক বাসন ভাত-তরকারী ১৲, বড় এক গ্লাস দুধের মূল্য ।/০ পাঁচ আনা, ছোট একখানা পাউরুটী ।/০ পাঁচ আনা, প্রতিসের মেষ-মাংসের মূল্য ২৲ এবং একটী মুরগীর মূল্য ৬৲ ছয় টাকা এইরূপ তাঁহার ব্যয় ঘটিতেছে।

করিয়া দিলেই চলে এবং সাপ ও বিড়ালের হাত হইতে একটু সাবধানে রক্ষা করিতে পারিলেই চলে।

দত্তের বাজার জুনিয়ার মাদ্রাসার রায়্হান্ নামক একটী ছেলে আছে। সে প্রায়ই হাটের দিন জঙ্গল ও নালার পার্শ্ব হইতে কচুর লতা আনিয়া বাজারে দু'চারি পয়সা করিয়া বিক্রয় করে। তদ্বারা সে তিন মাসের মধ্যে কয়েক জোড়া কবুতর ও মুর্গি খরিদ করিয়াছে; এবং ছয় মাসের মধ্যে ছাগল ও এক বছরের মধ্যে দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। একদিকে সে গাভীর দুধে দিনদিনই স্বাস্থ্যবান হইতেছে অন্যদিকে সে গরু বৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত উপায় করিয়া ফেলিতেছে। প্রিয় পাঠক, এই ছেলেটীর উদ্দেশ্য কি, ও তাহার গতি কোন্ দিকে, একটু বুঝিতে পারিয়াছেন কি?

১৭। কৃষকগণ গ্রামে গ্রামে একতাবদ্ধ হইয়া মণ্ডলী (গ্রাম্য সম্মিলনী) স্থাপন করিতে পারিলে অনেক সময় তাহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে অনেক দুঃসাধ্য কাজও সহজে সমাধা করা যাইতে পারে। মনে করুন, একজন কৃষকের পঞ্চাশ বিঘা ধানের জমি আছে, কিন্তু অকালে তাহার হালের গরু মরিয়া যাওয়ায় এখন সে ঐ জমি নিজের দুই একখানা হাল দ্বারা বীজ বপন করিবার সময় থাকিতে থাকিতেই চাষ করিয়া প্রস্তুত করিতে পারিতেছেনা। এমতাবস্থায় যদি ঐ একতাবদ্ধ মণ্ডলী তাহাদের সমবেত চেষ্টা দ্বারা ঐ বিপন্ন কৃষককে সাহায্য করে তাহা হইলে দুইচারি ঘণ্টার মধ্যেই তাহার সমস্ত জমি অনায়াসে বীজ বপনের উপযোগী করিয়া তৈয়ার করা যাইতে পারে।

ধরুণ আর একটী উদাহরণ—একজন

কৃষকের একটী পুষ্করিণী দিবার আবশ্যক, এই কাজে তাহার পাঁচ সাত শত টাকার দরকার; এক্ষেত্রে যদি ঐ সমবেত মণ্ডলী একাজে সাহায্য করে তবে একদিনেই বিনা খরচে তাহার পুষ্করিণী হইয়া যাইতে পারে! (১)

১৮। কৃষকশ্রেণীর ভিতর লেখা পড়ার চর্চ্চা অতি মাত্রায় করিতে হইবে; কারণ বৈজ্ঞানিক মতে শীঘ্রই এদেশে চাষাবাদ চলিবে; তখন পুস্তক পাঠ করিতে না জানিলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি করার প্রণালী শিক্ষা করিবার আর কোন উপায় থাকিবে না।

(১) অষ্টগ্রাম রিলিফ্‌কার্য্যে (Relief work) দরিদ্র কৃষককে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে ময়মনসিংহে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কতকগুলি রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন। একমাত্র স্থানীয় দরিদ্র কৃষকেরাই সেই রাস্তার নির্ম্মাণ কাজ সমাধা করিয়া পারিশ্রমিক ও সাহায্য লাভে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে 'মুক্তি' পাইয়াছিল।

আদর্শ-কৃষক

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বনে যে বৈজ্ঞানিক কৃষি হইতেছে তাহা স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ অনেকেরই হয়না। কিন্তু পুস্তক পাঠ দ্বারা তাহা সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায়।

প্রত্যেক কৃষকের বাড়ীতেই বিড়াল আছে। সেই বিড়াল যে ইঁদুর ধরিয়া তাহা জীবন্ত থাকিতেই উহার সাহায্যে আপন ছানাগুলিকে শিকার ধরিবার কৌশল শিক্ষা দিয়া থাকে, এই দৃশ্য বোধ হয় কাহারও দেখিবার আর বাকী নাই। হায়রে বাংলার কৃষক! তোমরা এখনও আপন সন্তানগুলিকে জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় বা কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য কোন বন্দোবস্ত করিলেনা!!

১৯। কাজেই কৃষকের সন্তানকে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা ও মাঠে কৃষি কার্য্য করার ব্যবস্থা প্রত্যেক

কৃষকেরই অবশ্য করিতে হইবে। অন্যদিকে, প্রত্যেক কৃষককেই বিনীত ভাবে অনুরোধ করা হইতেছে যে তাহারা যেন অতঃপর সকলেই এক পয়সা মূল্যের একখানা 'বর্ণমালা' গলার মালা, জীবনের সম্বল, অন্ধের যষ্ঠী, এই ভাবিয়া কাপড়ের কোনে অতি আদরের সহিত বাঁধিয়া লয়। তারপর মাঠে, ঘাটে, জলে (নৌকায়) স্থলে যে যেখানেই থাকে, একটু অবসর পাইলে তাহা খুলিয়া একটী অক্ষর হইলেও পড়িতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরটী হাতের শলা বা যে কোন বাঁশের কঞ্চি ও কাঠের টুকরা অর্থাৎ মাটিতে আঁক দিবার যে কোন জিনিষ নিকটে পাওয়া যায় তাহা দ্বারা ঐ অক্ষটীর চেহারা আঁকিতে শিখিবে। কি যুবক, কি বৃদ্ধ, কি ছেলে, কি মেয়ে, কি যুবতী, কি বৃদ্ধা, কাহারও রক্ষা নাই—সকলকেই অন্ততঃপক্ষে এক প্রণালী

অবলম্বনে প্রাথমিক শিক্ষায় পারদর্শী হইতে হইবে (এক বছরে এইরূপে এক বর্ণমালা শিক্ষা করিলেও লাভ ছাড়া কোন ক্ষতির কারণ নাই। *

২০। প্রত্যেক কৃষকেরই প্রথম নিজের হাল চাষ করিবার জন্য যত লোকের আবশ্যক, পরিবার হইতে তাহা ঐ কাজে রাখিয়া বাকী অন্যান্য সকলের মধ্য হইতে কাহাকে সূত্রধরের কাজ, কাহাকে স্বর্ণকারের কাজ, কর্ম্মকারের কাজ, কাহাকে [illegible], কাহাকে বিদেশে পাঠাইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ, ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যের কাজ শিক্ষা

---

* বাধ্যতামূলক শিক্ষা (The compulsory Education) প্রচলিত হইলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইত এবং কৃষক রক্ষা পাইত—Come, Come, You Education—a blessing from Heven above !

দিবার জন্য স্কুলে বা কারখানায় পাঠাইতে হইবে। (১)

(১) (ক) ময়মনসিংহের টেক্‌নিকেল্ স্কুল। ইহাতে লোহা, কাঠ, বেত ইত্যাদির নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ও আবশ্যকীয় জিনিষাদি প্রস্তুত করিবার কার্য্য এবং বহুবিধ কারুকার্য্য ও তৎসঙ্গে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রত্যেক ছেলেই সেখানে মাসিক হিসাবে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে বৃত্তি পাইয়া স্বচ্ছন্দে কাজ শিক্ষা করিতেছে।

(খ) টাঙ্গাইল উইভিং স্কুল (Tangail Weaving School)। ইহাতে কাপড় বুনার কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্কুল পাশ করিতে পারিলে সাধারণ ব্যবহারের সমস্ত কাপড়ই নিজে প্রস্তুত করিতে পারা যায়। এখানেও প্রত্যেক ছাত্রকেই উক্ত জেলা বোর্ড হইতে মাসিক বৃত্তি দেওয়া এবং ছাত্রদের থাকিবার বন্দোবস্তও কর্তৃপক্ষ হইতে করা হইয়া থাকে।

(গ) ঢাকা আহ্‌সানউল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল। এখানে ছাত্রদিগকে একটু উচ্চ ধরণের শিল্প ও নানাবিধ

২১। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক তিন মাইলের মধ্যে এক একটী কৃষি বিদ্যালয় * স্থাপন করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, এই এক

যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানেও বিভিন্ন জেলা বোর্ড হইতে সেই সেই জিলার শিক্ষার্থীকে মাসিক বৃত্তি দিয়া পাঠান হইয়া থাকে।

(ঘ) ছাবোর কৃষি কলেজ (Sabour Agricultural College)। ইহাতে ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে উচ্চ প্রণালীতে বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রচলিত, তাহা এবং কি উপায়ে অল্প জমীতে অত্যাধিক ফসল পাওয়া যায় তাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সম্প্রতি ঢাকাতেও ঐ ধরণের একটী কৃষি বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে।

(ঙ) বেলগাছিয়ার (কলিকাতার নিকটস্থ) পশু চিকিৎসা-কলেজ (Bengal Veterinary College)। ইহাতে গৃহপালিত গরু, ঘোড়া, ছাগল মহিষ ইত্যাদি যাবতীয় পশু পক্ষীর স্বাস্থ্যরক্ষাও উহাদের রোগের চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বাংলার সমস্ত পশু চিকিৎসকই উক্ত কলেজের ছাত্র।

ময়মনসিংহ জিলাতেই (১২,১৩৮টী) বার হাজার একশত আটত্রিশটী গ্রাম আছে, কিন্তু ইহার প্রায় চল্লিশ লক্ষ কৃষকের জন্য এপর্য্যন্ত একটী

(চ) বোম্বে বাণিজ্য বিদ্যালয় (Bombay Commercial Academy) ; সেখানে কি উপায়ে বিবিধ ব্যবসায় বাণিজ্য অবলম্বনে সহজে ধনবান হওয়া যায় তাহা শিক্ষা দেওয়া হয়।

(ছ) রাণীগঞ্জে খনির আকর আছে তথায় নানাবিধ খনিজ পদার্থের উৎপাদন, ব্যবহার ও বিস্তারের প্রণালী শিক্ষার জন্য একটী কার্য্যালয় আছে।

(জ) ঢাকা ও কলিকাতার মূক-বধির বিদ্যালয় (Deaf & Dumb School) ও অন্ধ বিদ্যালয় (Blind School) ; সেখানে বোবা বধির ও অন্ধদিগকে লেখা পড়া ও শিল্প বিদ্যা অতি আশ্চর্য্য প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এইরূপ কতশত বালক যে নিকর্ম্মা অবস্থায় অথবা ভিক্ষুক বেশে সমাজের ঘাড়ে বোঝা চাপাইয়া বসিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা-দিগকে উক্ত বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা দেওয়াইলে উহারাও

কৃষি বিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হয় নাই। হে কৃষকগণ, অনর্থক মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি করিয়া যে রাশি রাশি টাকা অপরকে বিলাইয়া

যে ভূরি ভূরি টাকা উপার্জ্জন দ্বারা আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যথেষ্ট আছে। বলা বাহুল্য যে উক্ত বিদ্যালয় পাশ করার পরে, কথা কহিতে পারিয়াছে, এমন বোবা আমরা অনেকেই দেখিয়াছি।

উল্লিখিত যাবতীয় বিদ্যালয় ও কারখানায় শিক্ষার জন্য প্রত্যেক জেলা বোর্ড সেই সেই জেলার ছাত্রদিগকে মাসিক বৃত্তি প্রদানে বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্য দিয়া থাকেন। ডাক্তারী শিক্ষার জন্যও জেলা বোর্ড হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া ছেলেরা মেডিকেল স্কুল এবং কলেজে পড়িয়া থাকে। ঢাকা মেডিকেল স্কুল এবং কলিকাতা মেডিকেল স্কুল এবং কলেজে বহু ছাত্রই ডাক্তারি পড়িতেছে। ময়মনসিংহ সহরে শীঘ্রই একটী মেডিকেল স্কুল স্থাপিত করা হইবে বলিয়া সরকার পক্ষ হইতে আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে। আশা করি, সত্বরই এ জেলার একটী মস্ত বড় অভাব দূরীভূত হইবে।

দিতেছে সেই টাকার শতভাগের একভাগও যদি এই কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনে ব্যয়িত হইত তবে আজ তোমাদের বাংলা ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া জগতের মহা কল্যাণ সাধন করিতে পারিত ! ! !

যাহা হউক, এই কৃষি বিদ্যালয় প্রচুর পরিমাণে না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রত্যেক প্রাথমিক স্কুল হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চবিদ্যালয় পর্য্যন্ত, ইতিহাস ভূগোলের ন্যায়, 'কৃষি' বলিয়া আর একটী বিষয় যাহাতে শিক্ষা দেওয়া হয় সেইজন্য শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে হইবে। এইদেশ, কৃষি প্রধান দেশ। সুতরাং

---

* It is my wish that there may be spread over the land a net-work of Schools and Colleges, from which will go forth loyal and manly and useful citizens able to hold their own in Industries and Agriculture and all the vocations in life. H. M. 6th. January, 1912.

কৃষি শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার শিক্ষাতে এদেশবাসীর পূর্ণ শিক্ষা ও সম্যক উন্নতি এবং জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় সাধিত হইতে পারে না। অবশ্যই "বাণিজ্য বর্শতে লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মানি, তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈবচঃ নৈবচঃ।" এই মন্ত্রটী সকলের অতি সাবধানে সাধন দ্বারা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

খনার বচন।

খনার বচন।

(১)

সাত হাত তিন বিঘতে, কলা পুত্‌বে মায়ে পুতে
লাগায়ে কলা নাকাট পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

(২)

ফাল্গুন মাসে এটে
পুত্‌বে সবে কেটে,
বেঁধে যাবে ঝাড়কি ঝাড়
হবে কলা ভাঙ্‌বে ঘাড়।

(৩)

ভাদর চৈত বৰ্জ্জে
কলা খাবে আৰ্য্যে
ভাদর মাসে রোয়ে কলা
সবংশে মইল রাবণ শালা।

(৪)

পৌণে দুহাত কলার পোঁত
দেখ্‌বে তবে কলার গোট,
যদি পুত ফাল্গুনে কলা,
কলা হয় মাস ফসলা।

(৫)

আগে পুতে কলা
বাগ বাগিচা ফলা
শুন্‌রে বলি চাষারপো।
পরে নারকেল ক্রমে শুপারি রো।

(৬)

কলার পাতে গরুর মুখ
চাষার কভু না যায় দুখ।

(ক)

তিনশ ষাট ঝাড় কলা রু'য়ে,
থাক'গে কৃষক খাটে শু'য়ে।

(৭)

দিনে রোদ রাতে জল,
তাতে বাড়ে ধানের বল।

(৮)

আমে ফলে ধান
তেঁতুলে আনে বান।

(৯)

থোড় ত্রিশে ফুলো বিশে,
ঘোড়া মুখো তের দিন,
এই বুঝে ধান কিন।

(১০)

ষোল চাষে মূলা,
তার অর্দ্ধেকে তূলা,
তার অর্দ্ধেকে ধান,
বিনা চাষে পান।

(১১)

শাউন মাসের পুরো,
ভাদ্র মাসের বারো,
এর মধ্যে যত পারো
আমন, ক্ষেতে রো।

(১২)

শীষ দেখে বিশ দিন
কাট্তে মাড়াতে দশদিন।

(১৩)

আগুন মাসে পয়দা ধান,
তিন শাউনে হয় পান।

(১৪)

আগে বাঁধিয়ে ক্ষেতের আলি,
তাতে রোইবে ধান্য শালি।
তাতে যদি না হয় শালি,
খনা কহে তবে পাড় গালি।

(১৫)

কার্ত্তিক মাসের ঊনজলে

দুনো ধান ক্ষেতে ফলে।

(১৬)

বাপ বেটায় চাষ চাই,

তা' অভাবে আপন ভাই।

(১৭)

কোল পাতলা ডাগর গুছি,

লক্ষ্মী বলে সেখানে আছি।

(১৮)

শুন্‌রে চাষা দিয়ে কান,

রোদে ধান ছায়ায় পান।

(১৯)

আষাঢ়ের পঞ্চমেতে—

পুতে যদি ধান,

কৃষকের বাড়ে তবে

ধন আর মান।

(২০)

বৈশাখের ঊন জলে
আউশ ধান দুনো ফলে।
ডাক দিয়ে খনা বলে,
তুলায় তূলা অধিক ফলে।

(২১)

আউশ ধানের চাষ,
লাগে তিন মাস।

(২২)

আউশ ধানের ভূমি বেলে,
পাটের জমি হয় আটালে।

(২৩)

ঘন সরিষা পাতলা রাই,
নেন্দে নেন্দে কাপাস জাই।
কাপাস কহে কোষ্টা ভাই,
জ্ঞাতির পানি যেন না পাই।

(২৪)

ভাদরের চারি আশ্বিনের চারি
বুন্‌তে কলাই না কর দেরী।

(২৫)

ফাল্গুনের আট চৈতের আট,
সেই তিল দা দিয়ে কাট।

(২৬)

অরে বেটা চাষার পো,
চৈত মাসে ভুট্টা রো।
খনা বলে রে চাষার পো,
শরতের শেষে সরিষা রো।

(২৭)

আশ্বিনের ঊনিশ
কার্ত্তিকের ঊনিশ,
বাদ্‌দিয়ে মটর কলাই বুনিশ।

(২৮)

কোদালে মান তিলে হাল,
কাতেন ফাকার মাঘে কাল।

ছাইয়ে লাউ, উঠানে ঝাল,
বুন্‌রে বাপু চাষার ছাওয়াল।

(২৯)

সরিষা ক্ষেতে কলাই মুগ,
বুনে বেড়াও চাপ্‌ড়ে বুক।

(৩০)

সুপারি নারিকেল নাড়িয়া রো,
আম টুটরে কাঁঠাল ভোঁ।

(৩১)

সুপারিতে গোবর বাঁশে মাটী,
নিষ্ফলা নারিকেলের শিয়ড় কাটি।
ওলে কুটি মানে ছাই
এই রূপে চাষ কর ভাই।

(৩২)

দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ,
কমে না বাড়ে বার মাস।

(ক)

গুয়ায় গোবর বাঁশে চিটা,
কাট দাদা না কাট বেটা।

(৩৩)

খনায় ডাকিয়া বলে
চিটা দিলে নারকেল মূলে।
গাছ হয় তাজা মোটা
শীঘ্রির ধরে ফলের গোটা।

(৩৪)

নারকেল মূলে নুনমাটী
দিলে শীঘ্র বাঁধে গুটি।

(৩৫)

বিশ হাত করে ফাঁক
আমকাঁঠাল পুতে রাখ।
গাছ গাছালি ঘন রোলে,
গাছ হবে তার ফল না ফলে।

(৩৬)

খনায় বলে কৃষকরে
কলম রো শাউনের ধারে।

(৩৭)

যদি না হয় আঘনে পাণি
কাঁঠাল হয় টানাটানি।

(৩৮)

বার বছরে ফলে তাল
যদি না লাগে গরুর পাল।

(৩৯)

ফাগুনে আগুন চৈতে মাটী
বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি।

(৪০)

শুনরে বাপু চাষার বেটা
বাঁশের ঝাড়ে দে ধানের চিটা।
চিটা দিলে বাঁশের গোড়ে
দুই কুড়ী ভুঁই বাড়বে ঝাড়ে!

(৪১)

খনা বল্‌ছে শুন শুন,
শরতের শেষে মূলা বোন।
মূলার ভুঁই তূলা।
আখের ভুঁই ধুলা।
তামাক ক্ষেতে গুঁড়িয়ে মাটী
পরে পুত গুটী গুটী।
ঘন করে পুতোনা
পৌষের অধিক রেখোনা।

(৪২)

শুন্‌রে বলি চাষার পো
দশটী মাস বেগুন রো;
চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ
পূর্‌বে তাতে মনের সাধ;
ধর্‌লে পোকা দিবে ছাই
উপায় ভাল আর যে নাই;

শুখা'লে মাটী দিবে জল,
সকল মাসে মিল্‌বে ফল।

(৪৩)

শুন্‌রে বলি চাষার বেটা
জমির মধ্যে বেলে যেটা ;
তাতে যদি বুনিশ পটোল,
পূরবে আশা মিট্‌বে গোল্‌।

(৪৪)

বুন্‌লে পটোল ফাগুনে
ফল বাড়ে দু'গুনে।

(৪৫)

ফাগুনে না বুন্‌লে ওল,
ওল হয় অণ্ডগোল।
ছায়ার ওলে চুল্‌কায় মুখ
সে ওল খেতে নাইক সুখ।

(৪৬)

কচু বনে ছড়া'লে ছাই
সে কচুর আর সংখ্যা নাই।
নদীর ধারে পুত্‌লে কচু
কচু হয় তিন হাত নিচু।

(৪৭)

উঠান ভরা লাউ শশা
জান্‌বে তাতে সুখের দশা।

(৪৮)

চালি ভরা কুমড়া পাতা
আসা যাওয়া ধনের তথা।

(৪৯)

লাউ গাছে মাছের জল
ধেনো মাটীতে বাড়ে ঝাল।

(৫০)

বাঁশ বনের ধারে বুন্‌লে আলু
আলু হয় গাছ বেড়ালু।

(৫১)

বৈশাখ জ্যেঠে হলুদ রো,
শুনরে বেটা চাষার পো ;
আষাঢ় শাওনে নিড়িয়ে মাটী,
ভাদরে নিড়িয়ে করহে খাঁটী ;
হল্‌দি রোলে অপর কালে,
সব মেহ্‌নৎ যায় বিফলে।

(৫২)

আষাঢ়ে নবমী শুক্লপখা
কি কর আর লেখা জুখা।
যদি বর্ষে মুষল ধারে
মাঝ সাগরে বগা চরে।

(৫৩)

যদি বর্ষে ছিটা ফুটা
পাহাড়ে হয় মীনের ঘটা।
যদি বরষে নিমি ঝিমি
শস্যের ভার নাসয় মেদিনী।

(৩৪)

হেসে সূর্য্য বস্‌লে পাটে
চাষার বলদ বিকায় হাটে।

(৩৫)

পৌষে গর্ম্মি বৈশাখে জাড়া,
প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া।
কল এই তার খনার বাণী,
শাওন ভাদরে না হবে পানি।

(৩৬)

চৈত্রে কুয়াশা ভাদ্রে বান
সেই বর্ষে মড়ক জান।

(৩৭)

চৈতে থর থর
বৈশাখে ঝড় পাথর,
জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে
তবে জান্‌বে বর্ষা বটে।

(৩৮)

যদি বরুষে আগুনে
রাজা যান মাগনে ;
যদি বরুষে পৌষে,
কড়ি হবে তুষে ;
যদি বরুষে মাঘের শেষ
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ ;
যদি বরুষে ফাগুনে
চীনা, কাউন দ্বিগুনে।

(৩৯)

চাঁদের সভায় তারা
বরুষে পানি মুষলধারা ;
দূর সভা নিকট জল,
নিকট সভা রসাতল ;
দিনে জল রাতে তারা
এই দেখবে সুখের ধারা।

জ্যৈষ্ঠে শুখো আষাঢ়ে ভরা,
ফসলের ভার না সয় ধরা।
জ্যৈষ্ঠে মারে আষাঢ়ে ভরে,
কাটিয়া মারিয়া ঘর করে।

(৬০)

পূর্ব্বে উঠিলে কাঁর (১)
ডাঙ্গা ডোবা একাকার।

(৬১)

পশ্চিমে ধনু নিত্য খরা
পূর্ব্বে ধনু বরষে ধারা।

(৬২)

ভাদুরে মেঘে উল্টা বায়,
সেদিন বড় বৃষ্টি হয়।
বেঙ ডাকে ঘন ঘন,
পানি হবে শীঘ্র জান।

(১) ধনু (Rainbow)

আকাশ কোবা কোবা, বাঁধ আইল
আজ না হলে, হবে কাইল।

(৬৩)

বছরের পহেলা ঈশান কোণে বয়
সে বছরে বৃষ্টি হবে জানিবে নিশ্চয়।

(৬৪)

যদি চৈতে বৃষ্টি
তবে ধানের স্থিষ্টি ;
যদি বরষে মকরে,
ধান ফলে টিকরে।

—০—

(৬৫)

নরাগজ বিশে শয়,
তার অর্দ্ধেক ঘোড়া বয় ;
বাইশ বলদা তের ছাগলা
গুণে পড়ে বরা পাগলা।

(৬৬)

গাইয়ের দুধ মুখে,
বাঁটে কভু নয় ;
গাইয়ের মুখে ঘাস
তবে দুধ হয়।

(৬৭)

দিন রাত বুড়ী চর্কা হাতে
ছেলে মেয়ে থাকে কাপড় ভাতে।

—•—

(৬৮)

চাষার পো জাগবে আগে
তার পর সূরজ পূবে জাগে।

(৬৯)

চাষার পো ঘুমায় দিনে
হারায় ধনে, হারায় মানে।

(৭০)

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি ;
ঘরে বসে পুছে বাত,
সে করে সদা হাভাত হাভাত। (১)

---

(১) অর্থাৎ যে কৃষক নিজে চাকরের সহিত খাটিয়া কৃষিকাজ করে সে পূর্ণ ফসলই পায় ; যে ছাতা মাথায় দিয়া মোড়লগিরি করিয়া বেড়ায় ও চাকরের উপর সমস্ত নির্ভর করে, সে বড় জোড় অর্দ্ধেক লাভবান হয় এবং যে ঘরে বসিয়া বসিয়া কেবল চাকরের নিকট খোঁজ খবর লয় তাহার অন্নকষ্ট দূর হয় না।

অতঃপর আরও খনার বচন সংগৃহীত হইলে আমার আদরের কৃষকভাইকে সাদরে উপহার দিবার বাসনা রহিল।

উপসংহার

উপসংহার।

ডা-ওয়ালী বাঁজায় বাঁশী আসিছে ঐ শোন্,
ও-জস্বী তেজস্বী তার সুরের আগুন—
য়া-দিকিদ্দ বলে যত লিখিয়া কখন,
লী-লা খেলা ভেবে ঋণ ক'রোনা গ্রহণ।
র-হিবে দিনের বেলা বাহিরের কাজে,
ক-খনো রেখোনা পিঠ বিছানার মাঝে।
থা-কিবে কৃষক সাথে মেলা মেশা ক'রে,
যে-খানে যখন থাক মাঠে কিবা ঘরে।
ই-হকাল পরকাল দু'টীই তোমার,
ক-রিতে হইবে রক্ষা মনে রেখো সার।
রি-হানে আবদ্ধ তুমি রেখো না কখন,
বে-চোনা, কিনিবে শুধু জমি মহা ধন।
গ্র-হণ ক'রোনা কেহ ভিক্ষুকের ঝুলি,

আদর্শ-কৃষক

হ-লেও অভাব শত ; কৃষি কার্য্য ভুলি।
ন-রের অসাধ্য কাজ কিছু নাহি ভবে,
উ-ঠিয়া পড়িয়া কাজে লাগ তাই সবে।
দি-নের পরেতে দিন মাস বর্ষরূপে,
ত-ফাত্ হইয়া যায় অতি চুপে চুপে।
হ-ইলে একটী দিন কোন মতে গত,
ই-হকালে আর নাহি হইবে আগত।
বে-চোনা অমূল্য আয়ু আলস্যের ঠাঁই,
তা-হলে কিনিবে শুধু আপদ বালাই।
র-হিবে লাগিয়া সদা আপনার কাজে,
ই-হাই সৌভাগ্য সিঁড়ি পদতলে সাজে।
সু-কাজ করিয়া যা'রে পৃথিবী মাঝার,
খে-লার কারণে নাহি জনম তোমার।
র-হিবে সুকীর্ত্তি তব দুনিয়ার বুকে,
ত-খন হাসিবে তুমি হেরিয়া তা'সুখে।

প-ড়িয়া 'আদর্শ-কৃষক' ক্ষেতে যাবে যেই,

ন-বীনা পৃথিবী পদতলে পাবে সেই।

ভাই কৃষক, তোমাদের কাছে আমার মনের কথাগুলি একরকম বলা হল ; কিন্তু সাধ মিটে কই ? তোমাদের ছেড়ে যে পারি না। তাই বিদায়ের কালে আবার বলি—

হে কৃষকগন, উঠো, আর ঘুমাইও না—বেহুশীর পেয়ালা মুখ হইতে সরাও! ঐ যে পৃথিবীর পরিবর্ত্তনের স্রোতে মস্ত বড় একটা কর্ম্মের জাহাজ ভাসিয়া আসিতেছে! ঐ জাহাজে বর্ত্তমান সভ্য জগতের সকলেই আরোহী হইবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে—উহার অভ্যন্তরে উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক কৃষিক্ষেত্রের বুকে কর্ম্মের যন্ত্রাদি সহ সকলেই লাফাইয়া পড়িতেছে—তুমি কি এখনও শুইয়া থাকিবে ? তোমার কি এখনও শুইয়া থাকা উচিত ? না, না, তুমি শুইয়া

থাকিতে পার না—তোমাকে শুইয়া থাকিতে দেওয়া হইবে না—ঐ দেখ তোমার শুকনা মুখের দিকে কতশত শুকনা মুখো পশু পক্ষী মানবাদি ভারতের—না, না, পৃথিবীর চারিদিক হইতে—দশদিক হইতে—জল স্থল হইতে—পাহাড় পর্ব্বত হইতে—হা অন্ন হা অন্ন রবে তাকাইয়া গম্ভীর আর্ত্তনাদ প্রকাশ করিতেছে—তুমি ইহাদের অবশ্যই প্রতিপালন করিবে। সুতরাং উঠো এবং শত শত দলে মিশিয়া মিশিয়া সংসার কর্ম্মসাগরের প্রস্ফুটিত শত সহস্র শতদল সম, অথবা কর্ত্তব্য গগণের নিস্তব্ধ নীলীমার গায়ে অনন্ত কোটি তারকার মত, ফুটিয়া উঠো! জগৎ দেখিবে, জগতের চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ সকলেই দেখিবে, তোমরা পরাধীন, না জগৎ তোমাদের পদাশ্রিত! আবার বলি, জাগিয়া উঠো!!!

হে আল্লাহ্, বাংলার প্রত্যেক কৃষকের

অন্তরে কর্ম্মপ্রাণতার বীজ রোপন করিয়া দাও, হালাল রোজী দ্বারা প্রভূত ধনরাশি উপার্জ্জনে, যাহাতে জাতীয়তা রক্ষার সহিত পাপ পুন্যের বিচার সক্ষম থাকিয়া ধর্ম্মের সোজা পথে চলিয়া ইহকাল পরকালে তোমার কৃপা ভাজন থাকিতে পারে, তাহার বিহিত কর। আমীন !! ছুম্মা আমীন !!!

গান।

আমরা চল্ মাঠেই থাকি
ঘরে বসে আর কাজ নেই।
চাষা ব'লে মোদেরে
ডাকত যারা ঘৃণা ক'রে
সদল বলে ঐ যে তারা
আসছে যেচে মাঠের' পরে ;
বোকার মত এম্নি সময়

আদর্শ-কৃষক

(মোদের) ঘরে বসে আর কাজ নেই।
বি, এ, এম্, এ, পাশ ক'রে
কৃষি বিদ্যা শিক্ষা ক'রে
বিদ্যার জোরে বিজ্ঞান বলে
ধরুছে কৃষি জোর করিয়ে ;
এমুনি মজার কৃষি ছেড়ে

(মোদের) ঘরে বসে আর কাজ নেই।

(আমরা) পুস্তক পড়ব মাঠেই বসে
বিজ্ঞান শিখব মাঠেই থেকে
লিখব ক, খ, রেখায় রেখায়
লাঙ্গল দিয়ে ক্ষেতের বুকে,
যা হয় সবই করব মাঠে,

(মোদের) ঘরে ফিরে আর কাজ নেই।
সকলের ঝোক্ পড়ছে এবে
কৃষির দিকে শক্ত করে
কেহই এখন কৃষি ছাড়া

শান্তি নাহি পায়রে ভবে ;
এমনি সুন্দর কৃষি ছেড়ে
(মোদের) ঘরে ফিরে আর কাজ নেই।
এদিকে চাষ ঘৃণা করে
ওদিকে সবই চাষ করে
দেখ্‌রে ভাই কি চাতুরি
মোদের সাথে ওরা করে
ফুট্‌ছে মোদের জ্ঞানের আঁখি ;
(এখন) কৃষি ছেড়ে আর কাজ নেই।
আইস সবে কৃষক ভাই
মাঠেই থাক্‌ব মাটীর 'পরে
মাটীর মানুষ মাটীর কাজে
মাটীর মত শান্ত ভাবে—
মাটীর নীচে মিশ্‌ব শেষে
মাটী ছেড়ে আর কাজ নেই।

* وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ط *

সমাপ্ত।

IMPERIAL

[illegible]

A few copies of remarks regarding "Adarsha Krishaka" are herewith attached for kind perusal of the Public.

Khan Saheb Moulvie Syed Monzzam-uddin Hossain, Deputy Magistrate and Collector and Charge officer, Settlement, Jessore, writes—

It gives me much pleasure to state that the "Adarsha Krishak" or the Ideal cultivator by Moulie A. F. M. Abdul Hye will prove very useful to the people of agricultural Bengal. It is necessary that the cultivating class should be encouraged to devote their heart and soul to cultivation and should be taught that the only secret of success as an agriculturist lies in cotinuous hard labour in the field and also at home. The little booklet is likely to secure these objects. I understand the author is thinking of enlarging the book by adding some apt songs on "dignity of labour" and some time-honoured agricultural proverbs about crops and seeds. I am sure these will enhance the value of the book to a great extent and the book will be appreciated not only by the agriculturist population but also by gentleman farmers. The book is bound to be useful as a Text-book in Primery Schools.

Ashtagram.
The 3rd. Dec. 1920.

Sd/. S. M. HOSSIAN.
Dy. Collector, on leave
Bengal.

আদর্শ কৃষক

Babu Satindra Lal Sen, Late District Agricultural officer, Mymensingh, says :—

MYMENSINGH.

August 10, 1920.

"আদর্শ কৃষক" পাঠ করিলাম। ইহার ভিতর আদর্শ কৃষকের একটী সুন্দর ছবি অঙ্কিত করা হইয়াছে। উছমানের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য গুণাবলীর একত্র সমাবেশ অপূর্ব্ব, উৎকৃষ্ট ও প্রীতিকর হইয়াছে। নির্ম্মল চরিত্র গঠনে জগতে যাহা কিছু প্রয়োজন, পবিত্র জীবন যাপন করিতে যাহা কিছু দরকার এবং "কৃষক সমাজে" আদর্শের যাহা কিছু চাই, উছমান চরিত্রে তাহার কিছুরই অভাব নাই। একধারে সমস্ত গুণাবলী সমভাবে প্রস্ফুটিত করা হইয়াছে। উছমান মাঠের চাষী, মসজিদের মুল্লা এবং পাঠাগারের পাঠক। ঈদৃশ চরিত্র বাস্তবিকই জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, এবং সুখে অতৃপ্তি। জগতে প্রকৃত মানুষ নামে পরিচয় দিতে হইলে এইরূপ আদর্শ চরিত্র গঠনে সকলের তৎপর হওয়া উচিত। পুস্তকখানা সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান কৃষকসমাজের উপযোগী হইয়াছে। "আদর্শ কৃষক" পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হইলে পল্লীসমাজের বিশেষ উপকার হইবে।

Sd/. SATINDRA LAL SEN
District Agricultural Officer,
Mymensingh.

Moulvie Enayetur Rahman, B. A. offg. Sub-Inspector of Schools, Iswarganj, Mymensingh remarks :—

I have much pleasure in going through Moulavie A. F. M. Abdul Hye's 'Adarsha Krishak' or the ideal cultivator, an interesting reading of great moment. Delightful, indeed, it is to find the author unprecedentedly rise for the fallen and ever neglected cultivator on whom greatly depends the future good of the country agricultural as she is to the core of her being. He has directed the search-light of impertial critisism into every nook and corner of the society with a view to finding out ways and means for rousing the cultivator from his deep slumber of decided opinions and I think he is quite right in his diagnosis and prescription. As it has provisions for the cultivator's allround education, the book suits the requirements of the modern India from one corner to the other and the author is to be credited for removing a long-felt want. Several life-like representations of ideal caltivators have been very aptly put to create a thirst for learning amongst the

cultivators because there should thirst first and then water would be forth coming. On the other hand the author has sounded a note for the general awakening of the cultivating section of our community in his soul-stirring songs which are calculated to infuse life-blood in to the morbiod state of the mordern cultivators. That it will undoubtedly go a great way in doing an immense good to our cultivators is to be admitted by one and all who have the interests of the cultivators at heart. May it have a wide circulation specially amongst our school-going boys who will reap a good deal from it ; is my only wish.

Sd/. E. RAHMAN.

21/12/20.

Babu Jamini Mohan Ghosh, Deputy Collector and author of "Saral Krishi Shikhak", "Agricultural Sayings in Bengal", "Select Chapters on Mymensingh", writes :—

I have read with much pleasure and possibly with some profit the brochure "Adarsha Krishak" by Moulvie Abdul Hye. The book deals with the life of a model agriculturist and the author has dealt with the subject in lucid and homely language. The ideals put forth are simple and attractive

and will readily appeal to the simple agriculturists of Bengal. The improved edition of the book with its illustrations will, I think, be profitably read by the peasantry. It is gratifying that the District Board of Mymensingh has contributed to the cost of printing and publishing of the book and it is hoped that the District Board will spend substantial sums in future for the encouragement of books dealing with agriculture and agriculturists.

Sd. J. GHOSH.
22/12/20.

Moulvie Mohammad Shaheed Ullah M.A. B. L. Lecturer of theCalcutta University is of the following opinion :—

২৬ নং ফিয়ার লেন
কলিকাতা—
১৭।৯।২০

জনাব এ, এফ, এম, আব্দুল হাই সাহেব প্রণীত "আদর্শ কৃষক" নামক পুস্তিকাখানি পড়িয়া প্রীত হইলাম। এইরূপ বহু গ্রন্থের আবশ্যকতা আছে।............................ এই নাটক নভেলের যুগে গ্রন্থকার যে কৃষক সমাজের হিতের জন্য লেখণী ধারণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি প্রত্যেক দেশ হিতকামীর ধন্যবাদের পাত্র। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়, ইতি।

(স্বাক্ষর) মোহম্মাদ শহীদুল্লাহ্
(এম, এ, বি, এল

বিজ্ঞাপন।

(ক)

সম্বলহীন মুসলমানের জন্য

"সম্বল"

নিয়া "প্রজাকাহিনী" প্রণেতা

মোঃ শাহ আব্দুল হামিদ সাহেব

পুনরায় আসরে নামিতেছেন,

ও

তাঁহারই "মোস্লেম শহীদ"

শহীদি দরজার নিখুঁৎ চিত্র সহ শীঘ্রই বাহির হইবে।

(খ)

আমাদের মানস-উদ্যানের কলিকা, সুকুমার বালক

বালিকাদের জন্য প্রকাশিত মৎ প্রণীত "কলি

বা মক্তবে বাল্যশিক্ষা"

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স

ময়মনসিংহ ও কলিকাতায় প্রাপ্তব্য।

বিনীত

গ্রন্থকার।